Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যজীবন গ্রন্থাবলী

ভগবানের মাতৃরূপ

স্বামী চিদানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I

No................

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের মাতৃরূপ

(God as Mother)

স্বামী চিদানন্দ

সভাপতি—ডিভাইন লাইফ সোসাইটি

শিবানন্দনগর পোঃ—ঋষিকেশ, হিমালয়।

সেবক—রজনীমোহন চক্রবর্ত্তী (অনূদিত)

১১।১আর, গোপাল ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা-২৬

১৯৬৮

[মূল্য : ১৷৷০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : স্বামী কৃষ্ণানন্দ
দি ডিভাইন লাইফ সোসাইটী
পোঃ—শিবানন্দনগর
জিলা—টিহিরী গারওয়াল, উত্তরপ্রদেশ

দি ডিভাইন্ লাইফ ট্রাষ্ট সোসাইটী
কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রণ (বাংলা ভাষায়)—২০০০

১৯৬৮

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
দি ডিভাইন্ লাইফ সোসাইটি (২৮এ, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা-২৯)
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত।

মুদ্রক : শ্রীবিভাষ কুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

পরমাত্মার সঙ্গে জীবের গূঢ় সম্বন্ধ বিচারে স্বতঃই পরমেশ্বরীর মাতৃভাব আমাদের হৃদয়গুহায় ওতপ্রোতভাবেই আবির্ভূত হয়। মনুষ্য শরীরই একাধারে আধ্যাত্মিক ও আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত বিকাশ। তাইনা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পৌঁছতে হইলে দিব্যশক্তি, মায়া, দৈবীপ্রকৃতি নাম্নী কোন না কোন ভগবদ্ বিকাশের মাধ্যমেই পৌঁছতে হইবে। ভগবতী মায়ের আরাধনা এই ভগবৎ লাভের প্রচেষ্টারই প্রজ্ঞাসম্ভূত এবং সুগভীর অনুভূতির কলাকৌশল ও অঙ্গ।

যদ্যপি এদেশে এই মাতৃভাবাশ্রিত পূজা পদ্ধতি ও ভাবধারা যুগ যুগান্তে প্রচলিত তথাপি এই ভাবধারার প্রকৃত মর্ম্মবোধ এখন আমাদের ধর্ম পিপাসুগণের অগোচর। নানাপ্রকার বাহ্য অনুষ্ঠান এমন কি বিভৎস লাম্পট্য ইত্যাদি এই ধরণের পূজার অঙ্গ শতাব্দীর পর শতাব্দীর এই মাতৃ ভাধধারার পূজা পদ্ধতিকে ক্রমে অধোগতির দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং সাজোয়া আচার বিচার এমন কি দূষনীয় ব্যাভিচারে পর্য্যবসিত করিয়াছে। তাই আবার এই মাতৃভাবাপন্ন পূজা পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারে বর্তমান "ভগবানের মাতৃরূপ" পুস্তিকার প্রকাশ বিশেষ সময় উপযোগী এবং ভগবদ্ অন্বেষনেচ্ছুগণের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত রজনী মোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শিবানন্দ নীলকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সিংহ আগরওয়াল, শ্রীশ্রীনিবাসম্ প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রীতিপূর্ণ প্রচেষ্টায় এই অমূল্য গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ সহজসাধ্য হইল। শেষে বলিতে চাই, যে পুস্তক মূদ্রন ও সংশোধন বিষয়ে শ্রী এস, মজুমদার, শ্রীমতী সন্ধ্যা গাঙ্গুলী এম, এ, আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

আশা করা যায় এই পুস্তিকা দ্বারা সত্যান্বেষীগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

করুণাময়ী মার চরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম। বিশ্বজননী মার জয় হোক। মা যিনি পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতীরূপা তাঁহাকে আমার ভক্তি ও ভালবাসাপূর্ণ প্রণাম। তিনি আদিশক্তি, পরাশক্তি ও সচ্চিদানন্দময়ী। পরব্রহ্মস্বরূপিনী মা কালীর জয় হউক। স্বরূপতঃ শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্যরূপে পরব্রহ্মরই তুমি প্রকাশ। মা আপনাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাতৃপূজার আদিভূমি সকল বঙ্গবাসীগণকে আমি অভিনন্দন করিতেছি। ভক্তি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মপ্রাণতার দেশের আপনারা অধিবাসী, আপনাদের আমার প্রণতি জানাই। চৈতন্য মহাপ্রভুর, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু নাগমহাশয়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, কেশব চন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির আপনারা পূত বংশধর, আপনাদের সকলকে প্রণাম করি।

'God as Mother' পুস্তকের বাংলা অনুবাদ মায়ের চরণে নিবেদন করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ইহা মায়েরই জিনিষ কারণ কোন মানুষের বুদ্ধিতে, মায়ের দয়া ও করুণা ব্যতীত ইহার প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে। বাংলা ভাষাভাষীদের হস্তে ইহা প্রদানে সমর্থ হইতে পারিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত। কারণ মায়ের পূজাই বঙ্গসন্তানদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই পূজা আরও সুন্দর হয় যখন তাহার মধ্যের অন্তঃনিহিত তত্ত্ব ও উচ্চভাব আমাদের মনকে উৎসাহিত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবতী মাই সকল সৃষ্টির অন্তঃনিহিত জীবনীশক্তি। তিনি সকল জীবের অন্তরআত্মা তাই মার পূজা সকল মানবের শ্রদ্ধান্বিত সেবা! জীবের প্রতি শ্রদ্ধা। সকল প্রাণীর প্রতি করুণা ও দয়া। অবশ্য মায়ের প্রতিমা বা পটে পূজারও আবশ্যকতা আছে। তবে মাতৃপূজায় ইহা একটী দিক ও বিশেষ আবশ্যকীয় দিক মাত্র। তবে পূজা পূর্ণভাবে ও মায়ের মনের মত ভাবে করিতে হইলে সর্ব জীবের মধ্যে মায়ের উপস্থিতি অনুভব ও উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সকলকে সেইভাবে সেবা করিতে হইবে যেমন করে মাকে সেবা করি। মায়ের পূজার প্রধান অঙ্গই হইতেছে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন। মা তখনই আপনার ভক্তির অর্ঘ গ্রহণ করিবেন যখন আপনি তাঁর সকল সন্তানের প্রতি সমানভাবে ভাল বাসিবেন ও সদয় ব্যবহার করিতে পারিবেন। তাঁর সন্তানদের কষ্ট ও দুঃখ দিয়া আপনি কখনই মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। সকল মানবই তাঁহার সন্তান। সারা সৃষ্টি এমন কি পশুপক্ষীরাও তাঁহারই সন্তান। কেহই তাঁহার গোষ্ঠীর বাহিরে নয়। কেহই তাঁহার ছাড়া নয়। তাই সকলকে ভালবাসুন। সকলকেই আলিঙ্গন করুন। সকলের মধ্যেই মাকে দেখুন। তাঁহার সন্তানদের সেবা করিয়া মায়ের সেবা করুন। সামান্য তৃণ, পুষ্প ও পতঙ্গকেও আঘাত করিবেন না। করুণাশীল হউন। প্রতিটী জীবকে সদয় ব্যবহার করুন। কাহাকেও আঘাত করিবেন না। পীড়িতের সেবা করুন, দরিদ্রের সেবা করুন, আর্তের সেবা করুন। শোকার্তের মনে শান্তি দিন। দুঃস্থকে শান্তি দিন। অসহায়কে সাহায্য দিন। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিন। দুর্বলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহস দিন। সহায়হীনকে আশার বাণী আনয়ন করুন। ইহাই মহিমাময়ী মায়ের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ পূজা। স্মরণ রাখিবেন মানুষ শ্রীভগবানের গতিশীল মন্দির। ইহাই সত্যকার জীবন্ত বাস্তব পূজা। 'মা' সর্বত্রই বিদ্যমান। তাই মাকে সর্বত্র সর্বজীবে পূজা করুন ইহাই সত্যিকার মায়ের পূজা।

দেবীসূক্ত পাঠ করিলে এই রহস্য বুঝিতে সহজ হইবে। তিনি যে অন্তরে বাহিরে ও সকল বস্তুর মধ্যেই সকল বস্তুভাবে বিরাজ করিতেছেন।

এখানে অতি সংক্ষেপে মায়ের কৃপায় সেই পরম করুণাময়ী মায়ের বিশ্বব্যাপী রূপ ও তাহার পূজার ও তত্ত্বের কথা কিঞ্চিত বিস্তারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে সাধকের ব্যক্তিগত জীবনে মাতৃশক্তি উদ্দীপনের, অন্তরনিহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবার্থ প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি উহা নিজ জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কিছু সাহায্য করিয়া সাধকের সহায়তা করিবে। এই সব চিন্তা করিয়াই বাঙ্গলার জনসাধারণের হস্তে এই পুস্তক প্রদত্ত হইল।

ইহা কোন তন্ত্র শাস্ত্রের পুস্তক নহে বা শাক্ত মার্গের ব্যাখ্যা নহে। ইহাকে বরঞ্চ মাতৃপূজার ও মায়ের ভক্তি ও যৌগিক ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। প্রেমের দৃষ্টি ও যোগের দৃষ্টিতে মায়ের প্রতি সভক্তি দৃষ্টিপাত। ইহাতে মাকে আমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনের জাগরণের সহায়ক হিসাবে ভক্তি ভালবাসার আহ্বান। আমি অতি বিনীতভাবে এই অনুরোধ করিব যে যদি জনসাধারণ এই পুস্তক প্রতি গ্রন্থাগারে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, সভা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংঘতি ও পাঠাগারে রাখিয়া জনসাধারণের পাঠের ব্যবস্থা করেন তবে সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। গৃহে যদি পিতা মাতারা পাঠ করিয়া তাহাদের সন্তানদের ইহা বুঝাইয়া দেন বা পাঠচক্রে ইহা সকলে ইহার আলোচনা করেন তবে প্রভূত মঙ্গল হইবে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইহাকে পূজার কর্ম্মসূচির মধ্যে স্থান দিতে পারেন, সাংবাদিক পত্রেও ইহার প্রকাশ ও প্রচার করিতে পারেন। আমার এই অভিমত প্রকাশে কোন কুণ্ঠা নাই কারণ আমি ইহা আমার স্বরচিত কোন পুস্তক বলিয়া মনে করি না। ইহা আমার কথা নহে ইহা মায়েরই কথা। মা তাঁহার অপার মহিমার অতি ক্ষুদ্র অংশ এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়া দয়া করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সবই মায়ের দান। মায়েরই মহিমা। মায়েরই ঐশ্বর্য্য।

পরম পূজনীয় জগৎ বিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীস্বামী বিরেশ্বরানন্দ মহারাজের (প্রভুমহারাজ) করকমলে এই পুস্তক উৎসর্গ করিতেছি। তিনি এখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবই বর্ত্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে ভগবানের মাতৃরূপে পূজায় ব্যাখ্যা ও মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনিই বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে মানব হৃদয়ে মাতৃভক্তির উদ্দীপনা ও পূজা ও উপাসনা পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় গুরু ভাই কলিকাতাবাসী শ্রীরজনী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইংরাজী হইতে ইহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এই জ্ঞানযজ্ঞের সেবার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। আমি নিশ্চয় জানি সদ্‌গুরু স্বামী শিবানন্দ মহারাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডিভাইন লাইফ সোসাইটী—দিব্য-জীবন সংঘের স্থাপয়িতা

শ্রীশ্রীস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ (১৮৮৭—১৯৬৩)

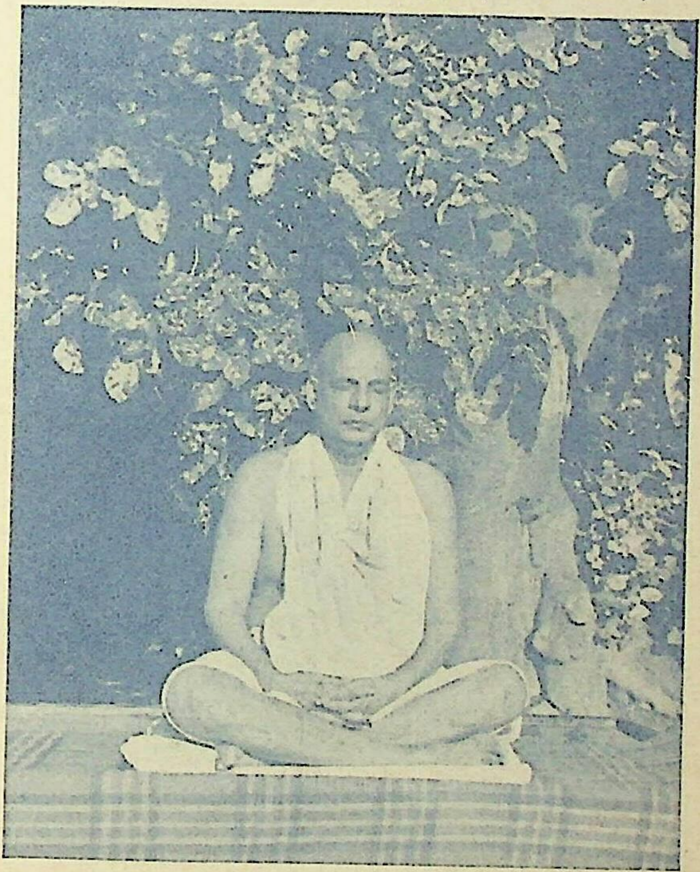

আত্মোপলব্ধিই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

মনকে সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন কর।

নিষ্কাম কর্ম্ম, দয়া ও ধ্যানের দ্বারা শীঘ্রই ঈশ্বরোপলব্ধি হয়।

প্রেমই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।

—শিবানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্য-জীবন সংঘের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট

শ্রীস্বামী চিদানন্দ মহারাজ

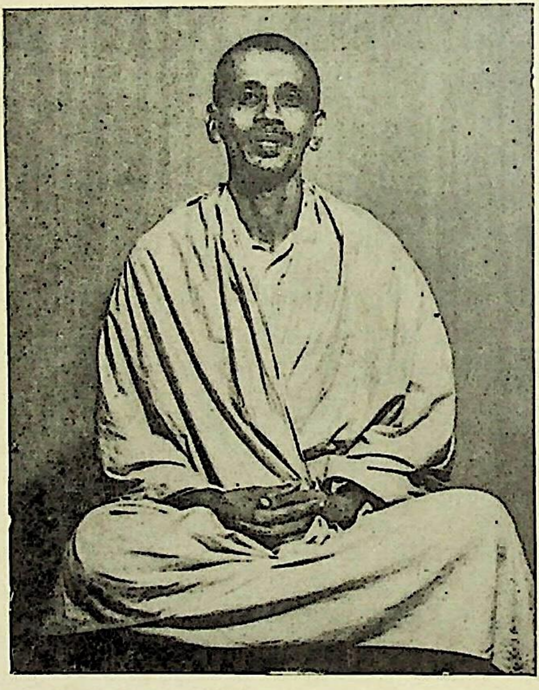

ধ্যানের জন্য প্রথম আবশ্যক শুদ্ধমন।

ধ্যানের জন্য আবশ্যক একভাগ শ্রবণ ও নিরানব্বই ভাগ অভ্যাস।

ধ্যানের জন্য আবশ্যক বিচার ও বৈরাগ্য।

এইগুলি আয়ত্ত হইলে ধ্যান আপনই হইবে।

—চিদানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুকৃপা ও মা ব্রহ্মময়ীর অনুগ্রহ তিনি লাভ করিবেন। বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট এই ভক্তি ও নিঃস্বার্থ সেবার অর্ঘের জন্য তিনি আমায় বিশেষ আনন্দিত ও সুখী করিয়াছেন। তার এটি ভালবাসার দান এবং আমি নিশ্চিত জানি মায়ের চরণকমলে অর্পিত এই ভক্তি পুস্পাঞ্জলি মা গ্রহণ করিবেন। মা রজনীবাবুকে আশীর্ব্বাদ করুন। শ্রীরঘুনাথ সিং আগরওয়াল, শ্রীশ্রীনিবাসন, শ্রী এন, সি, ঘোষ ও শ্রীশিবানন্দ নীলকণ্ঠম্ এই পুস্তক মুদ্রণে সাহায্য দান করায় ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল ও দীর্ঘ জীবন দান করুন।

এই বই ছাপা হইলে প্রথম দশখানি যেন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পাদপদ্মে অর্পন করা হয়। তাহা হইলে উহা মায়ের প্রসাদরূপে আপনাদের নিকট স্থাপিত হইবে।

প্রিয় পাঠক এই পুস্তকের ভক্তিপূর্ণ পত্রগুলির মধ্য দিয়া করুণাময়ী মার কৃপা আপনাদের জীবনে বর্ধিত হউক। দিব্য জ্যোতি, শক্তি ও জ্ঞান আপনারা প্রাপ্ত হউন। মা আপনাদের স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন, শ্রী, সাফল্য, বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আনন্দ দান করুন।

শান্তি, আনন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করুন। জয় মা কালী। ওঁ তৎসৎ।

মায়ের চরণাশ্রিত—

স্বামী চিদানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখকের প্রার্থনা

আয় মা জগজ্জননী! সর্ব্বদুর্গতিহারিণী মা আমার! জগৎবাসী ত্রিতাপদগ্ধ সন্তানগুলিকে তোমার পূর্ণ শীতল বক্ষে তুলিয়া লও মা! আমাদের অজ্ঞান আঁধার দূর করিয়া সকল দুর্গতি হরণ কর মা!

মা, তুমি একাধারে সমগ্র শক্তি, যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী হওয়ায় ত্রৈলোক্যের সর্ব্ববিধ নিয়ন্ত্রণ তোমার করতলগত; তথাপি কত মনোজ্ঞ, কত প্রীতিপ্রদ, কত বাৎসল্যপূর্ণ ই না তোমার স্নেহঘন সৌম্য মূর্ত্তি! প্রকৃত মাতৃত্বের ইহাইত মহিমা।

আজ এই বিশ্বের বুকে রোগ, শোক, অভাব, অশান্তির উত্তপ্ত পীড়নে জগৎজোড়া কি মর্ম্মান্তুদ আর্তনাদ ও বিভীষিকার তাণ্ডবই না চলিতেছে!

মা, তোমার করুণাময় ঈক্ষণে অভিসিঞ্চিত হইয়া সকলে তোমার পূজায় তৎপর হউক এবং নির্ব্বাধ শান্তিলাভ করিয়া জীবন ধন্য করুক।

এস জগদ্বাসী সর্ব্বদুর্গতিহারিণী মায়ের সন্তানগণ! একই প্রাণের প্রতিমূর্ত্তি সকল! মোহ, দুঃখ শোকসন্তপ্ত ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়গুলি প্রত্যক্ষ চিদঘন মূর্ত্তিময়ী মায়ের বক্ষে মিলাইয়া পূর্ণ চিদানন্দরসে আপ্লুত করি। জীবন আমাদের পূর্ণানন্দময় হউক!

জয় মা জয় গুরু! জয় মা জয় গুরু!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের

মাতৃস্তুতি

ওঁ

হে দেবী, তুমি সর্ব্বভূতে বুদ্ধি দয়া ও কান্তিরূপে অবস্থিতা, তোমাকে নমস্কার। হে শিবদয়িতে, হে মাধুর্য্যময়ী মা তোমাকে নমস্কার। হে মাতঃ পার্ব্বতী, তুমিই লক্ষ্মী, সরস্বতী, তুমিই কালী, দুর্গা, কুণ্ডলিনী, তুমিই সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। তুমিই পরা শক্তি। তুমিই সর্ব্বরূপে বিরাজিতা। তুমিই সর্ব্বজীবের আধার তুমিই জগতকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। এ জগৎ তোমারই ত্রিগুণময়ী মায়ার খেলা। তোমার আমি কি স্তুতিইবা করিতে পারি। তোমার মহিমা অবর্ণনীয়, তোমার জ্যোতি বিশ্বব্যাপী। আমায় রক্ষা কর। আমায় পথ দেখাইয়া দাও, হে প্রেমময়ী মাতঃ।

হে পরমেশ্বরী মা, তোমারই সৃষ্ট মায়ায় মোহিত হইয়া লোকে বিমূঢ়ের মত এ জগতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তোমা হইতেই সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি! তোমার কৃপা ব্যতীত কেহ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তুমিই জগতের বীজ। তুমি দুইভাবে—অব্যক্ত ও ব্যক্ত জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছ। প্রলয়ে বিশ্ব অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়। আমাকে দিব্যদৃষ্টি দান কর, যাহাতে তোমার প্রকৃত বিরাটরূপ দর্শন করিতে পারি। হে দয়াময়ী মা, এই মায়ার পারে যাইতে আমাকে সাহায্য কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে করুণাময়ী মা, তোমাকে নমস্কার। তুমিই আমার উদ্ধারকর্ত্রী তুমিই আমার লক্ষ্য। তুমিই আমার সহায়। তুমি আমায় পথ দেখাইয়া সকল দুঃখ, কস্ট ও ক্লেশ হইতে উদ্ধার কর। তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তুমি সকল গুণের আধার। আমায় রক্ষা কর। আমি তোমায় বারংবার নমস্কার করিতেছি।

হে মহিমাময়ী মা, তোমায় নমস্কার। সকল নারী তোমারই প্রতিমূর্ত্তি। দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার তোমারই প্রকাশ। তুমি বৈদ্যুতিক শক্তি, চুম্বকশক্তি, জড়শক্তি, মানসিক শক্তি। সকল রূপই তোমার রূপ। সৃষ্টি রহস্য আমার নিকট প্রকাশ কর। আমায় তোমার দৈবীজ্ঞানে বিভূষিত কর।

হে প্রেমময়ী, তুমিই আদ্যাশক্তি। শান্ত ও রুদ্র দুইই তোমার রূপ। তুমিই লজ্জা, নম্রতা, দয়া, বীর্য, ক্ষান্তি, ধৈর্য্য, তুমিই ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি, মহত্ত্বের মহত্ত্ব, বীরের শৌর্য, শার্দ্দূলের হিংসা। আমার মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের শক্তি দাও। আমাকে তোমাতে মিলিত হইবার উপযোগী কর। তোমায় প্রণাম।

হে সর্ব্বেশ্বরী মা! কবে আমায় সাম্যদৃষ্টি ও সমবুদ্ধি সম্পন্ন করিবে। কবে অহিংসা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি দান করিবে। কবে তোমার প্রতি দৃষ্টি সম্পন্ন করিবে। কবে পরমা শান্তি ও অনন্ত আনন্দ লাভ হইবে। কবে গভীর ধ্যানে সমাধিস্থ হইব।

হে জ্যোতির্ময়ী মা! আমি সাধনা করি নাই বা গুরু সেবাও করি নাই, ব্রত যাত্রাদান বা জপও করি নাই। স্বাধ্যায় করি নাই। বিবেক বিচার বা বৈরাগ্যও আমার নাই। আমার পবিত্রতা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুমুক্ষুত্ব নাই। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার পায়ে আমার নীরব নমস্কার। আমি তোমার অধম ভক্ত। দয়া করিয়া আমার অজ্ঞান আবরণ দূর করিয়া দাও।

হে দয়াময়ী মা! তোমায় প্রণাম। তুমি কোথায় আছ? আমায় ত্যাগ করিও না। আমি তোমার সন্তান। আমাকে ভয় ও আনন্দের পারে লইয়া যাও। কবে তোমার চরণ কমল দর্শন করিব? তুমি দয়ার সাগর। পরশ পাথর পরশে যদি লোহা সোনা হইয়া যায়, গঙ্গা জলে মিশিয়া যদি সকল অপবিত্র জল পবিত্র হইয়া যায় হে দিব্যময়ী মা তুমি কি আমায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পার না? আমার বাসনা যেন সদাই তোমার নামগুণ গান করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা—স্বামী কৃষ্ণানন্দ	/০
নিবেদন—স্বামী চিদানন্দ	✓/০
লেখকের নিবেদন—রজনী মোহন চক্রবর্তী	॥০
মাতৃস্তুতি—স্বামী শিবানন্দ	॥/০
ভগবানের মাতৃরূপ—স্বামী চিদানন্দ	
প্রথম রাত্রি—পরাশক্তির অলৌকিক প্রকাশ —	১
দেবী মাহাত্ম্যের সার	৩
মায়া ও ব্রহ্ম একই	৬
দ্বিতীয় রাত্রি—যা অশুভ শক্তি বিনাশিনী	১০
মায়া ও মুক্তি	১২
রহস্যময়ী মা কালি	১৪
রক্ষার জন্যই এই ধ্বংশ	১৬
তৃতীয় রাত্রি—ধ্বংসই সৃষ্টির মূল কথা	১৯
ধ্বংস নয় উর্দ্ধীকরণ	২১
পশুভাবের বলি	২২
আধ্যাত্মিক সাধনায় মা দূর্গার স্থান	২৫
সপ্তশতীর শিক্ষা	২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ রাত্রি—লক্ষ্মী পরমা পালয়ত্রী	২৯
সূক্ষ্ম হইতেস্থলে অবতরণ	২৯
মানুষের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি	৩০
অষ্ট ঐশ্বর্য্যশালিনী লক্ষ্মী	৩২
লক্ষ্মীর প্রতি সাধকের ভাব	৩৪
পঞ্চম রাত্রি—সৌভাগ্যের পথ	৩৭
জাতীয় সৌভাগ্যের লক্ষণ	৩৮
জাতীয় নেতার কর্ত্তব্য	৩৯
সময়োচিত সাধারণ বাণী	৪০
ষষ্ঠ রাত্রি—গৃহে ও হৃদয়ে সর্ব্ব সৌভাগ্যদায়িনী দেবী	৪২
মহিমময়ী ভারতীয় নারী	৪৩
গৃহস্থালীতে লক্ষ্মী	৪৪
সাধকের আধ্যাত্মিক সম্পত্তি	৪৫
মাকে অবহেলা করিও না	৪৬
সপ্তম রাত্রি—সৃষ্টি মায়ের বীণার সুর	৪৮
যোগের তত্ত্ব ও ক্রিয়া	৪৯
মা বিশুদ্ধ সত্ত্ব	৫০
মা যে সর্ব্বস্বরূপা	৫০
যে দিব্য জ্যোতির প্রকাশে সকল অন্ধকার দূর হয়	৫২
অষ্টম রাত্রি—সিদ্ধি বা সাফল্যের দেবী	৫৪
সাফল্যের অন্তরনিহিত কথা	৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম রাত্রি—অন্তিম মোক্ষের পথ ৫৭
মা পরম সত্ব রূপে ৫৯
গুরু বাক্যই বেদ বাক্য ৬০
স্বাধ্যায়-ইহার কার্য্যকরী মূল্য ৬০

বিজয়া দশমী—মহান আদর্শ ও তাহার উপলব্ধি ৬৩
গুরু পরব্রহ্মের স্থূলমূর্ত্তি ৬৪

পরিশিষ্ট (১)
শ্রীশ্রীদুর্গা প্রশস্তি—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী ৬৬

পরিশিষ্ট (২)
মহামায়াতত্ব-চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা —শ্রীরজনী মোহন চক্রবর্ত্তী ৬৯

পরিশিষ্ট (৩)
চণ্ডীতত্ত্বে ষটচক্র ভেদ (যৌগিক ব্যাখ্যা) —শ্রীরজনী মোহন চক্রবর্ত্তী

পরিশিষ্ট (৪) ভারতীয় দর্শনে দেবী—স্বামী কৃষ্ণানন্দ ৮৮
পরিশিষ্ট (৫) ডিভাইন লাইফ সোসাইটী—দিব্যজীবন সংঘ ৯১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানাভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যা শ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম দৃশ্য

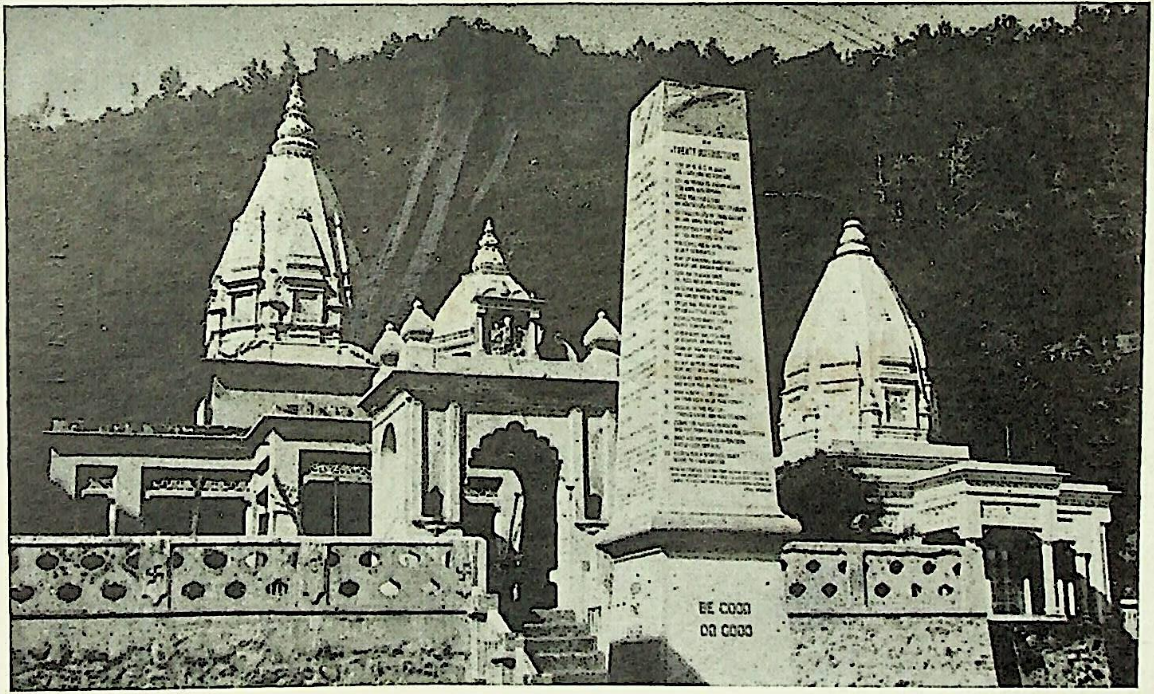

বিশ্বনাথ মন্দির, সমাধি মন্দির ও উপদেশ স্তম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের মাতৃরূপ

ব্রহ্মস্বরূপা-'মা'

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

নবরাত্রির প্রথম রাত্রির ব্যাখান :

পরাশক্তির অলৌকিক প্রকাশ

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫।১৬ ॥

সৃষ্টির উদ্ভব, স্থিতি ও সংহারকারিণী ভগবতী পরমকল্যাণময়ী মায়ের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। চিন্ময়ী মা ব্রহ্মেরই অলৌকিক অব্যক্ত শক্তি। ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত ও পরমাশক্তি। ইহা ইন্দ্রিয় ও মনের বোধের অগোচর। মা সেই পরম ব্রহ্মের গতিশীলা রূপ।

নবরাত্রির প্রথম রাত্রি হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়া দশমীতে যাহা শেষ ও যাহা সাধারণত দশেরা বা দুর্গাপূজা নামে কথিত (প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ) সেই বাৎসরিক পবিত্র নবরাত্রি পূজা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে সমবেত ও মায়ের আরাধনায় নিরত। ইহা সত্যই আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। যাঁহার কৃপাবলে জাগতিক ও পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সকল প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ হয়, যাঁহার দয়ায় সাধক তাহার সাধনার বস্তুলাভে সমর্থ হয়, যাঁহার অনুগ্রহে সন্ধানী তাহার সন্ধানে পৌঁছায়, জীবাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মায় উপলব্ধি করিতে পারে আজ আমরা তাঁহার বিষয় কিছু আলোচনা, পূজাপাঠ, স্তবস্তুতি করিতে মিলিত হইয়াছি ইহাই পরম ভাগ্যের কথা।

মায়ের কৃপা ছাড়া সিদ্ধি বা মোক্ষলাভ হয় না। আজিকার এই পবিত্র ক্ষণে আমরা ভগবতী মায়ের সম্বন্ধে ভারতীয় ভাবধারা ও এই নবরাত্রির পূজায় তত্ত্ব ও ঐতিহ্য কিছু জানিতে চেষ্টা করিব।

ভারতীয় হিন্দুর উপাসনা সাধারণত চার বা পাঁচটি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত। যাঁহারা ভগবানকে শিবরূপে উপাসনা করেন তাঁহাদের শৈব; যাঁহারা বিষ্ণুরূপে উপাসনা করেন তাঁহাদের বৈষ্ণব; যাঁহারা শক্তিরূপে উপাসনা করেন, তাঁহদের শাক্ত বলা হয়। ইহা ছাড়াও অপর কিছু লোক তাঁহাকে গণপতি (গণেশ) রূপে উপাসনা করেন তাঁহাদের গাণপত্য ও কতক লোক তাঁহাকে সূর্য্যরূপে উপাসনা করেন তাহাদের সৌর বলা হয়।

নবরাত্রির দেবীর উপাসনা শাক্ত উপাসনা এবং ইহার পদ্ধতি শাক্তধারাতেই হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও আসামে বহু লোকে এই ভাবধারায় পূজা করেন। দুর্গা সপ্তশতী বা দেবীমাহাত্ম্য ইহাদের প্রধান তন্ত্রপুস্তক। ইহাতে সাতশত শ্লোক আছে তাই ইহাকে সপ্তশতী বলা হয়। বাংলায় ইহারই নাম চণ্ডী এবং গাড়ওয়ালে দেবীমাহাত্ম্য পাঠকে চণ্ডীপাঠ বলা হয়। কারণ, মা চণ্ডিকা নামেও অভিহিত হন।

এই চণ্ডীপাঠ খুব নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইহার পাঠের নিয়ম শাস্ত্রে খুব বিধিবদ্ধভাবে দেওয়া আছে। প্রথম অংশ, যাহা আজ পাঠ করা হইল, তাহাতে দেবীতত্ত্ব বিশদভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচিত হইয়াছে। গল্পাংশে একজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি একজন রাজা ও একজন বৈশ্যকে দেবীর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়া দেন। ইহাতে সেই দেবী কে, তাঁহার কি স্বভাব, স্বরূপতঃ তিনি কি, এইসকল দার্শনিক সত্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে সুন্দর প্রাণস্পর্শী মহান স্তবসকল আছে। দেবীর পূজার বিধি আছে। শাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ চণ্ডী পাঠেই দেবীর পূজা ও সাধনা হয়। এবার আমি এই গ্রন্থের মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিব।

দেবী মাহাত্ম্যের সার :

ইহা এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের সূর্য্যবংশে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি অরণ্যে আশ্রয় লইলেন। ধন ও জন সব হারাইয়া তিনি খুবই ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন এবং একাকী দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মনে পুনঃ পুনঃ তাঁহার নষ্ট রাজ্য ও হৃত ভাগ্যের কথা এবং এখন কিভাবে তাঁহার অমাত্যগণ রাজ্যশাসন করিতেছে এই সকল বিষয়ের চিন্তা উদিত হইতে লাগিল এবং নূতন রাজারা কিভাবে রাজ্যশাসন করিতেছে তাহার চিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিল। যখন তাঁহার মনের এই অবস্থা তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি মেধসের আশ্রমের নিকট আসিলেন। তিনি এই আশ্রমের সৌন্দর্য্য, শিষ্যকুল ও ইহার শান্ত ও পবিত্র পরিবেশে আকৃষ্ট হইয়া এখানে রহিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আশ্রমে থাকাকালে তাঁহারই মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও গৃহ হইতে স্বজন কর্তৃক বিতাড়িত সমাধি নামে এক বৈশ্যের সহিত তাঁহার মিলন হইল। বৈশ্যও নিজ পরিবার কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই বনে বিচরণ করিতেছিল এবং মুনির চরণে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল।

দুজনেই দেখিল যে তাহারা যদিও নিজ আত্মীয়গণ দ্বারা সর্বস্ব অপহৃত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত তথাপি তাহারা মনে মনে তাহাদেরই চিন্তায় মগ্ন। ইহা তাহাদের নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল যে তাহাদের নিজের লোকেরাই তাহাদের বিতাড়িত করিয়াছে অথচ তাহাদেরই কথা সর্ব্বদাই তাহারা চিন্তা করিতেছে। তাহারা এই বিষয় লইয়া নিজেরা আলোচনা করিতে লাগিল যে, যাহারাই তাঁহাদের সকল দুঃখের কারণ ও যেসকল বস্তু হইতে তাহাদের সকল কষ্টের উৎপত্তি তাহাদের মন কিন্তু পুনঃ পুনঃ তাহাদেরই চিন্তায় ফিরিয়া যায়। মনের এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে, যে সকল বস্তু দুঃখের কারণ তাহা জানিয়াও সে সকল বস্তুতেই মন সর্ব্বদা আকৃষ্ট হয়। এই সমস্যার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া তাহারা বিনীতভাবে ঋষি মেধস্‌কে ইহার সমাধান করিয়া দিতে বলিল। তাহারা ঋষিকে বলিল, "হে জ্ঞানীপ্রবর, এই বিষয় আপনি কিছু আলোকপাত করুন। আমরা আশ্চর্য্যের সহিত দেখিতেছি যে সকল বস্তু হইতে আমাদের সকল কষ্টের উৎপত্তি এবং যাহারা আমাদের সর্ব্ববিষয়ে কষ্ট দিয়াছে মন কিন্তু সর্ব্বদা সেই সকল বস্তুতেই আকৃষ্ট রহিয়াছে এবং সেই সব লোকের প্রতি অতীব আসক্ত। মন জানে যে এই সকল বস্তুতে কোন সুখ নাই তথাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে না। মনের এইপ্রকার অদ্ভুত মোহের কারণ কি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিন।”

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির এই প্রশ্ন সর্ব্ব জগতের প্রশ্ন এবং প্রতি চিন্তাশীল মানব মাত্রেরই মন এই প্রশ্নের দ্বারা বিচলিত। ঋষি মেধস এখানে দেবীর মাহাত্ম্যের এক অতি মহান ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ‘হে সন্তানগণ, মানবের মন এক আশ্চর্য্যময়ী মায়ার দ্বারা বদ্ধ, যেজন্য তাহাদের বিশুদ্ধ বিচারশক্তি তমসাবৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের মন পুনঃ পুনঃ সকল প্রকার দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ স্বরূপ সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া তাহাতেই বার বার ফিরিয়া যায়। এই মায়া, এই আবরণী শক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে মহামায়ারই অলৌকিক শক্তি। তিনিই এই বিশ্বমায়া। তিনিই এই জগৎ প্রপঞ্চের পশ্চাতে রহিয়াছেন। তাঁহারই আবরণী শক্তি এককে বহু করিয়া দেখায়, অরূপকে বহুরূপ ধারণ করায়, অব্যক্তকে ব্যক্ত করে। ইহা সেই ব্রহ্মেরই অবর্ণনীয় শক্তি। ইহাই ব্রহ্মশক্তি। ইহাই মহামায়া-ভগবানেরই বিশ্বব্যাপী বিমোহিনী শক্তি। এই শক্তির দ্বারা ভগবান তাঁর জগৎ নাটকের সকল নামরূপের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া পুনরায় নিজের মধ্যে গুটাইয়া লন।

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি ঋষির নিকট এই অলৌকিক শক্তি— যাহা সমস্ত ব্যক্ত প্রপঞ্চের পশ্চাতে থাকিয়া সব কিছু চালাইতেছেন তাঁহার বিষয় সবিস্তারে জানিতে চাহিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে মেধস ঋষিও সেই মহামায়ার বিষয় ও আবির্ভাবের কথা বিস্তারিত-ভাবে বলিলেন। এই সাতশত শ্লোকে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। শেষে মহামায়ার দৈবীভাব ও অলৌকিক রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়া সুরথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সমাধিকে যোগ অভ্যাসের দ্বারা দেবীর পূজা, ধ্যান ও আরাধনা করিয়া মাকে তুষ্ট করিতে বলিলেন। এই ভাবে আরাধিত হইয়া মা তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কৃপা বর্ষণ করিলেন ও তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

মায়া ও ব্রহ্ম একই

দেবীতত্ত্বের ব্যাখায় ইহাই দেখান হইয়াছে যে সেই পরমা শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহাতে বলা হইয়াছে যে যাহা কিছু আমরা দর্শন করি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ সবই সেই পরব্রহ্মের পরা শক্তির ক্রিয়া। তাঁহাকেই আদিশক্তি বলা হয়। তাঁহাকেই পরাশক্তি বলা হয়। তাঁহাকেই সেই শ্রেষ্ঠ বিরাট শক্তি বা মহাশক্তি বলা হয়।

সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সহিত এই মহাশক্তির কি সম্বন্ধ তাহা একটী রহস্য ও সাধকদের চিন্তার বিষয়। এ সম্বন্ধে বহু ব্যাখা শুনা যায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা স্পষ্টভাবে এই গভীর গূঢ় তত্ত্বের বিষয়, ভগবানের এই অলৌকিক রূপ ও তাঁর মহামায়িক রূপের বিষয় ব্যাখা করিয়া দেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে পরব্রহ্ম ও এই জগৎ আবরণী অচিন্ত। মায়াশক্তি বা দেবী প্রকৃত প্রস্তাবে তত্ত্বতঃ একই বস্তু। বাহ্যতঃ তাহারা পৃথক বোধ হইলেও মূলতঃ একই। কার্য্যতঃ পৃথক দেখাইলেও অন্তরে একই। ইহাই ইঁহাদের সম্বন্ধ। যেমন একই মুদ্রায় দুইটী পৃথক পিঠ বা দিক। মহামায়াকে বাদ দিয়া পরব্রহ্মকে ভাবা যায় না এবং পরব্রহ্মকে ভাবিতে হইলেই তাঁহার শক্তি মহামায়াকেও ভাবিতে হয়। তাঁহারা বলেন মহামায়াই ব্যক্ত ও অব্যক্তকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন কার্য্য এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার একটী কারণ—কিন্তু ইহাদের যোগাযোগ করিবার সূত্রটী কি? ইহাদের মধ্যে একটী নিগূঢ় যোগ সূত্র আছে যাহা ইহাদের পরস্পরকে একীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যদিও দেখিতে দুই কিন্তু বস্তুতঃ একই ধারায় দুই প্রান্ত। এই কার্য্য কারণ হওয়ায় ও কারণ কার্য্যে যুক্ত থাকা যে শক্তির দ্বারা হয় তাহাই মায়া বা অলীক প্রপঞ্চ বা দেবী।

পরব্রহ্ম নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় কারণ ইহা অসীম ও অনন্ত, কাজেই ইঁহার কোন গতি বা ক্রিয়ার প্রশ্ন অসিতেই পারে না। মহামায়া, যাঁহাকে আমরা দেবী বলি, তিনি পরব্রহ্মের সক্রিয় ভাব। দুগ্ধ ও তাহার শুভ্রতা, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, সর্প ও তাহার তির্য্যক গতি যেমন পরস্পর অভেদ তেমনই ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিও অভেদ। দুগ্ধের কথা ভাবিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার শুভ্রতায় কথা মনে আসিবে; অগ্নির কথা ভাবিলেই ইহার দাহিকাশক্তির কথা মনে আসিবে। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি ব্যতীত অগ্নির কথা বলা চলে না, সেইরূপ পরব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ। বর্ত্তমান কালের একটি উদাহরণে বলা যায় ব্রহ্ম ও মায়া বা প্রকৃতি কেমন যেমন বৈদ্যুতিক উৎপাদন যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত বৈদ্যুতিক শক্তি। যখন ক্রিয়াশীল নহে তখন আমরা এই যন্ত্রকে ব্রহ্মের সহিত তুলনা করিতে পারি। এই যন্ত্রকে যেখানে খুসি লইয়া যাইতে পারি। তখন কেহ বুঝিতে পারিবে না যে ইহার মধ্যে কি বিরাট শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। তখন ইহা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যখনই এই বৈদ্যুতিক যন্ত্র ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে তখনই ইহার নিশ্চল শক্তি সচল হইয়া উঠে। স্থাণু ভাব চলিয়া গিয়া বিরাট কর্ম্মরত শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহা বিদ্যুতের মত গতিশীল হয়। জ্যোতির বিকিরণ করিয়া উদ্দীপ্ত হয় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোক প্রকাশ করে। ঘূর্ণ্যমান গতিতে পাখা ঘুরাইতে থাকে। কখন প্রচণ্ড শৈত্যাধার যন্ত্রে বরফের সৃষ্টি করে আবার চুল্লীর মধ্যে প্রচণ্ড অগ্নির সৃষ্টি করে। আবার নাদ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তুমুল নাদের সৃষ্টি করে। ব্যাটারীর মধ্যে যে শক্তি স্থানু ভাবে ছিল তাহাই যখন বেগবান হইল তখন আলোক, গতি, তাপ, শৈত্য, নাদ এবং বহুবিধ আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভাবে প্রকাশ পাইল। সেইরূপ সেই মহাশক্তিকে অব্যক্ত, অক্রিয়, স্থাণু অবস্থায় বলা হয় পরব্রহ্ম বা নাম-রূপ-গতিহীন পরম অব্যক্ত। আবার তিনিই যখন গতিবান সক্রিয় ভাব ধারন করেন, সৃষ্টি করিয়া নামরূপ ধারণ করেন, সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পান তখন তাঁহাকে বলা হয় মহামায়া। উভয়েই এক। মহামায়াই বৈদ্যুতিক শক্তি সূর্য্যের আভা, সমুদ্রের গভীরতা, হস্তের গতি, কুসুমের সৌরভ, শব্দের সুর, এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দৃশ্য বা অদৃশ্য পদার্থ, সকল গতিশীলের গতি, সকল প্রকার শক্তি। তিনিই মানুষের চিত্তে বুদ্ধিরূপে, মনরূপে, বৃত্তিরূপে ও ভাবরূপে অবস্থিত। যাহা কিছু প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে বা বাহিরে প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তিরূপে আমরা দেখিতে পাই, সবই সেই তিনি। তিনিই বিশ্বের প্রাণ। তিনিই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। 'সর্ব্বম্ শক্তিময়ম্ জগৎ'। ইহাই পরম সত্য। এই বিশ্বে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে—'স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম, ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম সবই সেই মহামায়ার প্রকাশ বা পরব্রহ্মের অলৌকিক শক্তির বিকাশ। এই পরাশক্তিই সকল নাম রূপে প্রকাশিত, সকল প্রকাশের মূল ও প্রত্যক্ষের আদি। মায়ের জন্যই এই ব্যক্তভাব সম্ভব হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নয় দিবস বিভিন্ন মূর্ত্তিতে সেই পরাশক্তিকেই আমরা পূজা করিয়া থাকি। তিনটী পৃথক বিশেষভাবে মহাকালী বা দুর্গা, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী রূপে তাঁহার ভক্তরা এই মহাশক্তিকে রূপায়িত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। নয়দিনকে তিন দিন করিয়া তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম তিন দিন দেবীকে মহাকালী বা দুর্গারূপে, দ্বিতীয় তিন দিন মহালক্ষ্মীরূপে এবং শেষ তিন দিন মহাসরস্বতীরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া পূজা করা হয়। এই ভাবে পরপর তিন রূপে মায়ের চিন্তা ও পূজা বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় রাত্রি ঃ—

ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে

যা অশুভ শক্তি বিনাশিনি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

পরব্রহ্মের অলৌকিক অচিন্ত্য শক্তি সেই কল্যাণময়ী পরমা মাতাকে বার বার প্রণাম জানাই। যাঁহা হইতে এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব, যাঁহাতে অসংখ্য প্রকাশের অবস্থান ও সকল নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে লয় হইয়া পরব্রহ্মে মিলাইয়া যায় সেই দিব্য শক্তিকে প্রণাম করি।

পরম ব্রহ্মকে মাতৃরূপে ভাবনা করিবার কারণ সহজে বুঝা যায়। কারণ এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক জীবের প্রথম জ্ঞান তার মায়ের। জীবের স্মৃতির প্রারম্ভেই তাহাকে লইয়া যায় তাহার মায়ের কোলে শায়িত অবস্থায় মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার ভালবাসা পূর্ণ চোখ দু'টীর কথায়। সন্তানের নিকট মায়ের মধ্যে সারা বিশ্বের ভালবাসা, করুণা, পোষণ ও পালনের কথা ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইহা তাহার আদর্শ জগৎ, যেখান হইতে সে তাহার জীবনীশক্তি লাভ করে, সুখের জন্য ছুটিয়া যায়, রক্ষা ও পরিশোষণের জন্য আঁকড়াইয়া থাকে। সেখানেই সে সুখ, নির্ভয়তা ও আশ্রয়ের বস্তুকে খুঁজিয়া পায়। কাজেই ভালবাসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্ন ও নির্ভয়তার আদর্শ ভূমি মা। সেই কারণে এই ধারণা ও আদর্শ সৃষ্টিকর্তাতে আরোপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, যুক্তিযুক্ত ও সহজ বোধগম্য। সেজন্যই হিন্দু দর্শনের এই মহিমান্বিত জগৎ মাতার আদর্শের উদ্ভব, যিনি বিশ্বের সকলকে ভালবাসেন, যত্ন করেন, পালন করেন ও রক্ষা করেন।

আজ সেই মায়ের মহিমায় কয়েকটী দিকের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া মায়ের শ্রীচরণে আমাদের পরম ভক্তির সহিত শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিব। এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাকে পূজা করিতে পারায়, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারার বা তাঁহার মহান ভাবের বিষয় আলোচনা করিতে পারার যে সুযোগ প্রদান, তাহাও তাঁহারই দয়া ও কৃপাতেই সম্ভব। তাঁহার বিষয় চিন্তা করা, তাঁহাকে স্মরণ করা, তাঁহার কথা বলা, তাঁহার মহিমাময় নাম গ্রহণ করা বা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারা তাহার কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে। মা পরম দয়াময়ী ও অপার করুণাময়ী। তিনি স্বভাবতই প্রেমময়ী, তাই আজিকার এই শুভলগ্নে ও পবিত্র দিবসে বাক্য ও মনের দ্বারা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দ দান করায় আমরা কৃতার্থ।

যাহা কিছু আছে সবই মা। পরব্রহ্ম সৎস্বরূপ অস্তিত্বের সার। আর যাহা কিছু আমরা জানি তাহাই মা। যাহা জ্ঞানের পারে তাহাই পুরুষ বা পরব্রহ্ম। যাহা কিছু আমরা মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবগত হই তাহাই মায়ের রূপ। আমাদের বুদ্ধিগম্য এই বিশ্ব, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী বা অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, জগতের বা আকাশের, চন্দ্র মণ্ডলের বা সূর্য্য মণ্ডলের যাহা এই বিশ্ব বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ্যাত, এ সবই মায়ের বিরাট রূপের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। তাঁহার মধ্যে এইরূপ কত বিশ্ব উৎপত্তি হইতেছে ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। মা সর্ব্বশক্তিময়ী এবং তিনি এই সকল সৃষ্টির পিছনের ও আদি প্রকাশের প্রথম ও সর্ব্বময় কারণ। শুধু এই সৃষ্টির নহে। এই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কর্তা ও স্রষ্টা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও মায়ের মধ্যেই অবস্থিত। তিনি যেমন সর্বশক্তিমান তেমনি সকল শক্তি তাঁহারই খেলা। কাজেই ক্রিয়মান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি শক্তিরূপী তাঁহারই মুর্ত্তি। তিনিই সরস্বতী মূর্ত্তিতে ব্রহ্মশক্তিরূপে, লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে বিষ্ণুশক্তিরূপে ও পার্ব্বতীমূর্ত্তিতে শিবশক্তিরূপে আমাদের নিকট প্রকট হইয়াছেন।

মায়া ও মুক্তি

সর্ব্বশক্তিরূপে তাঁহার দুইটি কার্য্য। হিন্দুরা তাঁহাকে এই দুই ভাবেই পূজা করিয়া থাকেন। এ-ভাবটা বড়ই সুন্দর। ইহার মধ্যে কতই না গভীর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। মায়ের এই দুই দিক —বিশ্বমোহিনী আবরণী মায়া আবার আবরণ উন্মোচনী মুক্তি-দায়িনী মহামায়া। তিনি সকলকে তাঁহার অলৌকিক মায়িক জগৎজালে বদ্ধ করিয়া তাঁহার খেলার মধ্যে টানিয়া লইয়া জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। তখন তাঁহাকে বলা হয় অবিদ্যা, ইহা আধ্যাত্মিক বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রতিকূল। আবার তিনিই পরমা মুক্তিদাত্রী। এইরূপে তাঁহাকে বিদ্যামায়া রূপে জানি। শিল্পীরা তাঁহাকে পরম জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি দেবীরূপে কল্পনা করিয়াছে। তাঁহার এক হস্তে পাশ—যাহা দ্বারা তিনি বন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, অপর হস্তে একটি শাণিত ছুরিকা যাহার দ্বারা তাঁহার ভক্তদের বন্ধন কর্ত্তন করিয়া মুক্ত করিয়া দিতেছেন। কাজেই তিনি বিদ্যা মায়া ও অবিদ্যা মায়ার অলৌকিক যুগ্মমুর্ত্তি। তাই তাঁহাকে বলা হয় অনির্ব্বাচ্যা।

এই দুই ভাবেই তিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের স্রষ্টা। মায়ের ভক্ত যাহারা তাঁহার পূজাদ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছে ও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারা মাকে ও তাঁহার লীলাকে কত আনন্দে ও গূঢ়ভাবে বর্ণনা করেন। আমরা দেখিয়াছি শিশুরা যখনই একত্রে জড় হয় তখনই তাহাদের খেলিবার ইচ্ছা হয় এবং কি খেলা করিব ঠিক করিতে না পারিয়া ঠাকুরমার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করে। তিনিও আনন্দের সহিত একটি খেলার কথা বলিয়া দেন এবং এইভাবে লুকোচুরি খেলার আরম্ভ হয়। তিনি বলেন যে যাও খেলা আরম্ভ কর। লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হয়। কত ছুটাছুটি কত লুকোচুরি। কিন্তু যখনই কোন শিশু ক্লান্ত হইয়া ভাবে আর পারিব না, আর ছুটাছুটি ভাল লাগে না তখন তাকে কেবল ঠাকুরমার কাছে ছুটে গিয়ে বুড়ী ছুঁইয়ে দিলেই হ'ল। যে একবার বুড়ী ছুঁইয়াছে তাহাকে আর কেহ ধরিতে পারিবে না। খেলায় যেমন সেই বুড়ীই এই খেলার আরম্ভ করিয়াছে, খেলার অগ্রগতিও দেখিতেছে আবার খেলারত শিশুদের উপর নজরও রাখিতেছে এবং তাঁকে ছুইলেই খেলার শেষ ও ছুটি। তেমনই এই জগতেও সেই মা মহামায়ার ছেলেদের লইয়া খেলা। যখনই কাহারও এই দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগজগতের ছুটাছুটিতে ক্লান্ত হইয়া নিষ্কৃতিলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন তাহার কেবল করণীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে মায়ের নিকট ছুটে যাওয়া ও তাঁকে ছুঁয়ে ধরা। তাহা হইলেই এই জগত ক্রিয়ার বন্ধন হইতে তার মুক্তি। তাই মায়ের ভক্ত ও সাধকরা এই জগত নাটকের বিষয় বলিতে যাইয়া মায়ের সহিত এই খেলা সম্বন্ধে কত মধুর ও আন্তরিকভাবে বলিয়াছেন যে এই খেলার আরম্ভ মা-ই করেছেন আবার ইহার শেষও মা-ই করেন।

রহস্যময়ী মা কালী

দেবীর বিভিন্ন রূপের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা বিষম সমস্যায় পড়ি। দেবীপূজার প্রথম চরিত্রের রূপের বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের সাধারণ মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। আমাদের ভাব ও চিন্তাধারায় অনভিজ্ঞ বৈদেশিকদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের ভারতবর্ষের অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হিন্দুও দেবীকে, যাঁকে আমরা মা বলিয়া ধ্যান করি, তাঁহার এই সর্ব্ব সংহাররূপিণী অত্যুগ্র ভীষণা মূর্ত্তির কথা ও কারণ বুঝিতে সমর্থ নহে।

বাংলাদেশে সমস্ত দশহরা পূজাই মায়ের এই দুর্গা বা মহাকালীর রূপের পূজা। অনেক হিন্দুই মনে মনে ভাবেন যে কালীপূজা একটি তামসিক পূজা। কালী একটি ভয়ঙ্করা ও ভীষণা দেবী। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে দাক্ষিণাত্যের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে কৃষ্ণবর্ণা রক্তবর্ণা বিস্তৃত লোল জিহ্বা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, ছিন্নহস্ত পরিহিতা, রুধিরপ্লুতা খড়্গাধৃত হস্তা কালির ছবি রাখিলে মেয়েরা তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া দিবে। যদি তাদের মা কালী সম্বন্ধে এই ধারণা সত্য হয় তবে তাঁকে কিভাবে মাতৃরূপে ধারণা করা যাইবে ও পূজা করা যাইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভ্রম স্বাভাবিক ও ইহার সংশোধন আবশ্যক। মা কখনও ভয়ঙ্করা বা ভীষণা হইতে পারেন না, তিনি সদা প্রেমময়ী ও দয়াময়ী। পরাশক্তির অপর সকল রূপের মধ্যে মাকে কালীরূপে উপাসনার অতি সহজ কারণ আছে। ইহা বুঝা শক্ত নহে বা গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণও নহে। ইহা অতি সহজ ও স্বাভাবিক যুক্তিযুক্ত।

আমি একটী আধুনিক উদাহণের কথা বলিব যাহাতে জিনিষটী সহজগম্য হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগে পেনিসিলিন ও বিভিন্ন মাইসিন জাতীয় এণ্টিবাওটিকের প্রচলন রহিয়াছে। নূতন যুগে তাহারা জীবনরক্ষক মহৌষধি বলিয়া বলা হয় ও তাহাদের উপর লোকেদের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। আমি দেখাইব যে এই সকল ঔষধ মনুষ্যদের হিতকারী প্রাণ-রক্ষাকারী হইলেও তাহারা ভীষণ ধ্বংসকারী বস্তু হিসাবেও বলা যাইতে পারে। তাহারা তোমার রোগের বীজাণুর ভীষণ ধ্বংকারী ও তাহাদের সমূলে নষ্ট করে। তুমি রোগাক্রান্ত হইয়াছে; তোমার শরীর রোগ বীজাণু পূর্ণ হইয়াছে ও তোমাকে রুগ্ন করিয়াছে। তুমি পেনিসিলিন গ্রহণ কর ইহা তোমার সকল রোগবীজাণু ধ্বংস করিয়া দিবে। এইভাবে বীজাণু ধ্বংসের ও সংহারের দ্বারা তোমায় রোগ দূর হইবে ও তুমি সুস্থ হইয়া উঠিবে। তুমি কি তবে এই জীবনদায়িনী মহৌষধিগুলিকে ধ্বংসকারী বলিয়া মনে করিবে। ইহাদের যদি ভীষণ ও ধ্বংসকারী বলিয়া বল তবেই মা কালীকে ভীষণা ধ্বংসকারিনী বলিয়া বলিতে পার। নচেৎ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষার জন্যই এই ধ্বংস।

কারণ মা উদ্ধারের জন্যই নষ্ট করেন। জ্ঞান দানের জন্যই তিনি অজ্ঞানতা বা মোহ নষ্ট করেন। আমাদের অন্ধকার নষ্ট করেন যাহাতে আমরা আলোক লাভ করি। তিনি সকল দুঃখ কষ্ট দুর্দ্দশা, অসুখ, দুর্গতি নষ্ট করিয়া আমাদের আনন্দ, সুখ ও অমৃতত্ব দান করেন। অতএব তিনি যাহা কিছু জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে তাহা নষ্ট করিয়া দেন। তিনি যাহা কিছু ভয়ঙ্কর তাহা ধ্বংস করিয়া সুখ ও শান্তি আনিয়া দেন। যেমন ইচ্ছাশক্তি, যাহা মনেরই একটী অংশ, সেই মনের মধ্যে অবস্থিত ও মনেরই অঙ্গ তাহার নিজ মনের দুর্ব্বলতা ও নীচতা নিজ মনের দ্বারাই দূরীভূত করে সেইরূপ মা নিজেই সংহারশক্তিরূপে নিজের অপর একটী অংশের নাশ করিয়া থাকেন। মা কালীরূপে বিদ্যা-মায়ারূপে অবিদ্যা নষ্ট করিয়া ব্রহ্মের সহিত সংযোগ করিয়া দেন।

কাজেই আমরা দেখিতে পাই মহিমময়ী মা কালী আমাদের মোহের হাত হইতে উদ্ধার করেন। এই ভাবেই তাঁহার ভক্তরা মাকে কালীরূপে পূজা করেন। তাহারা মাকে বলে 'হে দয়াময়ী মা। আমি মহা পরাক্রমশালী মনের অধীন। অহংকার ও ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা আমি অত্যাচারিত। ষড়রিপু, অসংখ্য বাসনাবৃত্তি ও সংস্কারের আমি দাস। তাহারা সর্বদা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। তুমিই কেবল আমাকে এই প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। যখন সে নিজে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ও ইহাদিগকে পরাজিত করিতে অক্ষম তখন সে মার শরণাপন্ন হয় ও মার শক্তির সাহায্য চায়। মা তাঁর শক্তি তাদের দেন ও তখন মা এই কালীরূপে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া তাহাকে সাহায্য করেন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে পরাভূত করিয়া মনকে স্ববশে আনিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন।

নবরাত্রিতে যে দুর্গা সপ্তশতী পাঠ করা হয় তাহার বিষয় ইহাই। ইহাতে তেরটি অধ্যায় আছে। তাহাতে কিরূপে দেবী দেবতাদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যাহা কিছু অজ্ঞানতা পাপাচার ও পরম সত্যের বিপরীত তাহা ধ্বংশ করিয়া দেন তাহা বলা হইয়াছে। ইহাতে অসত্যের বিভিন্ন রূপকে বিভিন্ন দৈত্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরকে বিভিন্ন দৈত্য বলিয়া নাম ও রূপদান করা হইয়াছে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সকল প্রকার মন্দ, অজ্ঞানতা ও জগৎ ব্যাপী মায়াকে সর্ব্বতোভাবে ধ্বংশ করিয়া দিয়াছেন তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শেষে জ্ঞান ও বিদ্যাশক্তির সম্পূর্ণ ভাবে জয় ও জীবের চিরতরে অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই ভাবে কল্পনা কেবল মাত্র আমাদের দেশের দেবী উপাসনা বা চিন্তা ধারার মধ্যেই আবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এইরূপ রূপকের ব্যবহার আছে। খৃষ্ট ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবান ও শয়তানের কথা আছে। যাহা কিছু দৈবী তাহা প্রকৃত জ্ঞানালোক, তাহার বিরূদ্ধই শয়তান। জোরাস্তান ধর্ম্মশাস্ত্রে অরিমান ও আহুর মাজদা আছে। অরিমান খৃষ্টানধর্ম্মের শয়তানের সমপর্য্যায়। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে মারের কথা আছে। সেইরূপ হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু দুষ্ট ও পাপপূর্ণ তাহাকে মায়া বা অজ্ঞান বা অসুরী শক্তি বলা হইয়াছে। ইহা চিৎ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা আত্মার বিপরীত ধর্ম্মী। বেদান্তে তাহাকে আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিদূরণ সমর্থ অনাত্মা বলা হইয়াছে। সপ্তশতীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই মূল বিষয় বস্তু। ইহাতে মায়ের সন্তানরা, মা কালীরূপে মায়ের সাহায্যে, মন্দ বা অজ্ঞানকে নাশ করিতেছে।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥ ৪।১৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় রাত্রিঃ—

ওঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ।

ধ্বংসই সৃষ্টির মূল কথা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫।৫২॥

সকল সাধকের চরমগতি ও লক্ষ্য, দুর্গা ও ভীষণা কালীর মধ্যে সেই একই দৈবী মায়ের দর্শন, তাঁহাকে বারবার প্রণাম। পরম-ব্রহ্ম ও পরমা মা সেই একই যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী, তাঁহাকে বার বার প্রণাম।

কাল মায়ের ধ্বংসমূর্ত্তির বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাহিরের করাল ধ্বংসের মূর্ত্তির অন্তরে মায়ের প্রকৃত কল্যাণময়ী ও দয়াময়ী রূপটা রহিয়াছে। তাঁহার ধ্বংস সৃষ্টির জন্যই, তাঁহার গ্রহণ ভুরিদানের জন্যই। অজ্ঞানের তীব্র অন্ধকার ধ্বংস করিয়া জ্ঞানের আলোকে যাহাতে আমরা আত্মার সহিত তাঁহার একাত্ম মূর্ত্তিতে, প্রকাশের জ্যোতিতে সমুজ্জল হইয়া উঠি, তাহার জন্যই।

মা দুর্গার এই সংহারমূর্ত্তিতে আবির্ভাবের কথা সত্যই আমাদের অনুধ্যানের বিষয়। সপ্তশতীতে দুর্গা নামের ব্যাখায় বলা হইয়াছে যে যিনি সকল দুর্গতি হরণ করেন, যিনি সকল প্রকার বিপদ ও দুঃখের হাত হইতে রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। তাঁর ভক্তদের সকল কষ্ট, সকল অমঙ্গল, সকল আর্ত্তি হরণ করেন বলিয়া মা আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গা নামে অভিহিতা। ইহা শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাখার বস্তু নহে, ইহা অতীব সত্য যে এই সর্ব্ব-সংহারিণী শক্তি সকল অমঙ্গল ও সকল অশুভ ধ্বংস করিতে সক্ষম।

জীবনের মধ্যেই ধ্বংসের ক্রীড়া রহিয়াছে—ভাবিলেই দেখা যায় এই জগতে মানুষের জীবনের মধ্যে ধ্বংসের কার্য্য সদাই চলিতেছে। ধ্বংস না হইয়া জীবনই চলিতে পারে না। ধারাবাহিক সৃষ্টির কার্য্যে ধ্বংস একটি অংশ। মানুষের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। অন্নগত প্রাণ মানুষের স্থূল শরীরের কথাই বলি। অন্ন বন্ধ করিলে শরীরও নষ্ট হইয়া যায়। জীবন রক্ষায় কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। আহার উৎপাদন কার্য্যেই অনেকগুলি ধ্বংসের কার্য্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়। শস্য উৎপাদন করিতে হইলে বনের ধ্বংস, আগাছার ধ্বংস। পরে জমি কর্ষণ করিতে হয় অর্থাৎ আবার পৃথিবীর জমির ধ্বংস। শস্যের জন্মের জন্য বীজের মৃত্যু। শস্য চয়ণে বৃক্ষের ধ্বংস। আহার্য্য তৈয়ারী করিতে কাষ্ঠের আবশ্যক, তাহাতে বৃক্ষের ধ্বংস। রন্ধনের পরে আহার। তখনও অন্নের মৃত্যু তবেই আমাদের জীবন ধারণ। কাজেই মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্য দিয়াই জীবনের উৎপত্তি। আবার এই ভাবে আমাদের শরীরের ধ্বংস। সবার মধ্যেই মায়ের খেলা দেখা যাইতেছে। কাজেই মায়ের আর একটী রূপই সংহার যেমন এক রূপে সৃষ্টি ও পালন।

কোন একটী মানুষের নিকট যাহা ধ্বংস বা মৃত্যু, ব্যাপক সারা বিশ্বের মধ্যে ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বধারা। ইহাই জগতের বিশ্বজনীন নিয়ম। সাধারণ মনের নিকট ধ্বংস মানে—অস্তিত্ব লোপ। একরূপ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপর রূপে পরিবর্ত্তন মার দুর্গা বা কালী রূপের দার্শনিক তত্ত্ব। এই দর্শন একটী ধ্বংসের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নয়ন। নিম্ন অবস্থা হইতে, স্থূল অবস্থা হইতে উচ্চ বা সূক্ষ্ম অবস্থায় লইয়া যাওয়া। অন্ধকার নাশই আলোকের ধর্ম্ম। অন্ধকার নাশ না হইলে আলোক আসিতে পারে না। অপবিত্রতা দূর না হইলে পবিত্রতা আসিতে পারে না। সেই-রূপ ছোটর ধ্বংস হইয়া বড়র আবির্ভাব।

ধ্বংস নহে ঊর্দ্ধীকরণ

আধ্যাত্মিক রাজ্যে ধ্বংসের মানে উন্নয়ন। নীচের অবস্থা হইতে উপরের অবস্থায় গমন। কাজেই এই ধ্বংস আমাদের আবশ্যকীয়। উপরের দিকে যাইতে ইহা প্রয়োজন। ইহাকে ভয় করিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। এখন আমরা যোগ সাধনের পথে মায়ের এই দুর্গা বা ভীষণা কালীরূপের আবশ্যকতার বিষয় আলোচনা করিব। সাধকের ব্যক্তিগত জীবনে কি ভাবে মায়ের আরাধনা করিতে হয়। কি ভাবে অন্তরে মায়ের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হয় এবং কি ভাবে মা সাধককে তার যোগ সাধনের পথে সাফল্য দান করেন তাহাই বিচার্য্য। প্রথমেই যোগ সাধনা শব্দের উদ্দেশ্য বা অর্থ কি তাহা বুঝিতে হইবে।

যোগ সাধনার দ্বারা মানুষ তাহার অসম্পূর্ণতা, অজ্ঞানতা, সঙ্কীর্ণতা, মানবীয় দুর্ব্বলতা ও হীনতার হইতে উন্নীত হইয়া পূর্ণতা, পবিত্রতা, দিব্যজ্ঞানে অবস্থিতি লাভ করে। এই পথে অনেকগুলি সমস্যা আছে। ইহা একধাপ উপরে উঠা নহে। প্রথমেই দেখা যায় সে বাস্তবিক মানুষ প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের অনেক নীচুতে রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ বিশ্বাসী। মানুষ অতি নীচ জীব হইতে আস্তে আস্তে উপরে মনুষ্য-যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। কাজেই মনুষ্য জন্মেও তার মনুষ্যেতর জন্মের অনেক সংস্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া আনিয়াছে। মনুষ্য দেহ লাভ করিলেও তাহার অনেক প্রবৃত্তি নিম্ন শ্রেণীর জীবের, অর্থাৎ অনেক পাশবিক বৃত্তি তাহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সে দৈবী ভাবাপন্ন মানুষ ও পশু ভাবাপন্ন মানুষের মধ্য অবস্থায় রহিয়াছে। তাই কখন কখন ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি যেমন আসে আবার মধ্যে মধ্যে পশু ভাবাপন্ন কাজ করিবার ইচ্ছাও তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়। কখন আলস্য, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি ভাব দেখা দেয় আবার কখন সত্য, পবিত্রতা, বিচার প্রভৃতির ভাবও আসিয়া থাকে।

তোমার মধ্যে যে পশুভাব তাহাকে বলি দাও।

সাধকের প্রথম কার্য্য তাহার নিম্ন প্রকৃতির, পশু প্রকৃতির, আসুরী প্রকৃতির ভাবগুলি সমূলে উৎপাটিত করা। এগুলি সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত ও তোমার স্বভাব হইতে উন্মুলিত করিতে হইবে। ইহার পর দৈবী ভাবের উন্নয়ন কার্য্য সুরু করিতে হইবে। মানুষী ভাবের উৎকর্ষ দ্বারা দৈবীভাবে, উচ্চস্তরের ঈশ্বরীভাবে লইয়া যাইতে হইবে। মানুষের মধ্যে যে সকল পশুভাব আছে তাহাদের উচ্চ মানবোচিত ভাবে লইয়া যাইবার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মানুষ পশুবলি এমন কি নরবলির চিন্তায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মায়ের পদতলে মায়ের মন্দিরে পশুভাবের বলি হইতে পশুবলি প্রথার উৎপত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে যাহা মনের পশু-ভাবগুলি মায়ের চরণে নিবেদন করিয়া মনকে পবিত্র করিবার চিন্তা, ক্রমে পশুভাবের প্রতীক হিসাবে বাস্তব জীবিত পশুদের মায়ের বেদীমূলে বলি প্রথার উদ্ভব। সাধকের সাধন জীবনের প্রথম অবস্থায় তাহার যত নীচ পশুভাবগুলি মা দুর্গা বা কালীর শ্রীচরণে নিবেদন ও তাঁর কৃপা ও শক্তি দ্বারা তাহাদের চির-কালের জন্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া সাধন রাজ্যে অগ্রসরই এই বলি প্রথায় অন্তরনিহিত তত্ত্ব।

এই উদ্দেশে সাধক তার নিজের মনের গভীরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে কোন পশুভাব তাহার মনে তীব্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ ক্রোধের, কেহ কামের, কেহবা অপর কিছু নীচ প্রকৃতির দাস। এমন হইতে পারে কখন একটী কখন বা অপরটি প্রভূত্ব করিতেছে। তাই প্রথম কার্য্য হইবে মনকে বিশ্লেষণ করা— কোন হীনগুণ তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। সাধকের পক্ষে নিজের মনকে বিশ্লেষণ করা প্রথম কার্য্য। যোগের পথে অগ্রসর হইতে হইলে মনের ভিতর কোন রিপুটী তোমায় শত্রুতা করিতেছে, তোমার সাধন পথের বৈরী তাহা জানা দরকার। কাহার নাশ তোমার উপকারী তা না জানিলে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? এই সকল তমোগুণ, মানুষের স্বভাবের নীচভাবগুলির বাহিরে প্রকাশ অতি অল্প। ইহারা অন্তরের গভীরতলে নিহিত থাকে। বহিঃশত্রুকে দেখা যায় কিন্তু উহাদের দেখা পাওয়া বড়ই শক্ত। ক্রোধ, কাম হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মানুষের অন্তরের শত্রুরা নানানরূপ ধারণ করে ও তাহারা দৃষ্টির অগোচরে থাকে। সাধক প্রার্থনার দ্বারা অন্তর্যামী, যা আমাদের অন্তরের মধ্যে অবস্থিত সেই পরমাত্মার কৃপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ না করিলে এই সকল নীচ স্বার্থপূর্ণ, অহংকারপূর্ণ স্বভাবকে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারে না। অপর ব্যক্তিকে বিচার করা সহজ কারণ তাহার বাহিরের ব্যবহার আমার দৃষ্টির মধ্যে আছে কিন্তু নিজের অন্তরের বিচার অতীব দুরূহ ব্যাপার। কারণ মানুষের মন স্বভাবতই বহির্মুখী—ইহা বাহিরের জাগতিক বস্তুর দিকে সদা ধাবমান। প্রথম তাহাকে অন্তর্মুখী করা দরকার। বিপরীত দিকে লওয়ান বড়ই কষ্টকর। দ্বিতীয়তঃ মানুষের অহংকার তাহার নিজের দোষ দেখিতে বা নিজের ত্রুটী খুঁজিয়া পাইতে একেবারেই পরান্মুখ। ইহা সাধারণত দেখা যায় যে যাহা আমার অহংকারের সুখপ্রদ নহে তাহা আমাদের সর্বদাই দৃষ্টির বাহিরে থাকে। কাজেই নিজের বিচার নিজে করা অতীব দুরূহ বলিয়াই আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সাধকদের নিজেকে গুরুর নিকট সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সে গুরুর নিকটে যাইয়া গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া গুরুর নিকট বাস করিবে। তাহা হইলে তাহার যে সকল দোষ সে নিজের চেষ্টায় দেখিতে পাইতেছে না বা নিজের বিশ্লেষণে ধরা পড়িতেছে না গুরুর চোখে তাহা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। তখন তিনি তাহাকে এরূপভাবে চালিত করিবেন যে সে সহজেই এই সকল দোষমুক্ত হইয়া যাইবে কিম্বা তাহাকে এরূপ কার্য্য করিবার আদেশ দিবেন যাহাতে এই দোষগুলি আপনি চলিয়া যাইবে। কখনও তাহাকে উপদেশ দিবেন কখনও এই গুপ্ত দোষগুলি যাহা সাধকের চোখে ধরা পড়ে নাই কিন্তু গুরুর অগোচর নাই তাহা তিরস্কার দ্বারা বা ভর্ৎসনা দ্বারা সংশোধন করিয়া দিবেন, তাই গুরুকে অনেক বিষয় মা কালীর অংশই গ্রহণ করিতে হয়। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচ প্রকৃতিকে ও হীন স্বভাবকে, যাহা তাহার আধ্যাত্মিক সাধন পথের অন্তরায়, তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিতে হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনায় মা দুর্গার স্থান বা প্রকাশ

গুরুর মূর্তিতেও গুরুর ভিতর দিয়া মা দুর্গা নিজেকে প্রকাশ করেন। শিষ্যের মধ্যে তীব্র মুমুক্ষারূপে মায়েরই প্রকাশ, আবার কঠোর আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা তাহাকে উর্দ্ধমুখী গতির মধ্যেও মায়ের বিকাশ। যখন বিচার দ্বারা তাহার নীচ পশুভাব সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন মাকেই আরাধনা করিয়া এই সকল পশুভাবের ধ্বংসের জন্য তীব্র ও দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়। তখন মায়ের এই ভীষণা ধ্বংসময়ী মূর্ত্তির ধ্যান ও আরাধনার আবশ্যকতা। যোগের পথে প্রথম ধাপই মায়ের এই সর্ব্ব অশুভ-বৃত্তির সংহারকারিণী শক্তির নিকট প্রার্থনা—যাহাতে আমরা যোগ পথে সর্ব্ব বাধা মুক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে পারি। নিজের দোষের বিষয় অজ্ঞানতা হইল প্রথম অন্তরায়। কিন্তু শুধু জানিলেই হইবে না, তাহাদের নাশের চেষ্টা না করিলে তাহারা দোষ হিসাবে চিরকাল থাকিয়াই যাইবে। পরের ধাপ তীব্র মানসিক ইচ্ছাশক্তি ও ফলবতী চেষ্টার দ্বারা আমাদের এই হীন প্রবৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া। যখন এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি অরাধিতা হয় তখন মা নিজেকে আমাদের মধ্যে তীব্র ইচ্ছাশক্তি ও আমাদের সকল পশুভাব বিষয়ের অমোঘা বিজয়িনী শক্তিরূপে প্রকাশ করেন।

ইহার পরের ধাপের বিকাশ কর্ম্মময়ী ইচ্ছাশক্তিরূপে। এই ইচ্ছাশক্তি সাধকের মধ্যে সাধনশক্তিরূপে পরিণতি লাভ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা দৈনন্দিন জীবনে, তাহার সকল কার্য্যে, অপরের সহিত ব্যবহারে, চিন্তায়, উদ্দেশ্য ও ভাবে, তাহাকে সকল প্রকার অশুভ ইচ্ছার ও কার্য্যের হাত হইতে রক্ষা করিবে। ইহাই মায়ের সাধনশক্তির রূপ।

এইভাবে সাধনা চলিতে থাকিবে। ইহা ফলবতী করিতে হইলে তাহাকে মায়ের সাধনশক্তিরূপে শক্তির আরাধনা করিয়া তাহার সকল প্রকার যৌগিক প্রচেষ্টায় প্রয়োগ করিতে হইবে। এইভাবে সাধনা অগ্রসর হইবে। এসময়ে যদি তার নিম্নগামী বাসনা তাহাকে আকর্ষণ করে তবে তাহাকে কয়েকটা সাধন প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হইবে যথা তপশ্চর্য্যা, কতকগুলি জিনিষ একেবারে ত্যাগ, কতকগুলি ভোগের ক্ষুধাকে সম্পূর্ণ নাশ প্রভৃতি।

ইহাও দেখা যায় যে অনেক বাসনা চরিতার্থ না করিলে তাহা মনের গোপনে বাসা লয় এবং উপযুক্ত সময় তাহা নানান প্রকার লোভরূপে প্রকাশ পায়। এখানে আমাদের একটি সদুপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে। বাসনা পূরণের দ্বারা বাসনার নাশ কখনই সম্ভব নহে। ইহা অগ্নির মত, যতই ইহাতে ঘৃতাহুতি দিবে ইহা ততই বৃদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু দাহ্যবস্তুর অভাব হইলে অগ্নির স্বাভাবিক নাশ হইয়া যায়। সেইরূপ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়ের অভাব হইলে ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণা আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব মা দুর্গা এখানে তপশ্চর্য্যারূপে সাধককে সাহায্য করেন।

কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে হইলে প্রথমে তিতিক্ষায় শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ আমার মনের নীচ প্রবৃত্তির ক্লেশ ও অসুখকর অবস্থা সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তিতিক্ষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুরূপ নিয়ম আছে, উপবাস, নিদ্রাত্যাগ প্রভৃতি; কিছুকালের জন্য মন যে সকল বস্তু গ্রহণ করিতে ভালবাসে তাহার ত্যাগ যথা লবণশূন্য আহার, শর্করা গ্রহণ ত্যাগ, পাদুকা ত্যাগ প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। যে উপায় দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক নিম্নগামী মনের ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসনা যাহা আমাদের জগতের ভোগের দিকে টানিয়া লয় তাহা প্রত্যেক সাধকই নিজে চিন্তা করিয়া স্থির করিবে ও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা ভাবিয়া স্থির করিবে। এই সকল সম্মিলিত চেষ্টা মার কৃপারূপে সাধককে সাধন পথের বাধা অতিক্রম করিয়া সাধককে আসুরী প্রবৃত্তির উর্দ্ধে লইয়া যাইবে।

এইরূপ পশুবলির কার্য্য মায়ের পাপনাশিনী তমোহারিণী অজ্ঞানবিনাশিনী দৈবীশক্তির উপাসনা দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনে মা কালীর পূজার ইহাই উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব।

সাধকের জীবনে মা দুর্গার বিভিন্ন ধারার বিকাশ সম্পূর্ণ প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহা সাধনার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ নিজের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে কঠোর আত্ম-বিচার তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা যথা তিতিক্ষা, আত্মসংযম, উপবাস প্রভৃতি যোগ সাধনের সহকারী উপায়গুলি মায়ের বিভিন্ন রূপে অন্তরে প্রকাশ পায়।

সপ্তশতীর শিক্ষা

ইহার পরের অবস্থায় উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনে উঠিতে হইলে আমাদের এই অহংকারাত্মক অজ্ঞান ও মানব জগতের সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণার উর্দ্ধে যাইতে হইবে। সাধকের ভৌতিক জ্ঞানকেও নাশ করিতে হইবে। ইহাই নরবলি। সপ্তশতীতে বর্ণিত ও তিনভাগে বিভক্ত—প্রথম মধুকৈটভ বধ, দ্বিতীয় মহিষাসুর বধ ও তৃতীয় সকল অসুরের সহিত শুম্ভ নিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশ-সাধনার বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা। মধু ও কৈটভ মানুষের নিম্ন প্রকৃতির প্রতীক। মহিষাসুর ইহার পরের অবস্থা, রজোগুণ নাশ। তৃতীয় অবস্থায় আমরা দেখি যে অসুর অনেক সূক্ষ্মতর অবস্থার জীব। সে নিজে রাজা, ধনবান, শিক্ষিত কিন্তু অহংকারময়। সে দেবতাদেরও সর্ব্বস্বহারী ও পৃথিবীর মহীপতি। চতুর্দ্দশ ভুবনে যাহা কিছু কাম্য এই দুই ভায়ের অধীন ও প্রভূত সৈন্যের নেতা। একজন সেনাপতির নাম রক্তবীজ সে মানুষে অহং ভাবেরই প্রতীক। এই অহংকার ধ্বংসের পরে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সম্ভব হইয়াছে। ইহারা বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তির প্রতীক। ইহাদের নাশের পর সাধকের শেষ বাধা বিদূরিত হয় এবং মায়ের কৃপায় আধ্যাত্মিক সাধনরাজ্যে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। সে তখন পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা—
নিতি স্তোতুং বাঞ্ছন কথয়তি ভবানী ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশাসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ রাত্রি ঃ—

ওঁ শ্রী ওঁ

লক্ষ্মীঃ পরমা পালয়িত্রী

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১১।১০॥

সকলের উৎপত্তি ও লক্ষ্যরূপিনী তোমায় নমস্কার। সর্বশক্তিমান পরমাত্মার পরমাশক্তিরূপিনী মা সরস্বতী তোমায় নমস্কার। মহালক্ষ্মীরূপিনী শক্তি ও দুর্গারূপা আদিশক্তি তোমায় নমস্কার!

আজ সৃষ্টিকারিণী মায়ের দেবীরূপে পূজার চতুর্থ দিবস। আজ হইতে ধারণ ও পোষণকারিণী মায়ের পরাশক্তির এক নূতনরূপে পূজায় আরাধনার ব্যবস্থা। আজ হইতে তিন দিন সারা ভারতে মাকে মহালক্ষ্মীরূপে পূজা করা হইবে। শেষ তিনদিন মাকে মহাসরস্বতীরূপে পূজা করিয়া দশমদিনে বিজয়ার দিন এই পূজার পরিসমাপ্তি হইবে।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে অবতরণ

নবরাত্রির পূজায় পর পর দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার মধ্যে একটি অতীব গভীর সত্যের বিকাশ দেখিতে পাই। ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়মেরই প্রকাশ। নামরূপহীন সূক্ষ্ম ব্রহ্মের নামরূপের স্থূলের মধ্যে প্রকাশের সময় একটি ধারা ধরিয়া হয়। প্রথমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি সূক্ষ্ম ভূতে পরিণতি। তাহা হইতে ক্রমশঃ স্থূলের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই ধারার গতি প্রপঞ্চের বিকাশের ধারা। এক কিরূপে বহু হইল, অব্যক্ত কিরূপে ব্যক্ত হইল, কারণ কিভাবে কায্য হইল তাহারই ধারা। কাজেই সাধককে আবার স্থূল হইতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবার সময় তাহাকে ঠিক বিপরীত ধারায় অগ্রসর হইতে হইবে। সৃষ্টির প্রথমেই দেখি ব্রহ্মার সৃজনীশক্তি হইতে সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টিশক্তি কার্য্য আরম্ভ করিলেন অমনি পরাপ্রকৃতির মধ্য হইতে নাম রূপাত্মক সৃষ্টির ধারা বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। অব্যাকৃত হইতে মায়ার রাজ্যে নামরূপের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই নামরূপেরা, ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান রূপে কালের বা সময়ের রাজ্যে আসিল। তখন তাহারা নামরূপ ও ত্রিকালের গণ্ডীর নিয়মে চালিত হইয়া রক্ষা, পালন ও পোষণ-রূপ ক্রিয়ার মধ্যে আসিল। যে মহাশক্তি, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ক্রিয়াশীল অংশরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তিনিই মহালক্ষ্মী। কালের অধীন বলিয়া নামরূপের স্বভাব পরিবর্তনশীল ও ক্ষয়িষ্ণু। তাহাদের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এই নামরূপের, বিবর্তন বা নাশ যাঁহার কার্য্য, তিনি রুদ্র। তিনি লয় ও ধ্বংসের অধীশ্বর। এইভাবে ইহারা কাজ করিতে থাকে—আরম্ভ সৃষ্টিতে, পরে পালনে ও শেষে নাশে। ইহাই স্থূলের অবতরণ।

মানুষের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে যোগিগণের কার্য্য সাধারণ জাগতিক লোকের কার্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি সংযতাত্মাদের নিকট দিন ও ইঁহাদের দিন তাঁহাদের নিকট রাত্রি অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা যাহা লইয়া ব্যস্ত ইঁহারা সেবিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন ও সাধারণ লোকেরা যে বিষয় উদাসীন ইঁহারা তাহা লইয়া ব্যস্ত। আত্মার বা উর্দ্ধজগতের বিষয় লইয়া লোকেরা মোটেই চিন্তা করে না কিন্তু ইঁহাদের সকল ধ্যানই সেই সম্বন্ধে এবং স্থূল জাগতিক বস্তুর দিকে কোনরূপ চেষ্টা নাই, তা সে বিষয় তাঁহারা যেন নিদ্রিত। এই নিয়মে যোগীর মনের রাজ্যে যখন এই আধ্যাত্মিক জাগরণের বা উন্মিলনের আরম্ভ হয় তাহার গতিও বিপরীতমুখী। তাই সে মাকে প্রথমেই আবাহন করে ধ্বংসের প্রতীক হিসাবে। কারণ প্রথমেই সাধক চায় যে এই স্থূলে অবতরণ এত নিম্নে হইয়াছে যে জীবকে আবার সূক্ষ্ম যাইতে হইলে তাহার স্থূলের নাশের আবশ্যক। তাই প্রথম সোপান জড়ের হাত হইতে মুক্তি ; অজ্ঞান, মোহ ও মায়াপাশের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উর্দ্ধের বিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। তাই মায়ের সেই শক্তি যাহা জীবের বন্ধনের ধ্বংসকারী তাহার আরাধনা। ইহার পর যোগের পথে ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হইয়া সাধক মহালক্ষ্মী-রূপা মাকে আরাধনা করে যাহাতে সাধনপথে যিনি সহায় তিনি তাহাকে এই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবেন ও রক্ষা করিবেন। তিনি তাহার জাগতিক ব্যাপারে সহায় হইবেন। কারণ তিনি ছাড়া কে তাহার এই সাধন রাজ্যের সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য দ্বারা রক্ষা করিবে? মনে রাখিতে হইবে ঐশীশক্তির মাতৃরূপে আরাধনা দুইভাবে হয়—এক বিদ্যামায়া ও অপর অবিদ্যামায়া। এখন তাঁহার বিদ্যামায়ারূপে পূজা তাই লক্ষ্মীরূপে তিনি রক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, পালন করেন। সাধকের সাধনের উর্দ্ধগতি দেন, তাহার যোগ ও সাধনা তিনি রক্ষা ও পরিপোষণ করেন।

যোগের পথে আরও অগ্রসর হইলে তখন মাকে মহা-সরস্বতী-রূপে আরাধনা করিতে হয়; পরব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ যখন সর্ব্ব-প্রথম অব্যক্ত হইতে ব্যক্তরূপে রূপধারন তখন মায়ের এইরূপ। প্রথম অভিব্যক্তিতে মা জ্ঞানদায়িনী। তিনি জীবকে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের সহিত যোগ করিয়া তাহাকে পরাজ্ঞান দান করেন বা পরমাত্মার উপলব্ধি লাভ করান। সাধক তখন মাকে বিদ্যা মায়ারূপে আরাধনা করে যাহাতে যে পথে সৃষ্টির রাজ্যে অবতরণ হইয়াছিল মা তাহাকে পুনরায় উর্দ্ধে আরোহণ করিতে, স্থূল জগৎ হইতে মূল অব্যক্ততত্ত্বে যাইবার উর্দ্ধমুখি পথে লইয়া যাইতে সহায়ক হন।

অষ্ট ঐশ্বর্য্যশালিনী লক্ষ্মী

পরব্রহ্মের সৃষ্টির রক্ষা ও পালনের জন্য মহালক্ষ্মী অবিদ্যা মায়া-রূপিণী, কারণ তিনি জাগতিক জীবের সফল ও সৌভাগ্যশালী জীবন লাভের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহারই দাতৃরূপে আরাধিত হন। তাই মহালক্ষ্মী অষ্ট ঐশ্বর্যশালিনী বা হিন্দুরা তাঁহাকে অষ্টলক্ষ্মী নামেও অভিহিত করে। জগতে জীবনধারণ করিতে হইলে প্রথম আবশ্যক খাদ্যের। স্থূলদেহ ধারণ করিয়া প্রাণীকে বাঁচিতে হইলে খাদ্য হইতেই তাহার পুষ্টিলাভ হয় এবং এই খাদ্য আইসে কৃষিজাত শস্য হইতে। ধান্যই প্রধান শস্য। তাই মাকে পূজা করা হয় ধান্যলক্ষ্মীরূপে। এখানে ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায় কৃষক ও সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকেই বৎসরের একটি বিশেষ দিনে নূতন ধানের শীষেরগুচ্ছ দ্বারা মাকে পূজা করিতেছে। নূতন শস্যের প্রথম কর্তনের সময় অতি সমারোহ ও বাদ্যের সহিত তাহা গৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং তখন যথাবিহিতভাবে তাহা দেবীকে নিবেদন করা হয়। ইহা একটা আনন্দের উৎসব। এইরূপে জীবনধারণের একটি প্রধান উপকরণ শস্যরূপে আরাধিত হইয়াছেন। লক্ষ্মীর এরূপে আরাধনা জগতে প্রবর্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে ব্যবহারিক সকল কার্য্যেই, তাহা স্বরাজ্যে বা পররাজ্যে যেখানেই হউক না কেন, অর্থ বা ধনের একান্ত প্রয়োজন। সুখ, সৌভাগ্য বা কৃতার্থতা লাভ অর্থ বিনা কখনই সম্ভব নহে। অর্থ বিনা সে কোন কার্য্যই করিতে পারে না; তাই মা ধনরূপে আরাধিত হইয়াছেন এখানে ধন বলিতে যে কোনরূপেই হোক না কেন মুদ্রা বা পণ্যবস্তু প্রভৃতি সকল প্রকার মূল্যবান বস্তুকেই ধরা হয়। এইভাবে সমাজে ধন সম্মানিত ও পূজিত হয়।

মাকে ভারতে বিভিন্ন লোকেরা এইরূপে বিভিন্নভাবে পূজা করে। হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রম প্রথার উপর অবস্থিত। সমাজের কার্য্যের জন্য শ্রম বিভাগ করিয়া বিভিন্ন ভাগের লোকেদের উপর তাহার করণীয় কর্তব্যের বিভাগ করিয়া ন্যস্ত করা হইয়াছে। মাকে অষ্টবিধরূপে যথা ধান্যলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, ধৈর্য্যলক্ষ্মী, বিদ্যালক্ষ্মী, জয়লক্ষ্মী, বীর্যলক্ষ্মী, রূপলক্ষ্মী, ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী রূপে পূজা করা হয়—ধান্য বা জীবনদায়িনী শস্যদাতৃরূপে, ধনদাতৃরূপে, অপরাবিদ্যা দাতৃরূপে (অর্থাৎ কলা বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান জগতে জীবনধারণের উপায় স্বরূপে), ধৈর্য্যদাতৃরূপে (জগতে ধন, মান, বিদ্যা লাভের জন্য আবশ্যক চেষ্টারূপে),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীর্যদাতৃরূপে (জীবনী শক্তি ও জননশক্তি), গজ (রাজশক্তি) দাতৃ-রূপে, জয়দাতৃরূপে (সকল প্রকার বাধা বা উন্নতির অন্তরায়ের উপর জয় লাভ) ও সৌভাগ্য (সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যলাভ) দাতৃরূপে। এই অষ্টবিধরূপে মানুষের নিকট লক্ষ্মী জীবের শক্তিদাতা এবং পালন ও রক্ষা কর্ত্তা হিসাবে প্রকাশ। ক্ষত্রিয় মাকে যুদ্ধ বিজয়ের অস্ত্র হিসাবে পূজা করে। তাহার নিকট অসি ও যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্রগুলিকে মহালক্ষ্মীমায়ের বিজয়ের প্রতিভূ হিসাবে বিশ্বাস করিয়া পূজা করে। সমাজের তৃতীয় বিভাগের লোকেরা বৈশ্য। ইহারা বাণিজ্য ও ব্যবসা লইয়া থাকে এবং মা লক্ষ্মীকে অর্থ ও ধন হিসাবে দেখে ; কাজেই মাকে অর্থকরী ও ধনদাতৃ দেবী হিসাবে উপাসনা করে। লক্ষ্মীপূজা ও দীপাবলীর সময়ে বিশেষ বোম্বাই প্রভৃতি ধনশালী শহরে মা লক্ষ্মীর পূজার সময় মায়ের প্রতীক হিসাবে রৌপ্যমুদ্রার স্তূপ সাজাইয়া তাহার পূজা করা হয়। শূদ্র বা চতুর্থ বিভাগের লোকেরা, যাহারা শস্য উৎপাদন করে তাহারা, শস্যকেই দেবীরূপে পূজা করে। ব্রাহ্মণেরা যাহারা জ্ঞানের চর্চ্চা ও রক্ষা করিতেছে ও লোকের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করিতেছে তাঁহারা মাকে বিদ্যারূপে ও পুস্তকাদি রূপে পূজা করিয়া থাকে। আয়ুধ পূজার দিন সকল প্রকার যন্ত্র ও জীবনরক্ষার সাহায্যকারী অস্ত্র সকল পূজিত হইয়া থাকে। এইভাবে হিন্দু সমাজে ভগবান মাতৃরূপে রক্ষা ও পালনকর্ত্রী হিসাবে পূজিত হইয়া থাকেন তাহা এখানে দেখান হইল।

লক্ষ্মীর প্রতি সাধকের ভাব

ভক্ত হিন্দুর নিকট মাকে ব্যবহারিক শক্তি হিসাবে যে শক্তি তাহাকে জীবনে রক্ষা ও পালন করেন এইভাবে চিন্তা ও পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার মধ্যে হিন্দুকে জ্ঞানী প্রকৃতিপূজকরূপে দেখিতে পাই। সে দেখিয়াছে তাহার ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে ভগবানের শক্তির বিকাশ তাহাকে কত শক্তি দিতেছে ও সাহায্য করিতেছে যাহাতে সে সুখে বা সৌভাগ্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে পারিতেছে। হিন্দুর জীবনে যে তাহার জাগতিক সুখের জিনিষের দিকে কার্য্যকরী দৃষ্টি আছে কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে প্রত্যেক সত্যকার হিন্দুর দৃষ্টি সেই পরম অব্যক্ত সৎ স্বরূপের দিকে, যাহা সে জানে যে তাহার প্রকৃত গন্তব্যস্থল, তাহার দিকেও সে সর্ব্বদা জাগরূক। যে হিন্দু মাকে জাগতিক সকল সুবিধার জন্য পূজা করিতেছে সে কিন্তু মনে প্রাণে জানে যে যখনই তাহার নিজের মধ্যে দিব্য উপলব্ধি সকল অনুভূত হইবে তখন সে মাকে আর তার ব্যবহারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনদাতৃ মা রূপে উপাসনা হইতে বিরত হইয়া উর্দ্ধমুখী রাজ্যের প্রবেশের সহায়ক হিসাবে পূজা করিতে থাকিবে। সে তখন জাগতিক জিনিষের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, সকল ঐশ্বর্য্যলাভে বিমুখ হইয়া ত্যাগের পথ অবলম্বন করিবে। যতদিন সে তার কামনা ও তাহার পূরণের জন্য ব্যস্ত ততদিন তাহাকে মায়ের এই সর্ব্বশক্তিশালিনী ঐশ্বর্য্যদাতৃ মূর্ত্তিতে পূজা করিতে হইবে। যখনই সে ইহা উপলব্ধি করে সে জাগতিক জিনিষমাত্রেই অস্থায়ী ও নশ্বর তখন সে শাশ্বত অক্ষয় বস্তুর দিকে মন ফিরায় ও মায়ের অপর মূর্ত্তিতে অর্থাৎ বিদ্যা-মায়ারূপে পূজা করিতে আরম্ভ করে। সে তখন মায়ের নিকট প্রার্থনা করে যে, মা আমাকে তোমার ধন, সৌভাগ্য, সাংসারিক সুখ ও সকল জাগতিক ভাল জিনিষের মুগ্ধকরী মায়াশক্তির হাত হইতে মুক্তিদান কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে সে অবিদ্যা মায়ারূপিনী লক্ষ্মীর পূজা হইতে অন্যদিকে ফিরিয়া যায়। জাগতিক জীব হইতে সাধকের এই পার্থক্য। দুজনের সেই একই দেবীর পূজায় বিভিন্ন রূপ ও অন্তরে বিভিন্ন তত্ত্ব। জাগতিক লোকেরাও মায়ের পূজা করিতেছে আবার সাধক ও ত্যাগীরাও মা লক্ষ্মীর পূজা করিতেছেন, বাহ্য দৃষ্টিতে দুই পূজাই একই রকম মনে হইবে। কিন্তু যখন লক্ষ্মীর বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ার রহস্য বুঝিতে পারিবে তখনই বুঝা যাইবে যে একই দেবীর পূজায় ভাবের দিকে আকাশ পাতাল পার্থক্য। একটি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধকের মধ্যে যে কত পার্থক্য, কামনা বাসনার দাস একটি জীবের এবং ত্যাগী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গিতে যে কত পার্থক্য তাহা তখন উপলব্ধ হইবে।

মায়ের মূর্ত্তি একই, মাও একই। মার সৌভাগ্যদায়িনী রক্ষা-কারিনীরূপ সর্ব্বদায়ী মঙ্গলময়ী। তাঁর পরিধানে অতি সুন্দর বেশভূষা, তিনি কাঞ্চন অলঙ্কারে শোভিতা। শক্তি ও সমারোহের প্রতিভূ হস্তী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি পদ্মাসনা ও দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্ম তাঁহার দুই হস্তে সুশোভিতা। কারণ প্রস্ফুটিত পদ্ম সকল বিষয়ের পরিপূর্ণতার প্রতীক। সেইরূপ হস্তীও দুইটি বিষয় প্রকাশ করে, সৌভাগ্যের চরম অবস্থা ও রাজ-ঐশ্বর্য্য, সেই সঙ্গে পূর্ণজ্ঞান।

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম রাত্রি :—

ওঁ শ্রীমহালক্ষ্মৈ নমঃ

সৌভাগ্যের পথ

স্থষ্টিস্থিতিবিনাশানাংশক্তিভূতেসনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

আমাদের জীবনের জীবন, আমাদের সকল সত্ত্বার আধার, আমাদের জীবনের সার, আমাদের জ্ঞানের অন্তঃস্থল, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও শেষ গন্তব্যস্থল, আমাদের যোগ সাধনার ফল, শুদ্ধ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপা মা তোমাকে প্রণাম। মা তোমায় দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে বার বার প্রণাম করি। তোমার কৃপা যেন আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হয়।

পৃথিবীতে জীবন ধারণ ও বহন কেবল লক্ষ্মীরূপা মায়ের কৃপাতেই সম্ভব হয়। মা লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ না থাকিলে এই সংসার কেবল দুঃখের যাত্রাই হইত। ইহা অশ্রুর নদীতে পরিণত হইত। সকল দ্রব্যের অস্থায়ীত্বতেও মা দুর্গা সর্ব্ব ব্যাপক রূপে অবস্থান করিতেছেন। মরণ যেন জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সর্ব্বদা তাহার পশ্চাতে ধাবমান রহিয়াছে। সত্য সত্যই এই পৃথিবীর জীবন যেন দুঃখ ও মৃত্যুরই জীবন। উজ্জ্বল, আনন্দদায়িনী লক্ষ্মীরূপে মা যেন আমাদের কষ্ট ও ধ্বংসের জীবনের মধ্যে ভালবাসা, আনন্দ, সৌভাগ্য ও সুখের আলোক আনিয়া জীবনকে সহনীয় করিয়া দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্য জীবনের সকল অবস্থায় মা যেন কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজমান তিনি কল্যাণী, তিনি মঙ্গলময়ী। সৌভাগ্যদায়িনী জাতির বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে বা মানুষের ক্ষুদ্র সংসার মধ্যে মা তাঁর ঔজ্জ্বল্যে ও আনন্দের রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের জীবন ধারণে শক্তি দান করেন। তাই মা দুর্গা ও মা লক্ষ্মী সাংসারিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া, জীবকে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কঠোর সত্যকে ভুলাইয়া, জীবনের ভাল জিনিষগুলি উপভোগ করাইয়া জীবনের মধ্যেও কিছু সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতে দেন।

জাতীয় সৌভাগ্যের লক্ষণ

মা লক্ষ্মীর এই উভয় জীবনে বিকাশের বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা এই উভয় দিক হইতে জাগতিক জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিতে পারি। সামাজিক ও জাতীয় জীবনে মা দুর্গার সংহার-কারিণী মূর্তির পরে মা লক্ষ্মীর সৌভাগ্যদায়িনী ও রক্ষাকারিণী রূপে আবির্ভাবে জগতে সাম্য রক্ষিত হয়। আমরা দেখিয়াছি জগতে জীবনের রক্ষার জন্য সংহাররূপিনী মা দুর্গার আবির্ভাবের আবশ্যকতা রহিয়াছে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয় নচেৎ কেবল ধ্বংস ও নাশই মাত্র থাকিয়া যাইবে। তাই তাহার পর লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের আবশ্যক। যুদ্ধের পর শান্তি, ধ্বংসের পর গঠন। যখন মা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় তখন জগতে সর্বত্র শান্তি আসে, জাতিতে জাতিতে ও সকল অন্তরদ্বন্দ্বের বিরাম হয়। তখন আসে প্রাচুর্য্য, উর্ব্বরতা। জগত শস্যশালিনী হয়। রোগ, কষ্ট ও অশান্তি দূর হয়। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দেশে ও সমাজে শান্তি স্থাপিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামাজিক জীবনে শাসনকর্তা, সমাজনেতা বা রাষ্ট্রশাসকেরা লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের কথা এইসকল লক্ষণ হইতেই জানিতে পারিবেন। কাজেই সকলেরই চেষ্টা হওয়া উচিত যাহাতে দেশে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয়।

আমাদের দেশে শাস্ত্রকারেরা কিভাবে লক্ষ্মীর কৃপালাভ হয় তাহার বিধান করিয়া গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এই বিষয়ে শক্তি হিসাবে, মন্দিরে, বিদ্যালয়ে, সমাজের সর্ব্বত্রই লক্ষ্মীদেবীর আরাধনার নিয়ম ছিল। যে গ্রামে বা সহরে লক্ষ্মীর উপাসনা না হইত তাহাদের সকলে লক্ষ্মীহীন বলিত। ধার্মিক লোকেরা লক্ষ্মীর প্রকাশ যাহাতে হয় এরূপ কার্য্যে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিত। বৃক্ষরোপণ, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, মন্দিরাদি নির্মাণ, ধর্ম্মশালা স্থাপন, ছত্রে অন্নদান, বালকদের শিক্ষাদান প্রভৃতি লক্ষ্মীর প্রীতিকর কার্য্য সম্পাদন করিত। কাজেই আমাদের দেশে প্রতিটি লোক লক্ষ্মী-দেবীর সেবা করিয়া নিজের ও সমাজের উভয়েরই উন্নতি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিত। শিক্ষা একটী বিদ্যালক্ষ্মীর বিশেষ প্রকাশ। এই প্রকারে আমাদের সমাজের বিধানকর্ত্তারা মহালক্ষ্মীর সকল রূপে উপাসনা প্রত্যেক লোকের কর্তব্য হিসাবে বিধান করিয়া ছিলেন, যাহাতে প্রত্যেকের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং সমস্ত সমাজের, জাতির ও দেশের শ্রী বৃদ্ধি হয়।

জাতীয় নেতাদের কর্তব্য

মা লক্ষ্মীর এইভাবে উপাসনা দ্বারা সকলের সুখ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির দিকে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে ভুল ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কর্ত্তব্য হইতে বাস্তব জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ভুলভাবে চালনায় হিন্দু জাতির এই অধোগতির কারণ। এই ভূলের জন্য তাহাকে প্রচুর দণ্ড দিতে হইয়াছে। পরাধীনতা, দারিদ্র্যতা, কষ্ট ও দুঃখ অনেক সহিতে হইয়াছে। বিষয়ের বাস্তবতার কথা ভুলিয়া লক্ষ্মীর এই ভাবের পূজা করিতে ভুলিয়া কেবল উচ্চ আদর্শের কথা ভাবিয়া আমাদের এই অবস্থা। কোন অবস্থায় কি করা উচিত ইহা ভুলিলে চলিবে না। প্রথম অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য ও অবশ্য পালনীয় তাহা না করিয়া উচ্চ অবস্থায় যাহা কর্তব্য তাহা ধরিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমাদের প্রথম অবস্থায় মা লক্ষ্মীর পূজা করা অতি আবশ্যক। ইহার পরিত্যাগ তমোগুণের লক্ষণ। পরে উন্নতি লাভ করিলে সত্ত্বগুণের আদর্শ পালন অবশ্য কর্ত্তব্য।

সময়োচিত সাবধান বাণী

প্রত্যেক সাধকের মনে রাখা উচিত যে সাধনার শেষ স্তরে তাহার এই জ্ঞান আসে যে, সে এই দেহধারী জীব নহে। সে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব আত্মা। কিন্তু সাধনের প্রথম স্তরে সে যদি তাহার দেহ সম্বন্ধে উদাসীন ও যত্নহীন হয় তবে বাস্তব সাধনায় প্রথম স্তরেই সে বিপদে পড়িবে। শরীরের যত্ন প্রথম অবস্থায় খুবই দরকার। ইহার প্রতি অযত্ন করিলে সে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শেষের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে না।

ব্যক্তিগত জীবনের মত সমাজ ও জাতিগত জীবনেও এই একই কথা। তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া অধোগতি হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মীর উপাসনা ও আবির্ভাব না হইলে তাহার পরের অবস্থা সরস্বতীর আরাধনার সুযোগ আসিবে না। দীন, হীন, অভাব ও রোগগ্রস্ত জীবের উচ্চ আদর্শের উপাসনার শক্তিই থাকিবে না।

কাজেই আমাদের সকল বিষয়ে প্রকৃত অবস্থানুরূপ কার্য্যক্রম বাছিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের দেশের লোকেদের ও জাতিকে লক্ষ্মীর উপাসনার দ্বারা সমৃদ্ধিশালী ও স্বাস্থ্যবান করিয়া পরে উপরের সাধন রাজ্যের পথ দেখাইতে হইবে। ইহা সকলের মনেই সুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহাদের প্রকাশের সুযোগ দিতে হইবে। প্রথমে দেশ হইতে অভাব দৈন্য দূর করিতে হইবে।

অতএব প্রতি জাতি ও সমাজে প্রথমে লক্ষ্মী বা বিষ্ণু শক্তির উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শেষে ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক ও বিচার প্রভৃতির দ্বারা সরস্বতীর আরাধনা করিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইহাই সনাতন ধারা।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥৪।৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ রাত্রি ঃ—

ওঁ মহালক্ষ্মৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্নৈ চ ধীমহি তন্নো লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ।

গৃহে ও হৃদয়ে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী দেবী

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১১।১২॥

সৃষ্টিরক্ষাকারিণী দেবী জননী তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। বিভিন্ন নামরূপের মধ্য দিয়া যে শক্তির বিকাশ মা তুমিই তাহার আধার। তুমি আমাদের মনে সাধনশক্তিরূপে আশার উদয় করিতেছ, যোগের পথে চালিত করিতেছ ও শেষে শুদ্ধা জ্ঞানরূপে আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া আমাদের সকল সত্ত্বা উদ্ভাসিত করিতেছ। তোমায় বার বার প্রণাম।

শ্রীলক্ষ্মী বা বিষ্ণুশক্তি বা নারায়ণীরূপে মায়ের পূজার আজ তৃতীয় বা শেষ দিন। আজ নবরাত্রি পূজার ষষ্ঠ দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-দেবী গৃহস্থের গৃহে, মুমুক্ষু সাধকের হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্‌রূপে বিশেষ প্রকাশের আলোচনার সৌভাগ্য হইয়াছে। এই আলোচনার একটি বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কারণ মায়ের এই বিশেষ ভাবে বিকাশের কথা জানা থাকিলে তাঁহার অভাব বা অপ্রকাশের বিষয়ে আমরা সচেতন থাকিতে পারিব। যাহাতে ইহার প্রকাশ ঘটে সেবিষয়ে চেষ্টিত থাকিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমময়ী ভারতীয় নারী

ভারতবর্ষে গার্হস্থ্যজীবনে লক্ষ্মীদেবীর কল্পনা সত্যই অতি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যময়। সেই গৃহ লক্ষ্মীর আবাস বলিয়া ধরা হয় যেখানে বাটীর গৃহিণী লক্ষ্মীরূপা। কাজেই যে গৃহে গৃহলক্ষ্মী বর্ত্তমান যেখানে গৃহের ও সংসারের সৌভাগ্য, উন্নতি ও শ্রী বর্দ্ধমান। গৃহলক্ষ্মীই যেন মা লক্ষ্মীর প্রতিভূ। পাশ্চাত্যে এ ভাবটি নাই। পাশ্চাত্যে মেয়েদের স্ত্রীরূপে, জীবনসঙ্গিনীরূপে, সমান ও স্বাধীন অংশীরূপে চিন্তা করা হয়। কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ে স্ত্রীজাতিকেই মাতৃরূপে চিন্তা করা রীতি। প্রতি হিন্দুর হৃদয়েই এই ভাব স্বতঃই জাগরূক। এই পুণ্যভূমিতে জন্মের এই লাভ যে এইভাবে আমরা ভগবানকে মাতৃরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। মাতৃভাবে যা সকল স্ত্রীকে মায়ের মতন মনে করিতে করিতে ক্রমে আমাদের মন পবিত্র ও উন্নত হইয়া দিব্য জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

অতএব হিন্দুর গৃহ লক্ষ্মীর আলয়। কাজেই হিন্দুসমাজে প্রতি গৃহই মঙ্গল ও শ্রীর মন্দির। গৃহলক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মীর আবাসস্থল। ইহাতে প্রতি গৃহ হইতেই পাতিব্রত্য, সতীত্ব প্রভৃতির শক্তি ও আলোকের জ্যোতি গৃহলক্ষ্মীর মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হয়। এক কথায় স্ত্রী লোকের ধর্মই পাতিব্রত্য। গৃহলক্ষ্মীর নিকট পতির স্থান, সাধকেয় নিকট গুরুর সমস্থানীয়। সাধক যেমন তাহার গুরুকে ভগবানের মত মনে করে, স্ত্রীও স্বামীকে সেইভাবে মনে করে। ইহাতে সে যে কেবল উন্নত হইয়া যায় তাহা নহে, সে দেবীর সমান আসন পায়। পতিব্রতা মা লক্ষ্মীরই একটী বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিবিশেষ। সেই সঙ্গে তাহার নম্রতা, বিনয় প্রভৃতি গুণ তাহার অলঙ্কারস্বরূপ। বর্ত্তমান যুগের পরপুরুষের আকর্ষণের জন্য বেশ-বিন্যাস নম্রতার বিরুদ্ধচারী। ইহাতে লক্ষ্মীদেবীর অপমান করা হয়। ইহা অলক্ষ্মী। হিন্দু আদর্শে শালীনতা রক্ষা একটী মহৎ গুণ এবং সেই স্ত্রীর মধ্যেই মা লক্ষ্মী স্বতঃই আবির্ভূতা হন।

গৃহলক্ষ্মীর বাক্যে ও ব্যবহারে সুশীলতা. বিশুদ্ধতা ও চারুতা থাকা দরকার। হিন্দুগৃহের লক্ষ্মীদের রূঢ় বাক্য ও আচরণ সর্ব্বদা ত্যাজ্য। প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মী কপালে কুমকুম, সিন্দুর চিহ্ন ধারণ তাহাকে শ্রীতে মণ্ডিত করে। পুষ্প লক্ষ্মীর অতি প্রিয়, তাই কুসুম শোভিত করা লক্ষ্মীর চিহ্নস্বরূপ।

গৃহলক্ষ্মীর পতিদেবের সেবা দ্বারা মা লক্ষ্মী প্রীত হন। কারণ তিনি নিজে সর্বদা বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর পাদসেবারত। আদর্শ হিন্দুস্ত্রীর লক্ষ্মীদেবীর আদর্শে জীবন গঠন করা আবশ্যক।

গৃহস্থালীতে লক্ষ্মী

গৃহে ও চতুষ্পার্শ্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রক্ষা একটী লক্ষ্মীর চিহ্ন। নোংরা আবাস অলক্ষ্মীর স্থান। দক্ষিণে ইহাকে দারিদ্র্যের সমতুল্য বলা হয়।

সন্ধ্যার সময় গৃহে আলোক প্রজ্জ্বলিত করা প্রতি হিন্দুগৃহের অত্যাবশ্যক কর্তব্য। কারণ আলোক বা অন্ধকার অপসারণ মা লক্ষ্মীর পূজার নিয়ম।

দেবদেবীর পূজা অতি আবশ্যক। যেখানে এই পূজা হয় না সেখানে দেবী থাকেন না। অবিদ্যারূপে তিনি আসিতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তাহাদের আপাততঃ ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও শেষে দারিদ্র্য, দুঃখ ইত্যাদি নিশ্চয় সেখানে আসিবে। যদি সত্যকার সুখ ও শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে তবে গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পাঠ করা অতি আবশ্যক। নচেৎ গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

দান। গার্হস্থ্য ধর্মে দান একটি অবশ্য কর্তব্য। ইহাতে লক্ষ্মীর কৃপা হয়। সন্ন্যাসাদি তিন আশ্রমকে গৃহস্থাশ্রম দানের দ্বারা রক্ষা করিবে। ইহাতে লক্ষ্মীর কটাক্ষ লাভ হয় ও সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়।

লক্ষ্মীকৃপার আর একটি উপায় অতিথিসেবা। যেখান হইতে অতিথি বিমুখ হয় সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না। দান, আতিথেয়তা ও দাক্ষিণ্য লক্ষ্মীলাভের উপায়স্বরূপ, কাজেই সর্বদা পালনীয়।

দুইটী জিনিষ হিন্দু গৃহস্থের বৈশিষ্ট্য। প্রথমটি প্রতি গৃহে একটী তুলসীবৃক্ষ স্থাপন। তাহার সেবা ও পূজা। দ্বিতীয়টি গৃহে গো-রক্ষা। এখন সহরে গো-রক্ষাটি উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু পূর্বে ইহা অত্যাবশ্যক ছিল।

সাধকের আধ্যাত্মিক সম্পত্তি

এখন আমরা মা লক্ষ্মীর মোক্ষদায়িনী রূপের কথা বলিব। এ পর্য্যন্ত আমরা লক্ষ্মীর রজোগুণের বিকাশের কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সাধকের নিকট মায়ের শুদ্ধ সত্ত্বগুণের ভাবের প্রকাশ হইয়া তাহাকে সাধন রাজ্যে অগ্রসর করায়। তখন মা মহালক্ষ্মীরূপা, অর্থাৎ মুক্তিদায়িনী। গীতায় ১৬শ অধ্যায় বর্ণিত ছাব্বিশটী দৈবী সম্পদের বিশেষ বিশেষ সবগুলিই মায়ের কৃপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ হয়। তাঁর অবিদ্যা মায়ার দ্বারা প্রাপ্ত যে সব গুণ ও সম্পত্তি তাহা মা-ই বিদ্যা মায়া রূপে সাধকের সহায় হইয়া দৈবী সম্পদে অধিকারী করেন। সাধকের মনে গুরুভক্তি রূপে আবির্ভূত হন ও গুরু সেবা দ্বারা অনন্যভাব লাভ হয়।

সেইরূপে তপশ্চর্য্যা রূপে মা তাহাকে তাহার সাধন পথে উন্নীত করেন। অটল অধ্যবসায় দ্বারা, সন্তোষ, আকাঙ্খা শূন্যতা রূপে সাধককে সহায়তা করেন।

স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা মার বিশেষ বিশ্বাস।

মাকে অবহেলা করিও না

গার্হস্থ্য জীবনে ও সাধন জীবনে মায়ের দৈবী শক্তির বিকাশের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। যেখানে মা লক্ষ্মীর আরাধনা হয় সেখানেই তিনি থাকেন, নচেৎ মা সেখান হইতে অন্তর্হিত হন। তিনি আসিলে তাঁহার উপযুক্ত সেবা ও পূজা না করিলে তিনি চলিয়া যান, তা যে যে গুণেই হউক না কেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল ঐশ্বর্য্য, শ্রী ও সুখের তিরোধান হয়।

ইহা জানিয়া কখনও মাকে অবহেলা করিতে নাই। অন্ন মার বিশেষ রূপ, ইহার অপচয় বা অপব্যবহার কখন করিবে না। অন্ন দান করিবে কিন্তু ইহা নষ্ট করিবে না। কারন অন্নই লক্ষ্মী।

সাধকের পক্ষে স্মৃতিরূপা লক্ষ্মীর কথা বলা যাউক। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা", সাধক মায়ের এরূপে পূজা সর্বদা করিবে। নচেৎ সে গুরু উপদেশ ধারণে সক্ষম হইবে না। গুরু উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা স্মৃতির সাহায্যে মনন ও নিদিধ্যাসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা সম্ভব। গুরুর উপদেশ যদি মনে ধারণ না হয় তবে কিরূপে তাহার পালন সম্ভব। অতএব সাধক মার এই রূপের পূজা সর্ব্বদা করিবে।

কাজেই মা লক্ষ্মীকে আমাদের গৃহে ও সাধন ক্ষেত্রে তাঁর আশীর্ব্বাদ ও কৃপা দান করিতে প্রার্থনা করি। তিনি যেন বিদ্যা মায়ারূপে আমাদের দেহে ও মনে সদা বিরাজমান থাকেন ও আমরা অনন্ত কল্যাণ লাভ করি।

আজ একটি কথা বলি ভগবানের বিশেষ কৃপা আজ আমরা শ্রীগুরুদেবের চরণতলে উপস্থিত হইয়া, হিমালয়, গঙ্গা তীরে আশ্রমে বসিয়া এই মহালক্ষ্মীর পূজা ও ধ্যান করিতে পারিয়া বিশেষ অনুগৃহীত। এই সুযোগ আমরা যেন ত্যাগ না করি ও দেবীর পূজা ও উপাসনা অতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত সাধনা করি। যাহাতে আমরা সকলে মা'র কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করি।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥১১।৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম রাত্রিঃ—

ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ

সৃষ্টি মায়ের বীণায় সুর

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশংকরপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

সৃষ্টির উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের আধারভূতা ব্রহ্মময়ী মহিমান্বিতা মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। জ্ঞানদায়িনী ও প্রপঞ্চের রচয়িত্রী ও ধ্বংসকর্ত্রীরূপা মাকে বার বার প্রণাম। তাঁর কৃপা আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হউক।

আজ আমরা শুদ্ধ শব্দব্রহ্মরূপে অতিপ্রাকৃত প্রকাশ মহা-সরস্বতীর পূজার জন্য ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমাগত। মহাসরস্বতী সৃষ্টির ক্রমবিকাশের, জীব ও তার প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইতে লয় অবধি সমস্ত প্রক্রিয়ায় পূর্ণমূর্ত্তি। তিনিই সেই ব্রহ্মশক্তি হিসাবে সেই মহাশক্তি। তিনি সৃষ্টি ক্রিয়ায় আদিতে কার্য্য করিতেছেন। সকল প্রকাশের, সকল নামরূপহীন, মনবুদ্ধির অগম্য শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হইতে নামরূপে প্রকাশের আদিতে রহিয়াছেন। সেইভাবে তিনি সমস্ত জীবনের মূলে রহিয়াছেন।

সেই অখণ্ড একরস সচ্চিদানন্দ হইতে যখন সৃষ্টিধারা প্রবাহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর রূপে প্রকাশ হইতে লাগিল, কোটি কোটি নামরূপে দৃষ্টিগোচর হইল ও মহামায়া খেলার রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভূত হইলেন। তখন তিনি দৃষ্টির বাহিরে যাইয়া তাঁর বিষ্ণুমায়া বা দুর্গামায়ার হাতে এই খেলা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু যখন আবার চাকা ঘুরিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইল, জীব তার বিবর্ত্তনের উল্টা মুখে তাঁহার কৃপায় চলিতে আরম্ভ করিল। যোগের পথে এক এক স্তর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সে সত্ত্ব, দৈবী সম্পত ও আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন মা মহাসরস্বতীরূপে জ্যোতির ও জ্ঞানের আলোক দানে জীবকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া বিবর্তন চক্রের শেষ ধাপে লইয়া গিয়া জীবকে পরব্রহ্মের সহিত মিশাইয়া দিলেন। মা সরস্বতী একদিকে এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম হইতে বহুরূপা সৃষ্টি করিতেছেন আবার শেষে পরম জ্ঞানদায়িনী চিৎরূপে আবার সেই অখণ্ড জ্ঞানে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। তিনি এই জগৎ চক্রের পূর্ণ আবর্তন করিতেছেন। তাই আমরা তাঁহার মধ্যে এই জগৎ সৃষ্টির খেলায় পূর্ণতা দেখিতে পাই। মাকে আমরা এই ভাবেই উপাসনা করি। সাধক, ভক্ত ও যোগীর নিকট মার পরাজ্ঞানদায়িনীরূপ, পরম কৈবল্যদায়িনী রূপ বিশেষ অর্থপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

যোগের তত্ত্ব ও ক্রিয়া

সরস্বতীরূপে মায়ের মূর্ত্তিতে আমরা তাঁর এই পরম দ্বৈতক্রিয়ার প্রকাশ দেখিতে পাই। তাঁর একহাতে বীণা—পরে ইহার ব্যাখ্যা করিব—অপর হস্তে সুন্দর স্ফটিকমালা ও বেদগ্রন্থ। তাঁহার হস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুস্তক। মার হস্তের পুস্তক ও মালা এই প্রকাশ করে যে পরা ও অপরা জ্ঞান তাঁর করতলগত। সৃষ্ট সকল পদার্থের পূর্ণজ্ঞানরূপ বেদ এবং সকল সৃষ্টির আদি সেই পরব্রহ্মের পরাজ্ঞান তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছে। কারণ তিনিই বেদের প্রথম বিকাশস্বরূপা ব্রহ্মের প্রকাশশক্তি। ব্রহ্মা বেদপীঠ ও বেদদাতা। মা সরস্বতী ব্রহ্মারই শক্তিরূপা। চতুর্ভুর্জ যে বেদের আধার মা তারই প্রকাশক বা ব্যক্তরূপ। তাই মার হাতেই বেদ পুস্তক অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। অনুভূতির পথে, গুরুমুখে ও গ্রন্থপাঠে যে জ্ঞান আহরিত হয় তাহা অভ্যাস বা সাধন দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। এই অভ্যাস বা নিদিধ্যাসন, যাহা দ্বারা বেদের সত্য উপলব্ধ হয়, তাহারই প্রতীক মার হাতের শুদ্ধ স্ফটিকমালা। মালা মানে যোগ অভ্যাস, বাস্তবে কার্য্যে পরিণতি করণ। তাই মা বেদের জ্ঞানশক্তি এবং যোগ ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রিয়াশক্তির উভয়ের মিলিত মূর্ত্ত রূপ।

মা বিশুদ্ধ সত্ত্ব

মার পরিধানে শুভ্র বিশুদ্ধ বসন এবং মা যে নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। মা কুন্দেন্দুতুষারহার ধবলা। অর্থাৎ যাহাই নির্ম্মল বিশুদ্ধ মা তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা। মার রূপ যেন শুদ্ধ সত্ত্বের ঘনীভূত রূপ। কারণ পরব্রহ্মের তিনি যে প্রথম প্রকাশ।

মা যে সর্ব্বস্বরূপা

বেদ হইতে জানিতেছি যে সয়ম্ভু, অব্যক্ত নিরাকার, নিগুণ হইতে প্রথম আদি অভিব্যক্তি হইতেছে প্রণব। অজ্ঞেয় তুরীয়ে যে প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলৌকিক স্পন্দন, বেদ সেই সৎ সংকল্পকে প্রকাশ করিয়াছেন যথা একোঽহম্ বহুস্যাম প্রজায়েত অর্থাৎ আমি এক আমি বহু হইব। ইহা আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য কি ভাবে এক বহু রূপে প্রকাশিত হইল তাহার একটী প্রতীক মূর্তি। তাঁর প্রথম শুদ্ধ-সংকল্প এই ভাবে কম্পন রূপে আবির্ভূত হইয়া এই প্রথম আদি ও অতীন্দ্রিয় শব্দ বা নাদরূপ প্রকাশ। এই নাদ ব্রহ্ম বা প্রণব মায়েরই মূর্তি। মা সরস্বতী প্রণবরূপিনী। তাহাতে এই শব্দ-ব্রহ্মের না নাদব্রহ্মের দুই ভাগেই প্রকাশ হইয়াছে। শব্দই প্রণব। নাদ তাঁহার প্রথম শব্দরূপে প্রকাশ। যখন ইহা ব্যক্ত বা উচ্চারিত হইল তখন ইহা হইল বাণি। প্রথম শব্দ বাণি হইয়াছেন তাই মাকে বীণা-বানি বলা হইয়াছে। তাঁহার হাতে এই শব্দ প্রকাশের যন্ত্র বীণা এবং তিনি সকল উচ্চারিত নামের জননী এইরূপে তিনিই বাণী। এই বীণার ধ্বনির মধ্যেই সকল বেদমন্ত্রের উৎপত্তি স্থান। আরও গভীরে গেলে দেখা যাইবে যে এই সারা বিশ্ব মায়ের বীণারই ঝংকার। মা সরস্বতীর বীণের রাগিণীই এই বিশ্বজগৎ, তাহার বহিঃপ্রকাশ। আমরা জানি এই দৃশ্য জগৎ কেবল রূপের বা বা আকৃতির প্রকাশ। যাহা কিছু দেখি, স্পর্শ করি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি তাহা সবই রূপ বা আকৃতির মধ্যে দিয়া। জগৎ তার রূপের দ্বারাই আমাদের নিকট প্রকট হইয়াছে এবং প্রত্যেক রূপেরই একটা বিশেষ নাম আছে। বিশ্বের যত রূপই আছে আমাদের কাছে তাহাদের নামের দ্বারাই তাহার বোধগম্য হয়। নাম আবার কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টি। নাম প্রকাশক অক্ষরগুলি আবার ব্যক্ত শব্দের সমষ্টি। উচ্চারিত শব্দ সমূহ অক্ষরে প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অক্ষর সমূহ নামের গঠন করিতেছে যাহা হইতে রূপের উৎপত্তি। ইহাই দৃশ্য জগৎ। মার বীণার শুদ্ধ ঝংকার হইতে নাদের উৎপত্তি তাহা হইতে অক্ষরের উৎপত্তি ও শেষে জগৎ উৎপত্তি।

অতএব দেখা যাইতেছে মার বীণার ঝংকার হইতে এই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু এই জগৎ নহে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই সেই মার বীণায় সদা প্রবাহিত সুর ঝংকার হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। আবার মার শক্তিই এই তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। মাই পরম শুদ্ধ-সত্ত্ব, যাহার মধ্য দিয়া আমরা সেই বিশুদ্ধ চিৎ স্বরূপে চলিয়া যাই। মা আমাদের কাছে এইরূপ। তাঁর বীণা ওঁকাররূপা এবং বিশ্ব তাঁর বীণার মধ্য দিয়া শুদ্ধ দিব্য নাদরূপ প্রকাশিত তাঁরই শক্তি।

যে দিব্য জ্যোতির প্রকাশে সকল অন্ধকার দূর হয়

সপ্তশতীতে আমরা দেখি মহিষাসুর নিধনের সময় মা এক মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। মহাসরস্বতীরূপে মা যখন সকল সৃষ্টি কার্য্যে কর্তৃ তখন আবার রুদ্ররূপে আবির্ভাবের কারণ কি ? শুদ্ধ সৃষ্টি আবার কি ধ্বংস করিবেন। কিন্তু সৃষ্টিচক্রের অপর প্রান্তের দিকে তাকাইলে ইহা বুঝা যাইবে, যখন সৃষ্টি চক্র সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া যাইবে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানরূপে। প্রকৃত প্রস্তাবে মা ধ্বংস করেন না। মায়ের সান্নিধ্যে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাহার জন্মমৃত্যুরূপ চক্রের গতির অন্ত হইয়া যায়। কাজেই কেবলমাত্র তাঁর প্রকাশেই সংসাররোগের নাশ হয়, মৃত্যুরও মৃত্যু হয় ও অজ্ঞানের অন্ধকার সমূলে বিনষ্ট হয়। তাই তাঁকে কাহাকেও বিনাশ করিতে হয় না কেবল তাঁর আবির্ভাবে অজ্ঞান অন্ধকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেই নষ্ট হইয়া যায়। সংসার চক্রের গতি নিরোধ হইয়া যায়। মা জীবের জড়ত্বের মূল উৎপাটিত করিয়া দেন। জীব তখন সুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। মহাস্বরস্বতীরূপে মায়ের আবির্ভাবে অজ্ঞান অন্ধকার চিরতরে লোপ পায়, জড়ত্ব চলিয়া যায় 'পুনরপি জননম্ পুনরপি মরণম্'এর প্রবাহের মৃত্যু ঘটে। মার প্রকাশেই জীব পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। কাজেই মাকে মহাসরস্বতী রূপে পূজায় দুটী অর্থ আছে প্রথম সেই পরাশক্তি যিনি আমাদের মুক্তি দিবেন তাঁহার উপাসনা দ্বিতীয় বিরাটের পূজা। কারণ আমরা দেখিয়াছি সৃষ্ট জগৎ আর কিছু নয়। কেবল মার বীণা ও শব্দ রূপে প্রকাশিত শক্তিরই খেলা। যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি সবই মার শক্তির ঘনীভূতা রূপ মাত্র।

মাকে পূজা করিলে শুধু সেই পরম মহান পুরুষের মাতৃরূপে প্রকাশেরই পূজা হয় তাহাই নহে সেই বিশ্বরূপ ভগবানেরই পূজা হয়। সেই সঙ্গে আমাদের অজ্ঞান নাশ করিয়া সৎচিদানন্দ পরম ধামে লইয়া যাইবার সেই শক্তিরই পূজা হয়।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫।৮০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম রাত্রিঃ—

ওঁ প্রাণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। ধীনামবিত্র্যবতু॥

সিদ্ধি বা সাফল্যের দেবী

জয় সরস্বতী জয় সরস্বতী জয় সরস্বতী পাহি মাম্।
জয় সরস্বতী জয় সরস্বতী জয় সরস্বতী রক্ষ মাম্॥

জগতের স্থিতি ও শেষ গতিরূপা দিব্য জননী তোমায় নমস্কার। অলৌকিক তুরীয় সত্তার অচিন্ত অব্যক্ত ব্রহ্মরূপিনী শক্তিরূপা মাকে প্রণাম। সেই পরাশক্তি, আদিশক্তি সরস্বতী তোমায় বার বার প্রণাম; আমাদের পরব্রহ্মের পরমজ্ঞান দানে কষ্ট ও মৃত্যুর মায়িক জীবন হইতে মুক্ত কর।

সারা দৃশ্য জগৎ, সকল প্রপঞ্চ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষের দৃষ্টির পারে অবস্থিত সকল অদ্ভুত ও উজ্জ্বল বিশ্ব সবই মায়ের প্রকাশ। বুদ্ধির অগম্য সেই পরব্রহ্মের তুমিই তাঁহার শক্তিরূপে প্রথম প্রকাশ। তুমি প্রথমে নাদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই তুমি নাদরূপিনী সরস্বতীরূপে পূজিত হও। তুমি সেই শ্রেষ্ঠ প্রণব রূপা তাই তোমায় বলে চিৎরূপিনী যা শব্দরূপিনী। পরব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, তিনি নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহাতে কোনরূপ চঞ্চলতা বা কম্পন নাই। তিনি নিষ্পন্দ কারণ সেখানে কোনরূপ শব্দ বা তরঙ্গ বা গতি নাই। তিনি অশব্দ, নিষ্পন্দ ও নিষ্ক্রিয়। বেদ প্রকাশ করিয়াছেন কিরূপে সেই অনন্ত আনন্দঘন চিৎ ব্যাপ্তিতে প্রথম স্পন্দনের বিকাশ বিন্দু। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানঘন ব্যাপ্তির মধ্যে উদ্বেলের আবির্ভাবই এই অলৌকিক বিন্দু, সকল উদ্ভবের কারণীভূত বিন্দু এবং তাহার প্রকাশ নাদরূপে তাহাই মা সরস্বতী। তাই মায়ের কল্পনা শুদ্ধ, বিমল, শ্বেতবসনা, অবর্ণা ও সকল নাদশক্তির প্রতিভূরূপা বীণাধারিনী। আদিশব্দ নাদ হইতে শুদ্ধ ধ্বনিরূপে সকল বৈখরী শব্দরাশির সৃষ্টি। বৈখরী শব্দই বাক্; বাক্এর প্রকাশ বর্ণে। আবার এই বর্ণ সমষ্টির বিভিন্ন সংগঠনে নামের উৎপত্তি ও নামের সহিত তাহার অর্থজ্ঞাপক রূপের প্রকাশ। আমরা এই প্রপঞ্চে যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাই নামরূপাত্মক। এই বিকাশ যাহা অনন্তরূপা তাহা এই মাতা সরস্বতী বা আদিশব্দ-ব্রহ্মের ক্রমশঃ বিকাশ। প্রথমে ধ্বনিরূপে, পরে বাক্, বর্ণ ও নাম হইতে শেষে রূপে প্রকাশ। সৃষ্টি, মানুষ ও পদার্থের রূপে বিকাশ সেই আদি পরমশক্তিরই বিশেষ অভিব্যক্তি। আজ আমরা তাহাই দেখিব। আগের দিনে আমরা দেখিয়াছি মাকে দূর্গারূপে—নামরূপের শক্তিময়ী ধ্বংসকর্ত্তীরূপে; লক্ষ্মীরূপে—ত্রিকালে নামরূপের রক্ষাকর্ত্তী, পালনকর্ত্তীরূপে দেখিয়াছি। সেই সঙ্গে কিভাবে সাধক ব্যবহারিক জগতে সেই পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হইতেছে ও মায়ের শক্তির সাহায্য পাইতেছে তাহার বিষয় বলিয়াছি। মাতা সরস্বতী রূপে কিন্তু সে ভাবের তত বিকাশ নাই। কারণ মা দুটী বৃত্তের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া আছেন—পরমাত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টির ও ইহার প্রত্যাবৃত্তির সন্ধি স্থলে রহিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যজগৎ মার অপর দুটী শক্তির বিষয় বেশী চিন্তা করে ও আরাধনা করে। তাঁর সৃষ্টির দিকটা তাহারা স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। তাহার বিষয় বেশী চিন্তা করি না। সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে, নাম রূপের মধ্যে প্রকাশ হইলে তাহার উপর আমাদের একটা মমত্ব জাগে, তাই তাহার রক্ষা ও ধ্বংস নিবারণ বিষয়ে আমরা বেশী অনুরাগী হই। যদিও মায়ের এই তত্ত্ব বিষয়ে না ভাবিলেও, ইহা ছাড়া সৃষ্টিই হয় না। ও সৃষ্টি না হইল কাহার উপর আমাদের অনুরাগ আসিবে। কাজেই মায়ের এইরূপ সর্ব্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

সাফল্যের অন্তরনিহিত কথা

মা শুধু সৃষ্টির গতির প্রকাশ নহেন তিনি ইহার আদিও বটে। কারণ এই আদি হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। তাই মাকে আরম্ভরূপেও হিন্দুরা পূজা করে। যাহা কিছুই আরম্ভ হয় তাহা মা সরস্বতীর দয়াতেই। এ দেশে গণপতিকেই সিদ্ধিদাতা হিসাবে বেশী পূজা করা হয় কিন্তু আসলে সরস্বতীরূপে মা আরম্ভ ও সিদ্ধি দুয়েরই দেবী। কাল বিজয়া দশমীর দিনকে এখানে বহু লোক বিদ্যারম্ভের দিন বলিয়া গণনা করে। সকল প্রকার সঙ্গীত, কলা ও সকল প্রকার সৃজনী বিদ্যার আরম্ভে মায়ের পূজা করা হয় এই বিজয়া দশমীর দিন। নবরাত্রির মায়ের পূজার পর দশমীর দিন পুস্তকাদির পাঠারম্ভ ও বিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা শুভ দিবস বলিয়া ধরা হয়। আমাদের আশ্রমে এই দিন মন্ত্র দানের একটী বিশেষ দিবস বলিয়া গণ্য করা হয়। মা সরস্বতী সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের আদি শক্তি। বিজয়া দশমীর ব্রহ্মমুহূর্তে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীর পূজা বিশের উদ্দীপক ও উপকারক। শুধু স্থূল ব্যবহারিক জগতের ব্যাপারে নহে পারমার্থিক ব্যাপারেও মা সরস্বতীর পূজার এই শেষ দিবস বড়ই শুভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম রাত্রি ঃ—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য
ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ ॥

অন্তিম মোক্ষের পথ

গীতা গঙ্গা ও গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

যাঁহার কৃপায় কেবল প্রকৃত সাধকের নিকট পরম তত্ত্বের বিষয় জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় সেই দেবীকে নমস্কার। সেই মহিমান্বিত মা যিনি সৃষ্টি, স্থিতি লয়রূপ মহানাটকের সূত্রধার তাঁহাকে প্রণাম। যিনি অব্যক্তকে নামরূপের জগতের মধ্যে প্রকাশ করাইয়া জীবকে এই প্রপঞ্চের মায়ায় ভুলাইয়া বদ্ধ করেন তাঁহাকে প্রণাম। সেই পরম বিদ্যামায়াকে প্রণাম। সেই মহাসরস্বতী যিনি শেষে আমাদের এই প্রপঞ্চের মোহময় অস্তিত্ব হইতে মুক্তি দিয়া কৈবল্যের ধামে লইয়া যান তাঁহাকে প্রণাম।

আজ নবরাত্রির পূজার নবমরাত্রি বা শেষ রাত্রি। আজ তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে পূজা করিবার ও তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার সুযোগ হইয়াছে যাহাতে আমাদের মন ও বুদ্ধি উন্নীত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

তাঁর দয়া অসীম। তাহার করুণা ও ভালবাসা প্রতিটি মানুষের প্রতি বিশেষ করিয়া তাহার সাধক ও ভক্তের প্রতি অবর্ণনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা সর্ব্বদাই তাঁহার সন্তানদের কোলে লইবার জন্য ব্যস্ত। আমাদের দিব্য জননী, যে সব সন্তান তাঁহার এই জাগতিক খেলায় শ্রান্ত হইয়া তাহার ক্রোড়ে ফিরিবার জন্ম 'মা মা' বলিয়া ডাকে, তাহাদের সর্ব্বদা নিজ বুকে তুলিয়া লইবার জন্য সদাই উদ্‌গ্রীব। 'মা আর খেলায় কাজ নাই। অনেকদিন তোমার ক্রোড় হইতে দূরে আসিয়াছি। এখন দয়া করিয়া তোমার কোলে তুলিয়া লও' ইহাই জীবের ক্রন্দন। ইহাই মুমুক্ষুত্ব। ইহাই আকাঙ্খা। ইহাই অসীমের সসীমের প্রতি আহ্বান। যখন জীব এই আহ্বান শুনিতে পায় তখন সে এই সংসার খেলা হইতে বিরত হইয়া মায়ের মুখের দিকে তার মুখ ফিরায়। তখন মার অসীম করুণাঘন চক্ষুর দৃষ্টি সন্তানের উপর পড়ে ও তাহাকে প্লাবিত করিয়া তাহার সকল ক্লান্তি, দুঃখ ও সংসার খেলার সকল অবসাদ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিক আনন্দের মধ্যে তুলিয়া লন। সন্তান মায়ের কোলে ফিরিয়া যায়, তাঁর চেষ্টায় সকল দুঃখ কষ্ট শেষ হইয়া তাহাকে নির্মল আনন্দের তাঁর পরমধামে পৌঁছাইয়া দেয়। কারণ আমরা সকলেই পথিক আমাদের সচ্চিদানন্দময় স্বধাম হইতে পথভ্রষ্ট শিশু। আধ্যাত্মিক সাধনা মানেই আমাদের স্বধামচ্যুতির জ্ঞান হওয়া ও সেখানে ফিরিয়া যাইবার বাসনা জাগা। ইহাই আধ্যাত্মিক জীবন ও ইহাই সাধন মার্গ।

মা বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া উভয়ই। এই দুই ভাবেই তিনি জগতে দূর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই তিন রূপেই তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। কাল মায়ের পরম স্বত্ত্বিকরূপা সরস্বতীরূপে, ওঁকাররূপিনী, নাদস্বরূপিনীরূপে দেখিয়াছি। মা যদিও পরমা বিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তাহাতে অবিদ্যা মায়াও রহিয়াছে ইহাই প্রকৃতির মধ্যের সরস্বতী তত্ত্ব।

প্রধানত মা সরস্বতী বিদ্যামায়া ও সেইভাবে তিনি জীবের অন্তর-জীবনে নিবৃত্তির বিকাশ করেন।

মায়ের এই নিবৃত্তি রূপের কথাই আমি বলিব। প্রবৃতি রূপে মা যাহা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান, কলা, বিদ্যা প্রভৃতির সৃষ্টিতে বিকাশ। নিবৃত্তি মার্গে তিনি জীবকে যোগের পথে, সাধনের পথে, গুরু দীক্ষার পথে, মন্ত্রজপের পথে ও সাধককে পরমাত্মার সহিত মিলনে সহায়ক হন ও শেষে পরমব্রহ্মে মিলাইয়া দেন। এখানে সরস্বতী শুদ্ধ সত্ত্ব তত্ত্ব। তাই মায়ের বসন শুভ্র, মায়ের অঙ্গের বরণ পরম শুভ্র।

মা পরম সত্ত্ব রূপে

সত্ত্ব রূপে মা সাধকের হৃদয়ে উত্থিত হন এবং তাহার সমস্ত জীবন রূপান্তরিত করিয়া দেন। সকল প্রকার তামসিক ও আসুরী ভাব ধীরে ধীরে অন্তঃর্হিত হয়। মায়ের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণালোকে তামস ভাব থাকিতেই পারে না। সত্ত্ব জীবের জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ আত্মিকশক্তি, তাই মায়ের কৃপার আবির্ভাবে সমস্ত তমগুণ কমিয়া যাইয়া শেষে সত্বগুণেরই অবস্থিতি হয়। সে আর সাধারন-জাগতিক সুখের বিষয়ে আনন্দ পায় না বরং তাহা তাহার পক্ষে কষ্টদায়ক বোধ হয়। সে তাহা ঘৃণা করে। মা সরস্বতীর সহিত স্থূল মলিন ভাব অচিন্তনীয়। তাহার রজগুণও সত্ত্বের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে উর্দ্ধ লোকের কর্মের দিকে চালিত করে। তখন সে কর্মযোগী হইয়া যায়। ক্রমে নিবৃত্তির জীবনে তাহাকে চালিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মধ্যে অবস্থান হয়। গীতার সপ্তদশ অধ্যায় বর্ণিত সাত্ত্বিক ভাব মা সরস্বতী। শেষে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

গুরুর বাক্যই বেদ বাক্য

দীক্ষার সময় গুরুর নিকট প্রাপ্ত গুরু মন্ত্রই সেই পরম শব্দ। মা সেই বাক্ বা শব্দের মধ্য দিয়াই পরম তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হন। সৎগুরুর নিকট প্রাপ্ত মাতৃরূপা মন্ত্রকে যে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে ও তাহার জপে উৎসাহ প্রকাশ না করে তাহার পক্ষে ইহা মায়ের পূজায় ত্রুটীরূপে ধরা যাইতে পারে। মা সরস্বতীর পূজার অবজ্ঞা বলিতে পারা যায়। আমরা যদি মায়ের পুজা না করি তবে কখনই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

সাধারণভাবে সাধকের পক্ষে যোগের পথে ও আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর নিকট প্রাপ্ত উপদেশই মায়ের বাণী। কাজেই সাধক গুরু উপদেশ অতীব সশ্রদ্ধভাবে শ্রবণ ও অনুশীলন করিবে। 'মন্ত্রমূলম্' গুরুর বাক্যম।' অনেক সাধক গুরুর উপদেশে তত মনযোগ দেন না। কিন্তু গুরুর উপদেশ মা সরস্বতীর বাণী। অতএব আমাদের এ বিষয় অতীব সাবধান হইতে হইবে ও মায়ের আশীর্ব্বাদ হিসাবে গুরু উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাধ্যায় ঃ ইহার কার্য্যকরী মূল্য

ইহা ছাড়াও আধ্যাত্মিক সাধনায় মা দুইটী বিশেষ রূপে প্রকাশিতা হন। মা সরস্বতী বেদের প্রতিমূর্ত্তি। বেদ মানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মার অলৌকিক জ্ঞান। সর্ব্ব উপনিষদের সার গীতা। তাই সকল আচার্য্য ও জ্ঞানীরা আমাদের গীতা পাঠ করিতে বলেন। আমাদের গুরুদেবও এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। পতঞ্জলি দর্শনের নিয়মের বিষয় স্বাধ্যায়ের উল্লেখ আছে।

মা সরস্বতী আদি শব্দ হতে ক্রমশ কিভাবে নামরূপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন তাহা বলিয়াছি। কাজেই মা সকল ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যেই সরস্বতীতত্ত্ব হিসাবে প্রকাশিত। তিনি আমাদের পরা প্রকৃতির সন্ধান দেন। তাই আমাদের সকলেরই শাস্ত্রগ্রন্থ সকল পাঠ করা উচিৎ। ইহাতে মা সরস্বতীর কৃপা লাভ হয়।

স্বাধ্যায় সাধনায় একটী প্রধান অঙ্গ। ইহাতে সাত্ত্বিকভাবের উৎকর্ষ লাভ হয়। আমরা সর্ব্বদা সংসারে ব্যবহারের দ্বারা বিষয়াকার বৃত্তি লাভ করি। ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে ও বৃত্তিকে ভাগবতাকার করিতে হইলে স্বাধ্যায় বিশেষ সাহায্যকারী হয়। ইহা আমাদের মনকে সাত্ত্বিক আহার যোগাইয়া ঈশ্বরাভিমুখী করে। মা সরস্বতীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কারণ এই ধর্মগ্রন্থগুলি-সাধু জীবনী, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি মা সরস্বতীর মূর্তরূপ।

স্বাধ্যায় দ্বারা কতগুলি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ভাবধারা মনের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ধ্যানের সাহায্য করে। ধ্যানের সময় মন ইতঃস্তত ধাবিত হয় কিন্তু এই সাধ্যায় দ্বারা তাহা একাগ্র হয়। যদিও অভ্যাস ও বৈরাগ্য ব্যতীত ধ্যান করা দুরূহ তবুও স্বাধ্যায় তাহার সাহায্য হয়। মনের বিক্ষেপ ক্রমশঃ সাত্ত্বিক হয়। মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়াভিমুখী না হইয়া অন্তঃমুখী হয়। ইহা সাধকের সাধনের অনুকূল। এইভাবে স্বাধ্যায় সাধকের বিশেষ সাহায্যকারী।

কথা কম বলিবে, সত্য কথা বলিবে ও মিষ্ট কথা বলিবে। মা সরস্বতী বাক্‌রূপে প্রকাশিতা। তবে যে বাক্যের দ্বারা সত্য সত্যই দেবীর আরাধনা হয় তাহা মিতভাষণ, সত্য ভাষণ ও মধুর ভাষণ। রসনা সংযত রাখিবে। সর্ব্বদা সব সময় নিজের জিহবার উপর সংযম রাখিবে তবে মায়ের পূজা ঠিকভাবে হইতে পারিবে। নচেৎ বাজে কথা, পর নিন্দা, পর চর্চ্চার দ্বারা মার পূজার ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

বিজয়া দশমী

মহান আদর্শ ও তাহার উপলব্ধি

আজ মার বিজয়ের দিনের মহোৎসব। বিজয়ার দিন সকল মানব সমাজ ও দেব সমাজ আনন্দের আতিশয্যে উৎসবে মাতিয়া থাকেন কারণ তাঁহারা এই নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন যে যখনই বিপদ ও আপদের মধ্যে পড়িয়া মায়ের দিকে সাহায্যের জন্য ফিরিলেই মা তাহাদের শক্তি ও সাহায্য দান করিবেন কারণ মা যাহারা বিপদে পড়িয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন তাহাদের রক্ষাকর্তা। তিনি অনন্তশক্তির আধার মহাশক্তি। তাই কেবল তাঁহার শরণ লইলেই আমাদের সকল দুর্ব্বলতা তিরোহিত হইবে। সকল অমঙ্গলের, অজ্ঞানের ও মোহের শক্তির উপর মহৎ জয়লাভের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া মায়ের সহিত বিজয়ার আনন্দে যোগ হইবে। বিজয়া দশমী সাধকের বিশ্বাস, শক্তি ও সাহস লাভের পরম দিবস।

এই দিবস ভগবৎ সন্ধানী সাধকের মহাশক্তি ও সাহস লাভ হয় কারণ মা তার দিব্য ভাবের পূর্ণাধাররূপে প্রকাশিত হইয়া পরব্রহ্ম লাভের পথে সকল বাধা ধ্বংস করিয়া দিয়া প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আজ মায়ের পূজা বিদ্যামায়া রূপে প্রকাশিত মহামায়ার পূজা। এ যাবত নয় রাত্রির পূজাতে আমরা মাকে তাঁর জাগতিক বিচারের বিভিন্ন রূপের পূজা করিয়াছি। কিন্তু আজ বিজয়া দশমীতে মায়ের বিদ্যা ও অবিদ্যামায়া রূপের পারে কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধ বিদ্যামায়া পরাশক্তিরূপিনীরূপে দর্শন করি, যে রূপ সেই অসীম অনন্ত পরব্রহ্মেরই অভেদ রূপ।

কারণ আমরা গোড়াই এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি মা যে পরব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহেন। সেই পরব্রহ্মই মা। তাই তার বিশুদ্ধ বিদ্যামায়া রূপে তিনি পরব্রহ্ম। তাই আজ এই পবিত্র বিজয়া দশমীর দিবস মার সেই অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিশীল বিদ্যারূপে আত্মজ্ঞান প্রকাশিনীরূপে আমরা আমাদের প্রণাম জানাই ও নমস্কার করি।

আজকের দিবসে নিম্নভাবের কোনরূপ অস্তিত্ব নাই। কোন আসুরিক সম্পদের কোন বিকাশ নাই। অন্ধকার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। ইহার পূর্ণ তিরোভাব ঘটিয়াছে। এখন কেবল মাই একমাত্র বিরাজমানা। মা এখন অখণ্ড চিৎসত্বা মাত্র। মার এই দিব্যোজ্জ্বল রূপে ধ্যান মানেই সেই শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মের মধ্যে নিজেকে বিসর্জ্জন দেওয়া। তাই সেই পরব্রহ্মের পূজা ও ধ্যানে মানব যেখানে পৌঁছায় তাহা জন্ম মৃত্যুর প্রবাহের অতীতে। ইহা সেই উজ্জল পরমধাম যাহা সকল দুঃখের অতীতে। একবার সেখানে পঁহুছিলে মোহ, দুঃখ ও পাপ চিরতরে বিলীন হয়। ইহাই সকল সাধক এবং প্রতি মানবের চরম লক্ষ্য। ইহার জন্যই আমাদের এই মানব জন্ম ধারণ। মানব জন্মের পরম উদ্দেশ্যই হইতেছে এই পরম পদ লাভ।

গুরু পরব্রহ্মের স্থূলমূর্ত্তি

মাকে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই ত্রিবিধরূপে আমরা এই যাবত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সবটাই মানুষের সহিত ব্যক্তিগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধ রহিত ভাবেই হইয়াছে। কিন্তু মায়ের আর একটা বিশেষ গূঢ়রূপে প্রকাশের কথা এখানে বলিব। মায়ের আমাদের গুরুরূপে প্রকাশ। মা বিদ্যামায়া ও বিদ্যাশক্তি রূপে গুরুর মধ্যে প্রকাশ হইয়া শিষ্যকে পরম জ্ঞান লাভে সহায়তা করেন। সেই হিসাবে গুরুই মার দৃশ্য মানবরূপে প্রকাশ। সাধকের সাধন রাজ্যে উন্নতির পথে মাই গুরুরূপে আসিয়া তাহার সকল অবিদ্যা মায়া বিদূরিত করেন। পরমাত্মজ্ঞান লাভে সহায়ক হন। যে শিষ্য গুরুকে সেইভাবে দেখিতে ও সেবা করিতে পারে তাহার পক্ষে মায়ের আশীর্ব্বাদে সাধন পথ সুগম হইয়া নিশ্রেয়সঃ লাভ হয়। তাই আমাদের গুরু স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥
ধ্যান মূলম্ গুরোর মূর্ত্তি, পূজা মূলম্ গুরোর পদম্
মন্ত্র মূলম্ গুরোর বাক্যম্ মোক্ষমূলম্ গুরোর কৃপা॥
তমহি বিষ্ণুর বিরিঞ্চিস্তম্ উমা দেবো মহেশ্বর
তমেব শক্তি রূপাসি নিগুণস্তম্ সনাতন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (১)

শ্রীশ্রীদুর্গা প্রশস্তিঃ

(শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী)

দুর্গে তে মৃগরাজকেশরতড়িদ্ বীর্য্যায় নঃ প্রেজতাং
হৃদ্‌গ্রন্থেস্তব শূলভা বিশরণী শৌর্য্যায় নঃ প্রৈধতাম্ ।
উগ্রাহের্ভবতাৎ ক্ষরদ্‌বিষফণাঽস্মভ্যঃ সুধাসিঞ্চনী
পাশাস্ত্বঙ্কুশসায়কৈঃ প্রহরনৈ র্লোকোঽভিয়া জীবতাৎ ॥ ১ ॥
লক্ষ্মীর্নো কুরুতাং কৃতঞ্চ চরিতং সর্ব্বং শ্রিয়া ছান্দসং
বাণী নঃ কুরুতাং ধিয়ং গিরমপি প্রজ্ঞাকলামণ্ডিতাম্ ।
ব্যগ্রপ্রাণনমাখুবৃত্তিরভসং ত্বং শাধি সিদ্ধিপ্রদ ।
নৈপুণ্যং রণসঙ্কটেষু তনুতাং স্কন্দোঽপি চান্তর্বহিঃ ॥ ২ ॥
প্রত্যগ্‌দৃক্ স্ফুরতু ত্রিলোচনরুচা ভাবে চ ধীকর্ম্মনো—
বৈরস্যং মনসোঽপনোদয়তু নশ্চাস্যেন্দুকান্তচ্ছটা ।
মুঞ্চেয়ুর্দশদাস্যরূপনিগড়াদ্ দোষঃ সশস্ত্রা দশ
সর্ব্বস্বং চরণারবিন্দশরণং সর্ব্বং যতঃ সাধিতম্ ॥ ৩ ॥

একদিকে বীর্য্যহীনতা (ক্লৈব্য), অন্যদিকে দৃপ্ত উদগ্র আসুরবীর্য্য—এ দুয়েরই পরিহারপূর্বক যাহা সত্যকার সুরবীর্য্য, সে বীর্য্য হে মা দুর্গে! তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ঐ মৃগেন্দ্রের প্রসাদ লাভ ব্যতীত হয় না। তাই প্রার্থনা—তোমার বাহন মৃগরাজ কেশরচয়ে যে দিব্য তেজঃ (তড়িৎ) সম্ভৃত রহিয়াছে, সে তড়িদ্দাম আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরে পূর্ণ সামর্থ্যে অধুনা স্পন্দমান হউক (প্রেজতাং)! মহিষাসুরের হৃদ্‌গ্রন্থি বিশরণপটু তোমার ঐ দিব্য শূলভাতি, আমাদের কার্পণ্য দোষোপহত হৃদয়ের গ্রন্থি পাটনপূর্বক শ্রদ্ধায়, সাধনায় শৌর্য্য সমৃদ্ধি দান করুক (প্রৈধতাম্)। তোমার করে ঐ উগ্রাহি—যাহা অসুরের বুকে বিষক্ষরণে উদ্যতফণ—তাহা আমাদের তরে মৈত্রীসুধা-সিঞ্চিনী হোক্ (অমৃতত্বায় কল্পতাম্)। আর, মাগো! তোমার দশ করে যে পাশাসি প্রভৃতি দশপ্রহরণ, তাহা অসুর সংহারে ভয়ালতম আয়ুধ হইলেও, সর্বলোকের তরে অভয় অমর জীবন লাভের উপায় হউক—তোমার করুণাশীর্বাদে॥ ১॥

আমাদের সকল কর্মে, আচরণে, মাগো তুমি লক্ষ্মীরূপে এনে দাও শ্রীসৌষ্ঠবমণ্ডিত ছন্দঃ। বাণীরূপে আমাদের বুদ্ধিতে ও বাকে দাও প্রজ্ঞার দীপ্তি আর অনবদ্য কলাকুশলতার-ঋদ্ধি। আমাদের এই যে ব্যস্ত ব্যাকুল প্রাণনবৃত্তি মূষিকের মতই নিয়ত বলাৎকারে সর্বসাধনের আধার প্রাণকেই মথিত, খণ্ডিত করিতেছে তাকে সিদ্ধিপ্রদ গণেশের রূপে কল্যাণশোভন ছন্দে শাসন কর (শাধি)। আর, অন্দরে বাহিরে জীবনের যে সব কঠিন রনসঙ্কট, সে সকলের মোচনে, মাগো তুমি, দেবসেনাপতি স্কন্দের রূপে, নৈপুণ্য, দক্ষতা আমাদের এনে দাও।

অর্থাৎ, লক্ষ্মী দিন সবতায় শ্রী আর ছন্দঃ। বাণী দিন প্রজ্ঞা ও সুরসুষমা। গণেশ দিন সবতায় সংযম ও শাসন। কার্ত্তিকেয় দিন সবকিছুতেই নিপুণতা ও সুরভাব (দৈবী প্রেরণা)॥ ২॥

মা দুর্গে! তোমার ত্রিনয়নের রুচি (ভাতি) দ্বারা আমাদের ভাবে, বুদ্ধিতে, কর্মে (সবতাতে) প্রত্যগ দৃষ্টি (অন্তরদৃষ্টি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরমী দৃষ্টি) প্রস্ফুটিত ক'রে দাও। তোমার বদনেন্দুর যে কান্তিচ্ছটা, তা দিয়ে মনের সব বিরসতা নিরসন কর, তাতে দাও সমুজ্জ্বল স্বরস-প্রচুরতা। তোমার সশস্ত্র যে দশটি বাহু (দোষঃ), তারা আমাদের অচিরে মুক্ত করুক (মুঞ্চেয়ুঃ) ভূতেন্দ্রিয়াদি দশকের দাস্যশৃঙ্খল থেকে অর্থাৎ, অপরা যে জৈব প্রকৃতি, তার দুচ্ছেদ্য সংস্কার পাশরাশির পাতকীচক্র থেকে।

আর মাগো! মৃগেন্দ্রপৃষ্ঠোপরি বিন্যস্ত তোমার ঐ যে চরণারবিন্দযুগল—তাতেই শরণাগতি, প্রপত্তি হোক্ জীবনের সাধন-সর্বস্ব ; কেননা ঐ একেতেই সর্ব্বাভীষ্টই যুগপৎ সুসাধিত ॥ ৩ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (২)

মহামায়া তত্ত্ব

চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

শ্রীরজনী মোহন চক্রবর্ত্তী

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী তন্ত্র-শাস্ত্রের সার স্বরূপা। মহামায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মশক্তি। ইঁহার দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সাধন করেন। তাঁহার ইচ্ছায়ই জীবের বন্ধন ও মুক্তি সাধিত হয়। সাধকের হিতার্থে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। দৈবী ভগবতে, ইঁহাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং এবং ভগবতী বলা হইয়াছে। রুদ্রযামলতন্ত্র, দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণ প্রভৃতিতে মহামায়াকে পরব্রহ্ম, জগদীশ্বরী প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন।

চণ্ডীমতে মহামায়ার তামসী মূর্ত্তি মহাকালী, রাজসী মূর্ত্তি মহালক্ষ্মী ও সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি মহাসরস্বতী। দেবী ভাগবতে বলেন মহামায়া সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও শিবা এবং তিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা। শান্তনবীর টীকানুযায়ী ইনিই সাংখ্য-দশন-মতে প্রধানাখ্যা প্রকৃতি, বেদান্ত মতে অনির্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যা, বৈষ্ণব মতে বিষ্ণুমায়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈবমতে শিবশক্তি, শাক্তমতে মহামায়া, পৌরাণিক মতে মহাদেবী ও শাব্দিক মতে শব্দশক্তি। গীতায় 'যোগমায়া' ও শ্রীমদ্‌ভগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে।

চণ্ডীর প্রথম অধ্যায় ব্রহ্মা কর্তৃক স্তবে বলিতেছেন—'মহামায়া নিত্যা, সনাতনী, আবির্ভাব-তিরোভাব রহিতা এবং জগৎ-প্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি। দেবতাগণের কার্য্য সিদ্ধার্থ এবং সাধক ও ভক্তগণের সংরক্ষণার্থ জগতে আবির্ভূতা হন। ইহাই যে তাঁর অভয়বাণী যে বিপদে পতিত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি আবির্ভূতা হইয়া বিপদন্মুক্ত করিবেন।

চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায় বর্ণিত স্তবে বলা হইয়াছে—তিনি স্বীয় পরাশক্তি দ্বারা জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তিনি নিখিল দেবগণের শক্তি সমূহের প্রতিমূর্ত্তি এবং অখিল দেবগণ ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া।

চণ্ডীর ধ্যানে মহাকালীকে দশভূজা, মহালক্ষ্মীকে অষ্টাদশ ভূজা এবং মহাসরস্বতীকে অষ্টভূজারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে!

মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হইলেও দেবী মূর্ত্তিতে তাঁহার সমধিক প্রকাশ। অতএব প্রত্যেক নারী মূর্ত্তিতে মাতৃবুদ্ধি ও প্রত্যেক নারীকে জগন্মাতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তিনি অত্যন্ত সন্তান-বৎসলা। তাঁহাকে মাতৃভাবে ডাকিলে তিনি অবিলম্বে সন্তুষ্ট হন ও সন্তানের মুক্তিদানের জন্য বরদাত্রী হন—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে।'

মহামায়া ইচ্ছাময়ী। তাঁহার ইচ্ছাতেই সবকিছু ঘটিতেছে। তিনি বিবেকিগণের চিত্তকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাচ্ছন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন আবার প্রসন্না হইলে মুক্তিদান করেন। স্থূল কথা জগতে যত প্রকার সৎ ও অসৎ শক্তি আছে, সবই তিনি। তিনিই মহাদেবী ও মহাসুরী, তিনিই মহাবিদ্যা ও মহা-অবিদ্যা। মহামায়াই পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-আমাদের মা। এই পরমাত্মাই যে সর্বশরীরে বিদ্যমান। তিনি অশরীরী হইয়াও শরীরী, তিনি এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক। "একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

শ্রীভগবানের তথা মহামায়ার লীলাকাহিনী শ্রবণে চিত্তমালিন্য দূরীভূত হয় এবং ক্রমে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ বর্দ্ধিত হয়। এই আকর্ষণই ভক্তি। ভক্তি দ্বিবিধা—সাধন ভক্তি ও পরা ভক্তি। সাধন ভক্তির সিদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিই পরাভক্তি। এই পরাভক্তিই সাধককে ইষ্টের সহিত এক করে। শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্যে মায়ের তিনটি চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম চরিত্র—মধুকৈটভবধ। মধ্যম চরিত্রে—মহিষাসুর বধ। উত্তর চরিত্রে—শুম্ভবধ।

যিনি সন্তানের হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ডমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মুক্তি পথের অন্তরায় স্বরূপ দুরপনেয় সংস্কাররূপী অসুরগণকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন তিনি চণ্ডী। সেই মহামিলনের সময় যে বিরূপ প্রবাহগুলি স্বতঃই আসিতে থাকে তাহাই চণ্ডীতে অসুরনিধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মুক্তির অন্তরায় বলিতে বুঝিতে হইবে যে সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ভবিষ্যতে কর্ম্মসংস্কার বা বাসনাবীজ। সূক্ষ্মদর্শনে ইহারা সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ নামে পরিচিত। ইহারাই ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি নামে অভিহিত। যতদিন এই গ্রন্থিভেদ না হয় ততদিন পুনঃ পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মমৃত্যুর পীড়ন হইতে পরিত্রান পাওয়া যায় না। তাঁহাকে দেখিলে-মাকে দেখিলে, এই গ্রন্থির উচ্ছেদ হয়—ভিদ্যাতে হৃদয় গ্রন্থিস্তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'। এক এক গ্রন্থিভেদ করিবার সময় সাধকের হৃদয়ে মা যে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই চণ্ডীর এক একটী রহস্য।

প্রথম চরিত্রে দেখিতে পাই যে বৈশ্য সমাধির সহায় রাজা সুরথরূপী জীবাত্মা, মেধসরূপী বিজ্ঞানময় গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মহামায়ার প্রভাবদর্শনে ধন্য হইয়াছে। আর মহামায়া তামসী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া এবং বিষ্ণুকে জাগরিত করিয়া মধু ও কৈটভরূপী ভাবী কর্ম্মের বীজকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। মোটের উপর 'এই মা রহিয়াছেন' এই বিশ্বাস ঘনীভূত হইলেই জীবভাবীয় কর্ত্তৃত্ব শিথিল হয় ও ভাবী কর্ম্মের বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই প্রকারান্তরে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ বা মধুকৈটভবধ বলা হয়।

মধ্যম চরিত্রে দেখিতে পাই মধুকৈটভ নিহত হইয়াছে, ভাবী কর্ম্মের বীজ ধংস হইয়াছে। সাধকের আর কর্ম্মের সফলতায় বিশেষ উল্লাস নাই, নিস্ফলতায়ও কোনরূপ হতাশা নাই কিন্তু জীবভাব এখনও সম্পুর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। তখন বিজ্ঞানময় গুরু সাধকের নিকট যে চিত্র ধরিলেন তাহাই মহিষাসুর বধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। এখানে সঞ্চিতকর্ম্মসংস্কার সমূহই অসুররূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীব বহু জন্মব্যাপী নানাবিধ বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বা জ্ঞানভক্তির অনুশীলনে ভগবদ্ বিষয়ক যে সংস্কার সমূহ সঞ্চিত করে, উহারাই দেবতা। জীবমাত্রেরই দেহে চিরকাল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। এস্থলে মহীষাসুর, অসুরগণের অর্থাৎ রাজগুণের প্রতীক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পুরন্দর দেবগণের অধিপতি। যদিও প্রথম চরিতে মধুকৈটভ বধ 'এক আমি বহু হইব'—এই ভাবটি বিদূরিত হইয়াছে, তথাপি অনাদিকাল সঞ্চিত বহু বিষয়ক সংস্কার দূরীভূত হইতে বাকী রহিয়াছে।

অসুরগণ বহুজন্ম সঞ্চিত সংস্কাররাশি আর দেবতারা-অধুনা আবির্ভূত ভগন্মুখী বৃত্তিনিচয়। প্রথমে দেবতা পরাজিত; প্রাণ ও জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণ মাতৃ অভিমুখী না হইলে মনের পূর্ণ বললাভ হইতে পারে না। তাই মনও বাধ্য হইয়া প্রাণশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সমীপস্থ বা শরণাগত হয়; শরণাগতিই সকল সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেবগণের অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া বিষ্ণু ও শিব ক্রোধান্বিত হইলেন। এস্থলে ক্রোধ বলিতে পরমাত্মাভিমুখী রজোগুণাত্মক অভিস্পন্দন। যে রজোগুণ মহিষাসুররূপে-কামক্রোধাদি বৃত্তিরূপে প্রবাহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপে সংসার গতিকে একান্ত প্রিয় বোধে আলিঙ্গন করিতে চাহে, সেই রজোগুণই আবার পর বৈরাগ্য শমদমাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া জীবকে মুক্তিপথে অগ্রসর করাইতে ইচ্ছুক। বর্হিমুখী বিকাশের সহিত অন্তরমুখী বিকাশের সংঘর্ষ, ইহাই মহিষাসুরের সহিত দেবতাগণের সংগ্রাম। মাতৃকৃপায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয় ব্যাপার অন্তরমুখী হইয়া একটু স্থির হইলেই জ্যোতি দর্শন হয়। এই অতুলনীয় তেজ সম্মিলিত হইয়া একটী নারী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। ইহাই সাধকের ইষ্ট মূর্ত্তি। তেজ বা প্রকাশ বলিতে একমাত্র জ্ঞানকেই বুঝায়। অন্তরে যাহা জ্ঞান বাহিরে তাহাই তেজ। আর অন্তরে যাহা অজ্ঞান বাইরে তাহাই অন্ধকার। জ্ঞান হইয়াছে চেতনার সুতরাং চৈতন্যর উপলব্ধি হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্রকাশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। দেবতাদের অস্ত্র সমর্পন অর্থাৎ স্ব স্ব খণ্ড শক্তিকে এক অদ্বিতীয় মহতী শক্তিরূপে বুঝিতে পারায় নাম শক্তি সমর্পন। আসল কথা একমাত্র সর্ব্বশক্তিময়ী মাতৃশক্তিই যে আমাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে বা আমাদের পুরুষকার যে মাতৃশক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয় তাহা বুঝিতে পারিলেই শক্তি সমর্পন করা হয়।

ইহাই মায়ের অসীম মহিমময়ী, সমস্ত দেবশক্তি সম্মিলিত এই মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিতে আবির্ভাব। দেবীর অপরিমিত ঘোর নাদে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। যেখানে শক্তির অভিব্যক্তি, সেখানেই নাদ। সাধকগণ মাতৃকৃপায় মহতী শক্তির সন্ধান পাইলেই এই সুমহান্ নাদের সন্ধান পায়। জীব এতদিন এক একটী বিশিষ্ট শব্দে আসক্ত ছিল, তাই বহুত্বের বন্ধন-মহিষাসুরের অত্যাচার ছিল। আজ সে অখণ্ড নাদের সন্ধান পাইয়াছে-অব্যক্ত মা নাদময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইয়াছেন। নাদই ব্রহ্ম। জগৎ ব্রহ্মেরই কল্পনা। আবার কল্পনা শব্দসমষ্টি মাত্র কেননা শব্দশূন্য কল্পনা হয়না।

এবার দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ। চিক্ষুর-বিক্ষেপ-শক্তি ও চামর-আবরণ শক্তি। চতুরঙ্গ বল—ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক ও আশয়। মা অম্বিকা অসুরকুল ক্ষয় করিলেন। অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি যাবতীয় কর্মসংস্কারকে ভস্মীভুত করিয়া দিল। জীবের চিত্তে যে অসংখ্য কর্মসংস্কার ফুটিয়া উঠিতেছে—তাহারাই অসুর। ইহাদের প্রত্যেকটিকে মাতৃসংস্কারে পরিণত করিতে হয়।

মায়ের শূল কি? আত্মজ্ঞান। মা সকল আসুরিক বৃত্তির ধ্বংস করিয়া শরণাগত ভক্তকে পরিত্রাণ করেন। সকল সেনানী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজোগুণের যত প্রকার বৈষয়িক স্পন্দন-নিঃশেচিত হইয়াছে। এবার মহিষাসুরের সহিত সংগ্রাম। মহিষাসুর—স্থূল দেহের প্রতি একান্ত আসক্তিরূপ মহিষমূর্ত্তি অসুর। মা যুদ্ধে অসির আঘাতে মহিষাসুরের শির বিচ্ছিন্ন করিলেন। শক্তিই তার শির। কারণ যখন কার্য্যজনন শক্তি রহিত হয় তখন আর তাহার কারণও থাকে না। তখন কারণরূপী রজোগুণও আর নিত্য নূতন কামনার সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতে পারে না। ইহাই মহিষাসুর বধ। ইহারই অপরনাম বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ। বিষ্ণু-স্থিতিশক্তি বা প্রাণ। প্রত্যেক জীবেই বিষ্ণুসত্তা বিদ্যমান। উহারই নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। ব্যষ্টিপ্রাণকে যতদিন মহাপ্রাণ বা বিশ্বপ্রাণরূপে দর্শন করা না যায়, ততদিন বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হয় না।

প্রারব্ধ সংস্কারগুলিই রুদ্রগ্রন্থি বা জ্ঞানময় গ্রন্থি নামে অভিহিত। উত্তর চরিত্রে তাহাই বলা হইয়াছে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রসঙ্গে। মহিষাসুর নিহত, সাধকের সঞ্চিত কর্ম সংস্কারজাত চিত্ত-বিক্ষেপ নিবৃত্ত, প্রাণময় গ্রন্থি উচ্ছিন্ন, জড়ত্ব বোধ প্রায় অপনীত, জড় প্রকৃতি এখন চিণ্ময়ী মাতৃ মূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষীভূত। বিশ্বময় মাতৃ-কর্তৃত্বদর্শনে জীব কতৃত্ববোধ প্রায় নিঃশেষিত। সাধকের শান্তিময় অবস্থা। কিন্তু এখনও প্রবল প্রারব্ধ সংস্কার সমূহ প্রক্ষীণ হয় নাই, সুতরাং অতৃপ্তিও সম্যক দূরীভূত হয় নাই। এই দুঃখদায়ক প্রারব্ধ সংস্কারগুলিই রুদ্রগ্রন্থি। এই গ্রন্থিভেদ হইলেই জীবের আনন্দে প্রতিষ্ঠা হয়।

এখানে শুম্ভ—অস্মিতা। 'আমি' 'আমি' এই ভাবটির নাম অস্মিতা। এস্থলে 'আমি আমি' ভাবটী বিজ্ঞানময় কোষের আমিত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহাত্মবোধের অহংকার-স্বরূপ 'আমি' নহে। এই অস্মিতাকে নিধন করিতে হইবে। নিশুম্ভ-মমতা। 'আমার, আমার' ভাবটির নাম মমতা—ইহাও বিজ্ঞানময় কোষের মমতা।

পার্ব্বতীর শরীয় কোষ হইতে এক শিবা—মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। ইনিই উত্তর চরিত্রের দেবতা—মহাসরস্বতী। 'সরস্বান্' অর্থ অর্ণব বা কারণসমুদ্র। সেই সরস্বানের শক্তিই সরস্বতী অর্থাৎ যে মহাশক্তি কারণরূপে প্রকাটিত হন, তিনিই মহাসরস্বতী।

প্রথম আসিলেন ধূম্রলোচন অর্থাৎ ধূমাচ্ছন্নদৃষ্টি অর্থাৎ বিপর্য্যয়-জ্ঞান। এই ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয়জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই অস্মিতার (শুম্ভের) ত্রিলোকের উপর আধিপত্য। দেবী হুঙ্কারের দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। অবিদ্যা যখন বিদ্যার সমুখস্থ হইতে যায় তখন সে এইরূপেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহার পর চণ্ড-প্রবৃত্তি ও মুণ্ড-প্রবৃত্তি মায়ের সমীপে প্রেরিত হইল। অম্বিকার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল ও ললাট-ফলক হইতে করালবদনা কালী দ্রুত বহির্গত হইলেন। ললাট ভাগ—আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞাচক্রে সমাহিত হইলেই সাধকের জগদ্ভাব সম্যক বিলুপ্ত হয়। কালাতীত সত্তায় প্রবেশ করিতে হইলে এই কালীমূর্ত্তির ভিতর দিয়াই প্রবেশ হয়। সর্ব্বভাবের কলন বা সংহরণ করেন বলিয়াই ইহার নাম কালী। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া মহান অসি উত্তোলন করতঃ চণ্ডের শিরচ্ছেদ করিলেন। মা ঈশ্বরত্ব-লিপ্সাকেও বিদূরীত করিয়া প্রবৃত্তিকে মহাঅসি দ্বারা বিনাশ করিলেন। মহাঅসি অর্থাৎ মহতী-সত্তা। মহতীসত্তা বা পারমার্থিক সত্তার প্রকাশ হইলেই ব্যবহারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তার বিলোপ হয়। অনন্তর দেবী খড়্গাঘাতে মুণ্ডকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। প্রবৃত্তি বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তিরও নিবৃত্তি হয়। কারণ উভয়েই সহভাবী।

দ্বৈত-প্রতীতির নামই দৈত্য। ইহারা অসংখ্য। আটটি অসুর সম্প্রদায় সমরে আসিল। ইহারাই অষ্টপাশ, এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইলেই জীব শিব হইয়া যায়।

শেষ সেনাপতি রক্তবীজ যুদ্ধার্থ উপস্থিত। 'আমি জীব' এই ভাবটির নাম রক্তবীজ। আমি অর্থাৎ আত্মরূপী বীজটি যখন জীবরূপ বিশেষণের দ্বারা 'রক্ত' অর্থাৎ রঞ্জিত হয় তখনই ইহা রক্তবীজ আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। চণ্ডিকা দেবী স্বয়ং রক্তবীজকে শূলাঘাত করিলেন। কালিকা দেবী মুখের দ্বারা তাহার শণিত পান করিলেন। শূলঘাত অর্থ আনন্দময় জ্ঞানালোক সম্পাত। অপরদিকে কালী রুধিরগুলি জীবভাবকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। জীবত্বরূপ শোণিত থাকে বলিয়াই রক্তবীজের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ জীব বলিয়া পৃথক কিছু নাই, দৃশ্য বলিয়াও পৃথক কিছু নাই, একমাত্র বিশুদ্ধবোধ স্বরূপ বস্তুটিই নিত্য বিরাজমান। এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই রক্তবীজ বধ।

এইবার নিশুম্ভ বধ। দেবী খড়্গাঘাতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানালোক-সম্পাতে মমতাধিষ্ঠিত চৈতন্যের শিরচ্ছেদ হইল। 'আমি মমতাময়' এইরূপ অভিমান নাশের নামই নিশুম্ভের হৃদয়-নিঃসৃত পুরুষের শিরচ্ছেদ।

শেষ শুম্ভবধ। এইবায় অস্মিতা একা—সহায়হীন। সংগ্রামে দেবীর শূলাগ্র দ্বারা বিশেষভাবে আহত শুম্ভ হতপ্রাণ হইয়া ভূতলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিপতিত হইল। কেবলানন্দময় বোধস্বরূপের সম্যক প্রকাশই দেবীর শূলাঘাত। এস্থলে শূল শব্দে ত্রিপুটীবিহীন কেবলানন্দময় 'জ্ঞ' স্বরূপটী বুঝিতে হইবে। উহার উদয়ে অস্মিতা অর্থাৎ যাবতীয় অনাত্মভাবের বীজ সম্যক বিলয় প্রাপ্ত হয়। জগৎ বা দৃশ্য বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, আমি বলিয়াও কিছু নাই। যাহা আছে এবং অস্তিরূপে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা আমি নহে-তাহা আত্মা।

যতদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি না হয়, ততদিন দেহাদি অনাত্ম বস্তুর ভান হয়। প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সাধক বিদেহ কৈবল্য লাভ করে ; তখন আর অনাত্ম বস্তুর ভান হয় না। আত্মজ্ঞানের উদ্ভাসনে রুদ্রগন্থি ভেদ হয়। এক অদ্বিতীয় আত্মা-মা নিত্য বিরাজিতা, তদ্ব্যতীত কোথায়ও কিছু নাই এইরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার নামই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ।

এইভাবে মায়ের কৃপায় শুম্ভ নিহত হইলে অর্থাৎ অস্মিতার বিলয় হইলে, সাধকের নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হয়, কোন অবস্থাতেই এই অনন্দের বিচ্যুতি ঘটে না। এই আনন্দই বৈষ্ণবের ভাষায় নিত্য-বৃন্দাবনে নবঘনশ্যাম, সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের আত্মা, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, দেবী মহাত্ম্যের চণ্ডিকা আর আমাদের মা।

তিনটী চরিত্র বর্ণনার পর গুরু মেধস বলিলেন 'এই উত্তম দেবীমহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে খণ্ডরূপে দর্শন করাই মোহের কার্য্য। এই মোহেই সৃষ্টি-বৈচিত্রের বীজ। পরিত্রান পাইতে হইলে সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও।' মা আরাধিত হইলে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ—এই তিনটী ফল প্রদান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়কারিনী মায়ের ত্রিবিধ মূর্ত্তির নিকট ত্রিবিধ ফললাভ হইবে। মা প্রথম মূর্ত্তিত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিবেন তৎফলে তোমার বিষয়াশক্তি দূর হইবে। দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ করিবেন, তাহার ফলে বিশ্বময় প্রিয়তম প্রাণসত্তা দর্শন করিয়া তুমি স্বর্গ অর্থাৎ দেবলোক সম্ভোগের অধিকারী হইবে। আর তৃতীয় মুর্ত্তিতে তিনি রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া তোমাকে বিশুদ্ধ বোধ-রূপে—আত্মজ্ঞানে উপনীত করিবে।

যিনি জ্ঞান সাধক, তিনি মাকে আশ্রয় করিয়া মায়ের চরিত কথা অবলম্বন করিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞানময় দৃষ্টি সম্পাত করিতে সমর্থ হইতে পাবেন। যিনি যোগ-সাধক তিনি শক্তিময় কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন করতঃ স্বরূপানন্দ লাভে ধন্য হইতে পারিবেন। সকামকর্ম্ম সাধক সাংসারিক কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়াও ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার যথাযোগ্য পন্থা পাইতে পারেন। যিনি নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধক তিনি অনাশক্ত ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন পুর্ব্বক সর্ব্বোতো-ভাবে আত্মনিবেদন করার পরম কৌশল অবগত হইয়া পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইতে পারেন। যিনি ভক্ত তিনিও দেবীমহাত্ম্যের অপূর্ব্ব স্তবমালা-জপে পরাভক্তি লাভ করতঃ মহাশক্তিময় ভগবত চরণে প্রণত ও শরণাগত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (৩)

চণ্ডীতত্ত্বে ষট্‌চক্র ভেদ

(যৌগিক ব্যাখ্যা)

শ্রীরজনী মোহন চক্রবর্ত্তী

ষট্‌চক্র যথা, (১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩) মণিপুর (৪) অনাহত, (৫) বিশুদ্ধ (৬) আজ্ঞা।

(১) মূলাধার—গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যস্থলে মূলাধার পদ্ম। উহার চারিটি দল। চতুর্দ্দলে ব, শ, ষ, স, সুবর্ণ-বর্ণ চারিটি বর্ণ আছে। পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথ্বীমণ্ডলভ্যন্তরে 'লং' বীজ সহ হস্তিবাহনোপরি পৃথিবী ক্রোড়ে ডাকিনী শক্তিনাম্নী সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা আসীন। ঐ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পৃথ্বীমণ্ডলের মধ্যস্থানে রক্তবর্ণ ত্রিকোন বহ্নিমণ্ডলে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ মহাদেবকে তড়িদবর্ণা মৃণালতন্তু সদৃশ সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতিরূপে সর্পাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিতা আছেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই বাগ্‌দেবী অর্থাৎ বর্ণময়ী বীজমন্ত্রস্বরূপ। ইনিই সত্তরজ স্তম গুণত্রয়ের মুলস্বরূপ প্রকৃতি দেবী। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে শিবসংহিতা মতে বিষ্ণু শক্তিরূপে মাতৃকাবর্ণ-রূপিনী বাগ্‌দেবীরূপে এবং সমস্ত বীজমন্ত্রের কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জীবদেহের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণমহাপ্রাণরূপী বিষ্ণু যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া মুলাধারপদ্মে অনন্তশয্যায় বা অহিশয়নে নিজশক্তি সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীর সহিত আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উত্থিত পদ্মে ব্রহ্মা সমাসীন হইয়া শরণগত সাধকের ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণুর কর্ণমলজাত রজস্তমোময়ী অহং-মমেতি-রূপী মধুকৈটভ উত্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমন করিতে উদ্যত হইল। তখন ব্রহ্মার ভগবতীর স্তব। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মদ্বার খুলিয়া দিলে বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া শক্তিময় অনন্তশয্যাতাগকরতঃ স্ব-অধিষ্টান-ক্ষেত্ররূপ স্বাধিষ্ঠানে সমুত্থিত হইলেন। তখন স্বধিষ্ঠান পদ্মটি পূর্ণরূপে বিকশিত হইল, আর মূলাধার পদ্মটির কার্য্য শেষহেতু উহা ম্লান ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

(২) **স্বাধিষ্ঠান**ঃ মূলাধার চক্রের উর্দ্ধে লিঙ্গমূলে বিদ্যুৎবর্ণ ষড়দল বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্ম। ঐ ষড়দলে 'বং ভং মং যং লং' এই ছয়টি বর্ণ আছে। ঐ পদ্মের রক্তবর্ণ কর্ণিকা মধ্যে গোলাকার বরুণ-মণ্ডল। ঐ বরুণ-মণ্ডল মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যন্ত্রে 'রং' বীজোপরি শুভ্র-মকরবাহনে বরুণ দেবতার ক্রোড়ে নবযৌবনসম্পন্ন নীলবর্ণ পীতবাস চতুভূর্জ নারায়ণ এবং তৎশক্তি চতুভূর্জা নীলবর্ণ রাকিনী অধিষ্ঠিতা। স্বাধিষ্ঠান-চক্রই জীবের অপ্‌তত্ত্বময় ক্ষেত্র—উহাই জীবদেহস্থ ভুবলোক। এই প্রদেশের অধিপতি বিষ্ণু। দেহস্থ অপ্‌তত্ত্বময় ক্ষেত্রেই মাতৃগর্ভস্থ শিশু পালনকারিনী বৈষ্ণবীশক্তি কর্ত্তৃক ক্রমে পুষ্ট হয়।

স্বাধিষ্ঠান চক্রে বিষ্ণু 'আমি আমার' রূপ মধু কৈটভের সহিত সুদীর্ঘকাল বাহু যুদ্ধ করিলেন। এইরূপে মধুকৈটভ বিশুদ্ধ হইয়া স্বাধিষ্ঠান পদ্মটিকে অপ্‌তত্ত্বময় বা সর্ব্বত্র জলময়রূপে দর্শন করিলে বিষ্ণুরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি বৈষ্ণবাস্ত্র স্বরূপ চক্রদ্বারা মধু কৈটভের গলদেশ ছেদন করিয়া মুক্তি দিলেন। স্বাধিষ্ঠানে পদ্মের ষড়দলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্রয় অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মুর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা—এ ছয়টি বৃত্তি বিদ্যমান।

(৩) মনিপুর: স্বাধিষ্ঠান চক্রের উর্দ্ধে নাভিমূলে মেঘবর্ণ মনিপুর নামে দশদল পদ্ম। ঐ দশটি দল যথাক্রমে 'ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং' দশটি নীলবর্ণ মাতৃকাবর্ণ এবং সুষুপ্তি, ঈর্ষা, খলতা, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, মোহ, কুবুদ্ধি, তৃষ্ণা ও অবিবেক—এই দশটি বৃত্তি তথায় বিদ্যমান। ঐ পদ্মের কাণকা মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি অগ্নিমণ্ডল বিরাজমান। ত্রিকোণের ত্রিপার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূ-পুর এবং মধ্যস্থলে 'রং' বহ্নিবীজোপরি মেষবাহনে অগ্নিদেবতার ক্রোড়ে বৃদ্ধরূপধারী মহাকালের সহিত 'লাকিনী' (শ্যামা বা ভদ্রকালী) শক্তি সমাসীন। মনে রাখিতে হইবে একটি সূক্ষ্মনাড়ী তেজোময় মণিপুর চক্রকে মূলাধার চক্রের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তেজস্তত্ত্বময় স্বঃলোকে বা মনিপুর চক্রে উত্থিত হইয়া তথাকার সদসদ্-ভাবসমূহ প্রকটিত করিলেন। অতঃপর দেবাসুর সংগ্রাম হইল। দেবগণ পরাজিত হইল। পরাজিত দেবগণসহ কুণ্ডলিনীশক্তি একমুখে অনাহত চক্রে উত্থিত হইলেন এবং তত্রস্থ সদসদ্ভাবরাশিকে বিকাশ করিতে লাগিলেন। তখন মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী তেজঃপুঞ্জ দুর্গামূর্ত্তিতে অভয় দান করিলেন। দুর্গাদেবীর মহানাদে আকৃষ্ট মহিষাসুর ও তৎসেনাপতিগণ অনাহত চক্রের দিকে ধাবিত হইল।

(৪) অনাহত: মণিপুর চক্রের উর্দ্ধে হৃদিস্থলে অনাহত নামে একটি দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ পদ্ম আছে। 'কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং'—এই সিন্দুরবর্ণ দ্বাদশটি বর্ণ এই পদ্মের দ্বাদশ দলে রহিয়াছে। আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক, অহংকার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ এই দ্বাদশটি বৃত্তি এই দ্বাদশ দলে বিদ্যমান। ঐ পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ধূম্রবর্ণ, পবনদেব কৃষ্ণসার-বাহনোপরি অবস্থিত এবং ষটকোণ বায়ুমণ্ডলমধ্যে 'যং' বীজোপরি ঈশান নামক শিব 'কাকিনী' শক্তির সহিত বিরাজমান।

জীবদেহের হৃদয় প্রদেশই বায়ুতত্ত্বের স্থান—উহাই দেহব্রহ্মাণ্ডের মহলোক। সূক্ষ্ম 'প্রাণবায়ু' বা জীবের জীবনী-শক্তি এখানে ওঁকাররূপে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। এই স্থানেই সতত অনাহত ধ্বনি হইয়া থাকে। ভগবতী কুণ্ডলিনী প্রাণময় অনাহত পদ্মে দুর্গারূপে আত্মপ্রকাশ করতঃ প্রথমে মহিষাসুরের সৈন্যনাশ করেন পরে তুমুল যুদ্ধে তাহাকেও মুক্তি প্রদান করিলেন। তখন কুল-কুণ্ডলিনীশক্তি তথাকার সদসৎ বৃত্তিসমূহের বীজ গ্রাস করত বিশুদ্ধ চক্রে সম্পূর্ণ উত্থিত হইলে, অনাহত পদ্মটি ম্লান হইল।

(৫) **বিশুদ্ধ:** কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্রের স্থান। এই চক্রটি ষোড়শদল বিশিষ্ঠ, ধূম্রবর্ণ পদ্মাকারে অবস্থিত। এই ষোড়শদলের এক একটিতে যথাক্রমে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ঌং, ৡং, এং, ঐং, ওং. ঔং, অং, অঃ, রক্তবর্ণ ষোড়শটি বর্ণ বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত, পদ্মের ষোড়শদলে শব্দতত্ত্বময় ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই সপ্তস্বর এবং স্বাহা, স্বধা, বৌষট্, বষট্, হুঁ, ফ্ট নমঃ প্রভৃতি বিশিষ্ট মন্ত্র সমূহ ধ্বনিত হইয়া উহারা ব্যোম (বি-ওম্) বা বিশিষ্ট প্রণব ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইতেছে। এই বিশুদ্ধ পদ্ম হইতেই শব্দময় চতুর্বেদ অপূর্ব রহস্যসহ যোগী বা সাধক-দেহে আত্মপ্রকাশ করতঃ জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পদ্মের কনিকা মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রতুল্য গোলাকার আকাশমণ্ডল আছে ; তন্মধ্যে স্ফটিকবর্ণ আকাশবীজ "হং" বিদ্যমান। এই আকাশ-বীজ তৎপ্রতিপাদ্য শুক্লগজারূঢ় শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ ব্যোম-দেবতারূপে পরিচিন্তনীয়। তৎক্রোড়ে ত্রিলোচনান্বিত দশভূজ বাঘাম্বরধারী পঞ্চানন সদাশিব অর্দ্ধনারীশ্বররূপে নিজশক্তি রক্তবর্ণা শাকিনীসহ বিরাজিত।

জীবদেহের কণ্ঠ-প্রদেশই আকাশ বা ব্যোমতত্ত্বের স্থান। এখানেই দেহব্রহ্মাণ্ডের জনলোক অবস্থিত। এই আকাশতত্ত্ব হইতেই ক্রমান্বয়ে বায়ুতত্ত্ব, তেজতত্ত্ব, জলতত্ত্ব ও পৃথিবীতত্ত্ব যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বিশুদ্ধ চক্রে উত্থিত হইয়া তত্রত্য দেবভাব ও অসুর ভাব প্রকাশিত করিলে, আকাশতত্ত্বজাত কারণময় অসুরগণ কর্তৃক দেবভাব সমূহ পরাজিত হইল। কুণ্ডলিনীশক্তি পরাজিত নিষ্ক্রিয় দেবভাবসমূহকে লইয়া আজ্ঞাচক্রে উত্থিত হইলেন, আর অপর মুখসহ বিশুদ্ধ চক্রেই যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ মনোময় দ্বিদল পদ্মে আত্মপ্রকাশকরতঃ পার্ব্বতীর স্তব করিলেন। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি তথায় কৌষিকী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। ধূম্রলোচনকে তিনি আকাশ-তত্ত্বময় হুঁকার দ্বারা বিলয় করিলেন। তৎপরে বিশুদ্ধ চক্রে চণ্ড-মুণ্ড যুদ্ধার্থ আসিলে কালিকা-মূর্ত্তিতে বিলয় করিলেন। পরিশেষে তাহাদের বীজরূপী শিরদ্বয় দ্বিদলস্থ কৌষিকীকে উপহার দিলেন।

(৬) আজ্ঞা : জীবদেহের ভ্রূমধ্যপ্রদেশই মনস্তত্ত্বের স্থান এবং এখানেই দেহস্থ তপলোক অবস্থিত। ইহাকেই প্রকারান্তরে আজ্ঞা-চক্রের স্থান বলা হয়। এই প্রদেশের অন্তর্গত দেহমেরুতে শুক্লবর্ণ দ্বিদল-পদ্ম অবস্থিত। ইহার দুইদলে হ, ক্ষ এই দুই মতৃকাবর্ণ বিরাজিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দ্বিদল পদ্মের কর্ণিকামধ্যে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ত্রিকোণ মণ্ডল দেদীপ্যমান এবং উহার ত্রিকোণে ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণের দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বিরাজিত ও মধ্যস্থলে চন্দ্রবীজ "ঠং" প্রদীপ্ত। এই চন্দ্রবীজ তৎপ্রতিপাদ্য বরাভয়যুক্ত দ্বিভুজ উজ্জ্বল চন্দ্রদেবতারূপে ধ্যেয়। এই দেবতার ক্রোড়ে দ্বিভুজ, জ্ঞানদাতা, গুণাতীত পরশিব তৎশক্তি দ্বাদশভূজা ষড়াননা হাকিনী সহ অধিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন এখানে ইতরলিঙ্গ নামক জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান।

এই চক্রকে যুক্ত-ত্রিবেনী বলা যায়। এইস্থানে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীরূপা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী একত্র মিলিত হইয়া সহস্রার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই পদ্মে রজোগুণাত্মক মনোময় কোষ সত্ত্বগুণাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ ও তমোগুণাত্মক আনন্দময় কোষ মিলিত হইয়া রুদ্রগ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে।

শিবসংহিতা মতে ইড়ানাড়ী বরুণানদী নামে এবং পিঙ্গনানাড়ী অসিনদী নামে কথিত। এই নদীদ্বয় মধ্যে বারাণসীধাম ও বিশ্বনাথ শিব বিরাজমান।

কুলকুণ্ডলিনীশক্তি প্রত্যেক পদ্মের দল ও কর্নিকা হইতে সমস্ত দেবভাব ও আসুরিক ভাবের বীজ ধ্বংস করিবার জন্য আজ্ঞাচক্রে আনিয়াছেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম। প্রথমেই মনোময় কোষের যুদ্ধে অসুরগণ পরাজিত হওয়ায় রক্তবীজ বিলয় প্রাপ্ত হইল। তৎপরে নিশুম্ভ অষ্ট শ্রেণীর বিশিষ্ট অসুর সহ বিলয় প্রাপ্ত হইল। তখন শুম্ভ বিশুদ্ধ হইয়া দ্বিদলস্থ বিজ্ঞানয় কোষে এবং নিরালম্বপুরী আনন্দময় কোষে উত্থিত হইলে যুদ্ধরূপ মাতৃপূজা দ্বারা মাতৃকৃপা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে শুম্ভের অবশিষ্ট জীবভাব বিলীন হওয়ায় তাহায় রুদ্রগ্রন্থি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদ হইল। অতঃপর সহস্রারে শুন্তরূপী জীবত্মার সহিত পরমাত্মার মহামিলন সাধিত হইল। এই মহামিলনই ভক্তের ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দময়স্বরূপ দেহলাভ এবং জ্ঞানী সাধকের বিদেহমুক্তি বা মহানির্ব্বানলাভ।

সহস্রার ঃ আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে অর্থাৎ শরীরের সর্ব্বোচ্চস্থান মস্তকে সহস্রার কমল। এই কমলটি শুভ্রবর্ণ-তরুণ-তপন-সদৃশ রক্তবর্ণ কেশর দ্বারা রঞ্জিত ও অধোমুখী। উহার পঞ্চশ্চৎ দলে অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চশৎ বর্ণ আছে এবং অক্ষর কর্ণিকায় মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমণ্ডল আছে। ঐ চন্দ্রমণ্ডলটি ছত্রাকারে একটী উর্দ্ধমুখী দ্বাদশদল কমলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। উর্দ্ধমুখী দ্বাদশদল কমলের কর্ণিকা মধ্যে বিদ্যুৎ-সদৃশ ত্রিকোনযন্ত্র বিদ্যমান। ঐ যন্ত্রের চতুপার্শ্বে সুধাসাগরের অবস্থিতি হেতু যন্ত্রটী মনিদ্বীপ স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত। ঐ দ্বীপের মধ্যস্থলে মণিপীঠ তন্মধ্যে নাদ-বিন্দু উপরি হংসপীঠের স্থান। হংসপীটের উপর গুরু-পাদুকা। এইস্থানে গুরুদেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে হয়। গুরুদেবই পরমশিব বা পরমব্রহ্ম। সহস্রদলকমলমধ্যে যে যন্ত্রমণ্ডল আছে তাহার ক্রোড়দেশে অমাকলানাম্নী ষোড়শী কলা বিদ্যমান ; উহা রক্তবর্ণা তড়িৎ-সদৃশা ও অতি সূক্ষ্ম। উহার ক্রোড়ে নির্ব্বাণ-কলা। নির্ব্বাণ-কলার ক্রোড়ে নির্ব্বাণশক্তিরূপা মূল-প্রকৃতি বিন্দু-বিসর্গ-শক্তিসহ পরমশিবকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহারই ধ্যানে সাধক নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

প্রণবময়ী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি ও ওঙ্কারময়ী। এজন্য ওঁকারও কুণ্ডলিনীরূপা আবার কুণ্ডলিনীও ওঙ্কাররূপা। আবার জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপী প্রাণবায়ুও প্রণবময়, উহাও প্রণবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় সাড়ে তিন বেষ্টনীযুক্ত। ইহা চিত্রিত করিলেই দেখা যাইবে।

জীবত্বের মালিন্যই গ্রন্থি বা বন্ধন। ইহা সত্ত্ব রজ তমোগুন ভেদে ত্রিবিধ। রজোগুণাতক মনের সংকল্প-বিকল্পাত্মক বহুমুখী চাঞ্চল্যই জীবের কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণে বাধা দেয়। মায়ের শ্রীচরণপদ্মে শরণ লইয়া চিত্তের মলিন্য দূর করিতে পারিলে কুলকুণ্ডলিনী মা জাগ্রত হইয়া রজোগুণময় ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া দেন। তখন সাধক স্বাধিষ্ঠানে আপময় বা আনন্দময় ভাব লাভ করতঃ তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্রস্বরূপ মণিপুরচক্রে আরোহন পূর্ব্বক রিপুজয়ী তেজস্বীরূপে প্রতিভাত হন। ইহাই ব্রহ্মগ্রন্থী ভেদ বা ব্রহ্ম সদ্‌ভাবের প্রতিষ্ঠা। অতপর সাধক মাতৃশক্তিলাভ করিয়া অনাহত পদ্মে আরোহণ করেন। এই অনাহত পদ্ম বা হৃদয় প্রদেশই প্রাণের ক্ষেত্র। সাধক নিজ প্রাণকে সত্ত্বগুণের বন্ধনাদি হইতে মুক্ত করিয়া মহাপ্রাণরূপে পরিণত করেন এবং রজোগুণের সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য বিলয় করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ পদ্মে আরোহণ করেন—ইহাই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ। তৎপরে বিশুদ্ধ চক্রে অন্তর্মুখী তমোগুণের কারণ-অবস্থাময় চাঞ্চল্য নষ্ট করিয়া সাধক আজ্ঞা চক্রে উত্থিত হন। তথায় কারণাত্মক তমোগুণের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য ও বীজ সমূহ বিনাশ ও বিলয় করিয়া পরিশেষে সাধক পরমানন্দময় পরমাত্মধাম সহস্রারে গমন করেন। ইহাই তমোগুণময় রুদ্রগ্রন্থি ভেদ এবং ইহাই জীবাত্মার বিজাতীয় ভেদ বিলয়পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত একাত্মাভাবে মিলন বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আবার ইহাই কারণে অভেদ-প্রতিষ্ঠ বা ভগবানের সহিত মিলন-স্বরূপ আনন্দের প্রতিষ্ঠা।

ওঁ নমঃশ্চণ্ডিকায়ৈ ! ওঁ ষটচক্রময়ী-দেব্যৈ নমঃ !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় দর্শনে দেবী

স্বামী কৃষ্ণানন্দ, ডিভাইন লাইফ সোসাইটীর সম্পাদক

('দি ডিভাইন লাইফ' জানুয়ারী ১৯৬৮ সংখ্যা সৌজন্যে)

দেবী :

হিন্দুদের মধ্যে বিষ্ণু, শিব ও দেবীকে সাধারণত সকলেই পূজা করে। দেবীকে দূর্গারূপে উপসনা বহু পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মহাদেবীর বিষয় ঋক্‌বেদ ও মহাভারতে উল্লেখ পাই। ঋকবেদে দেবীর স্তুতীতে তাঁহাকে দৈবী শক্তি সম্পন্না জগৎপালয়ত্রীরূপা বলা হইয়াছে। বেদে কেনোপনিষদে মাকে সুবর্ণবর্ণা উমারূপে গীত হইয়াছে। মহাভারতে তাঁহাকে কৃষ্ণের ভগ্নী হিসাবে বলা হইয়াছে কাজেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত ইনি সম্বন্ধিতা। শৈবরা তাঁহাকে শিবের পত্নী বলিয়া উপাসনা করেন। যুধিষ্ঠির দুঃখ ও বিপদ মুক্তির জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মহাভারতের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে মায়ের প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। দেবীমহাত্ম্যে বা সপ্তশতীকেই দেবী পূজা ও মহাত্ম কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বলা হয়। ইহা ভাগবত, গীতার সমপর্য্যায় বলিয়া বলা হয়। সপ্তশতী মর্কোণ্ডেয় পুরানের অন্তর্গত। দেবীকে চণ্ডী, দূর্গা, কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামেও অভিহিত করা হয়। তাঁহাকে শিবদয়িতা পার্ব্বতী হইতে অভিন্ন বলা হয়। দেবীকে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) শুক্ল পক্ষের প্রথম নয়রাত্রি-নবরাত্রিপূজা উৎসব নামে পূজা করা হয়। ক্রমে বেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

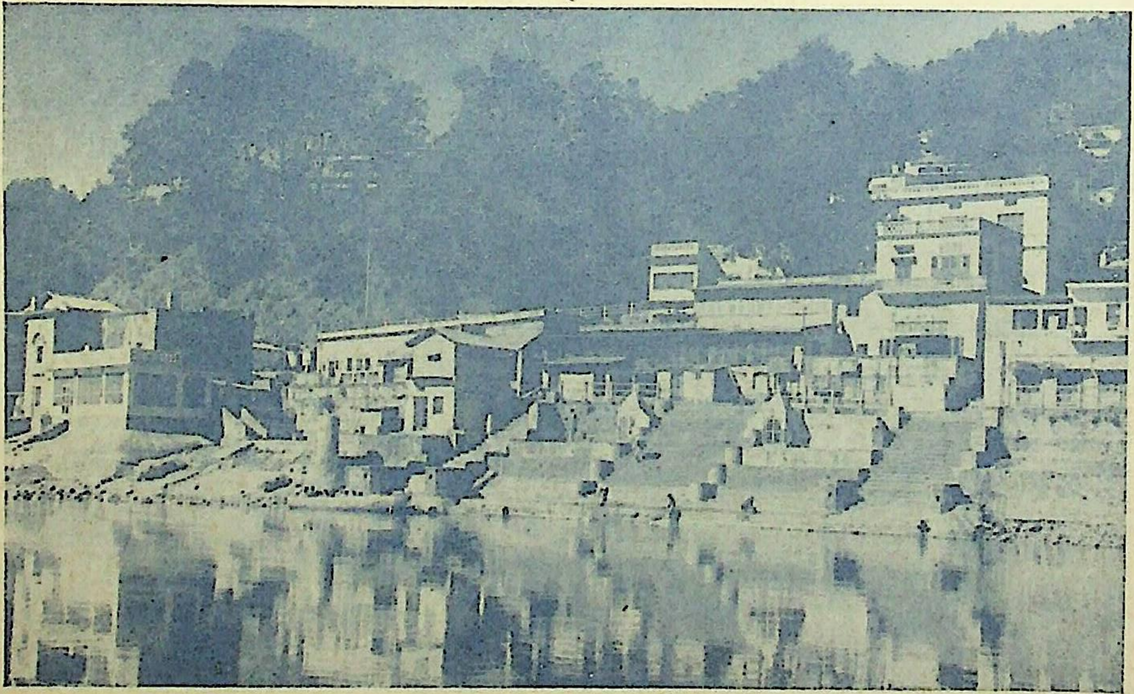

গঙ্গাবক্ষ হইতে আশ্রম দৃশ্য ও স্বামীজীর কুঠিয়া ও বিশ্বনাথ ঘাট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম দৃশ্য

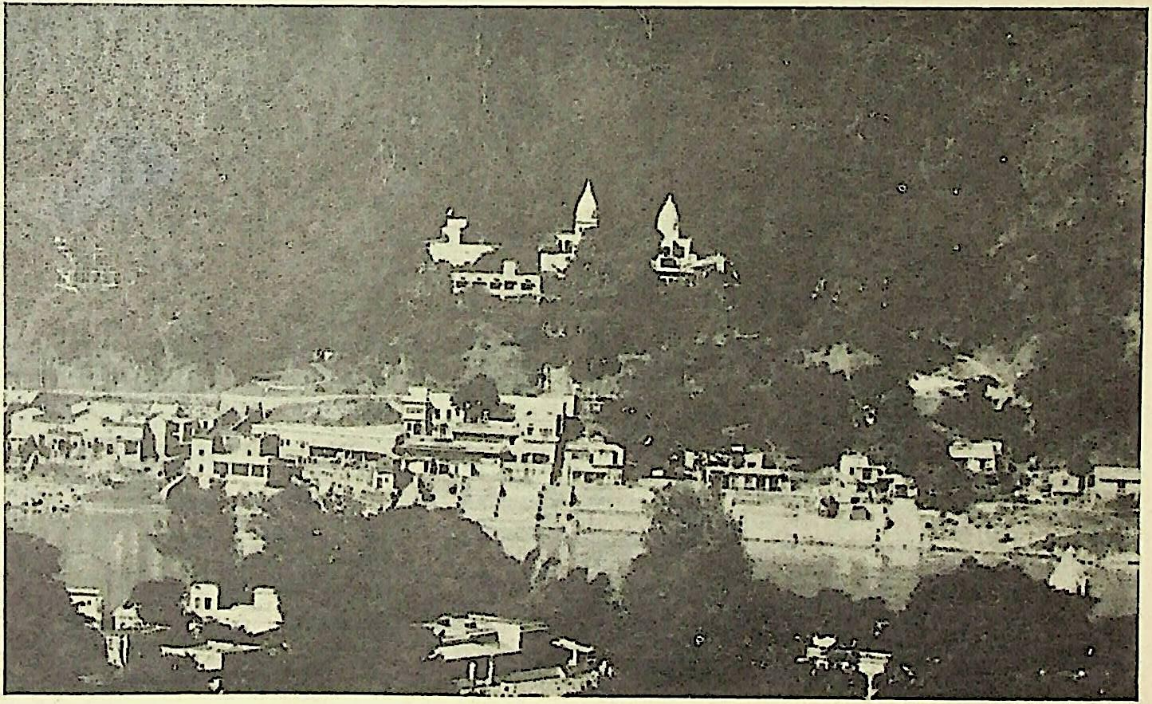

উপর হইতে আশ্রমের দৃশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহিতা পুরাণাদি বর্ণিত পূজা পদ্ধতি হইতে বহু উর্দ্ধে উন্নিত এক পূজার আর্বিভাব হইল। দেবীর পূজা ক্রমে একটী দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপিত অতিপ্রাকৃত আলৌকিক শক্তি উপাসনায় রূপান্তরিত হইল।

দেবীমহাত্মের বর্ণনায় দেবীকে তিনটী বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত করিয়াছে—মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। প্রথম রূপে তিনি কারণ নিদ্রায় মগ্ন বিষ্ণুকে কারণার্ণব হইতে উত্থিত হইয়া মধু-কৈটভ নামক অসুরকে নিধন করিবার জন্য প্রবোধিত করিতেছেন। দ্বিতীয়-রূপে দেবী মহিষাসুর নামক অসুরকে সসৈন্যে নিধন করিতেছেন। তৃতীয়রূপে দেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে সমূলে নিপাতিত করিয়া স্বর্গে ও মর্ত্তে শান্তি স্থাপনা করিতেছেন। তম, রজ ও সত্ত্ব গুণের মধ্যে দৈবী শক্তির আর্বিভাবকেই দেবীর এই তিন রূপে অর্বিভাবের রূপক হিসাবে বলা হইয়াছে। তাহাদের আবার ক্রীয়া, ইচ্ছা ও জ্ঞানের শক্তির মধ্য দিয়া বিশ্বশক্তির প্রকাশের নির্দ্দেশ দিতেছে। দেবীমহাত্মে দেবীর আরাধনার স্তোত্রগুলি অতীব মাধুর্য্যময় ও গভীর ভাবসমন্নীত।

দূর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে ইহাদের অভিন্ন যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি। তাই শক্তিকে ক্রিয়াশীল সচল ভগবানের প্রকাশ বলিয়া বলা হয়। দূর্গামুর্তি সিংহবাহিনী, কখন কখন ব্যাঘ্র বাহিনীরূপেও দেখা যায়। ভগবান শিবের দয়িতা হিসাবে যদিও তাঁহার আবাস কৈলাসে তথাপি ভক্তদের উদ্ধারকর্ত্তীরূপে তিনি সারা বিশ্বেই আবিভূত হন। তিনি অষ্টভূজা ও সর্ব্ব দেবতার প্রহরণ ধারিণী। তিনি পরিবর্ত্তন, ধ্বংস, যুদ্ধ, মড়ক, রোগ ও তাহার ঔষধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শিব বা রুদ্রের বিনাশ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি রূপে তিনি সংহার শক্তি। লক্ষ্মী শতদলবাসিনী ও হস্তে পদ্মপুষ্পধৃতারূপে পূজিতা হন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর রক্ষা ও পালন শক্তি। তিনি সৌভাগ্য, ধন, শ্রী, শান্তি ও প্রাচুর্য্যের দেবী। তিনি ভগবানের স্থিতিশক্তি ও ভগবানবিষ্ণুর পত্নী হিসাবে পুজিতা হন। তাঁহাকে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা, কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিনী ও প্রিয়া রাধারূপেও পূজিত হন। তাঁহার গো, ধান্য ও স্বর্ণ বিশেষ বিভূতি। সরস্বতী ব্রহ্মার সৃজনী শক্তি ও হংসারূঢ়া, বীণা পুস্তকধারিনীরূপে আরাধিতা হন। তাঁহাকে ঋক্‌বেদ সংহিতাতে বাক্ নামে বন্দনা করা হইয়াছে। সকল কলাবিদ্যার-বিশেষ সঙ্গীত ও সাহিত্যের দেবী বলা হইয়াছে। তাই ছাত্র, লেখক ও বাদ্যকারদিগের অতীব প্রিয়।

শক্তির উপাসক শাক্তরা দেবীকে ত্রিপুরাসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী বা বিশ্বের অন্তরনিহিততত্ত্ব হিসাবে আরাধনা করেন।

ঋক্ বেদে দেবী সুক্তে, মহাভারতে, দেবীমহাত্মে, দেবী ভাগবতে লালিতোপাখ্যানে, শাক্ত আগমে ও শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীতে দেবীর বিভিন্ন রূপের ও শক্তির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (৫)

দিব্য জীবন সঙ্ঘ

পোঃ—শিবানন্দনগর, গড়ওয়াল, U P

(The Divine Life Society)

P.o. Sivanandanagar

Dt. Tehri Garhual U.P.

আমাদের এই ঋষিকেশে আশ্রম হিমালয়ে পাদদেশে অবস্থিত। কবির ভাষায় হিমালয় হইল।

যোজনান্তর দিক্‌চক্রের অর্দ্ধ পরিধি ঘিরে'
কার গৌরব-বৈজয়ন্তী শ্যাম অরণ্য-শিরে ?
লক্ষ কাহানী-কল্পনাভরা এই সেই হিমালয়
ইহলোকে এই প্রথমতীর্থ বিতারিল বরাভয়।

এখান হইতেই বদরি-কেদার গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী উত্তরাখণ্ডের মহাতীর্থগুলির পথ চলিয়া গিয়াছে ভক্ত তীর্থযাত্রীদের মনের আশায় উজ্জ্বল।

কবে মহাদ্রি, সুদূর বদরি-নারায়ণ নিকেতনে
সব অভিমান, মায়া অবসান হ'বে মহেন্দ্র-ক্ষণে ?
কোন সে কেদারে আশ্রম দ্বারে উতরিব যোড়পাণি ?
কে দিবে এ হিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া অশিবে অশনি হানি' ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের পাশ দিয়া গঙ্গা কলকল নাদে প্রবাহিতা।

দিগম্বরের জটাজাল হ'তে গিরিকন্দর-বর্ত্মে,
দুরিত-হারিণী সুরধনী হেথা অবতরিছেন মর্ত্ত্যে
দেবের করুণা ঝরে বসুধায়, ধায় তরঙ্গ ত্রিবেণী ধারায়,
ঐরাবতের মত্তদর্প চূর্ণি' সলিলাবর্ত্তে।

এই হিমালয়ে যুগ যুগ হইতে অসংখ্য সাধু সন্ত যোগীজ্ঞানী, ভক্ত, মুনি ঋষিরা বাস করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের ত্যাগ তপস্যা, সংযম-তিতিক্ষা জগতে বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। এখনও লোকে সংসারের তাপে দগ্ধ হইয়া শান্তির আশায় এখানেই ছুটিয়া আসে। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও এই হিমালয়-গিরিকন্দরে, কুটিয়ায় আশ্রমে ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভারতের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাবধারা বহন করিয়া জগতে তাহার পোষণ ও প্রচার করিতেছেন। বহু আশ্রমই এখানে আছে। তাহাদের মধ্যে আমাদের দিব্যজীবন সঙ্ঘও একটী।

১৯৩৬ সালে এই দিব্যজীবন সংঘ শ্রী স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ভারতের অন্তরের যে মহান আদর্শ ও অমূল্য কৃষ্টি তাহার সর্ব্বতোভাবে জগতের মধ্যে প্রচার। এইজন্য সারা বিশ্বে ভারতীয় যোগ, বেদান্ত, ধর্ম্ম, দৈবীভাবাপন্ন আদর্শ জীবন, সদাচার, নিষ্কাম সেবা, বিশ্বমৈত্রী এবং জীবনের ঐক্যর বাণী এই সংঘ ও আশ্রম শাখা ও সভ্যদের মধ্য দিয়া প্রচার করা হয়।

সংঘের প্রধান কার্য্যালয় হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার তীরে মুনি ঋষি সেবিত পবিত্র ঋষিকেশে অবস্থিত। এখানে একদল ত্যাগী সন্ন্যাসীরা জনসেবা ও জন কল্যানের জন্য সর্বদা কার্য্যরত। তাহারা যোগ আসনাদি শিক্ষা, আধ্যাত্ম জ্ঞান, ভক্তি, কর্মযোগের শিক্ষা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম দৃশ্য

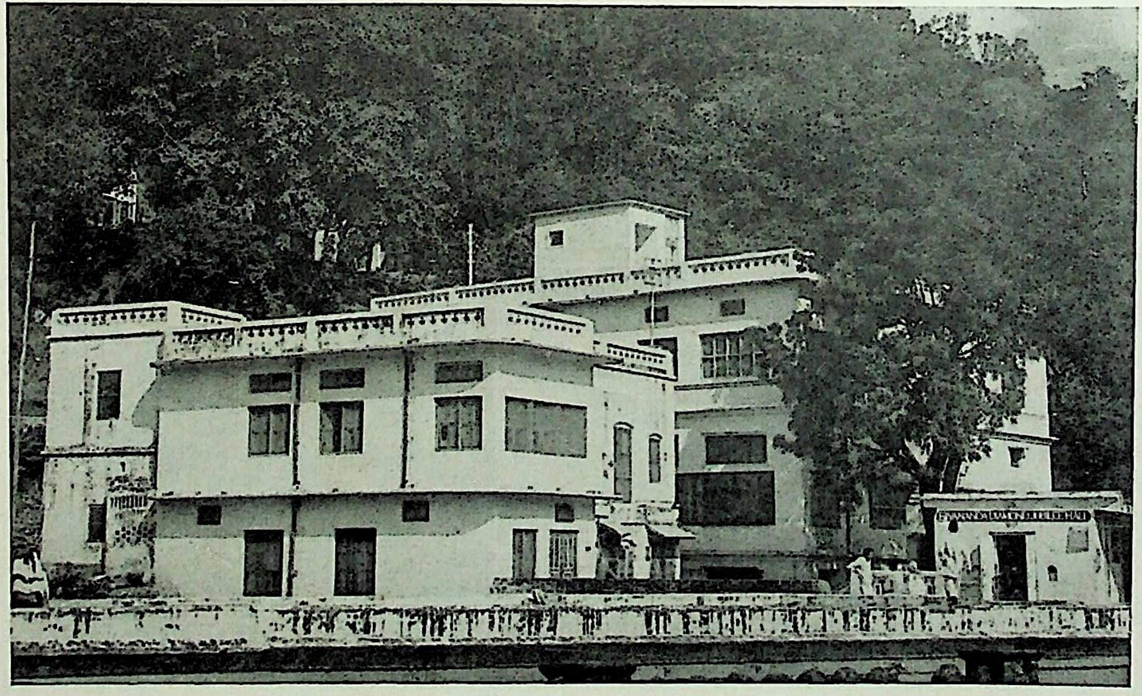

সাধারণ চিকিৎসালয়, চক্ষু চিকিৎসালয় ও ডায়মণ্ড জুবিলী হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবানন্দ স্বামীর কুঠিয়ায় তাঁহার ছবি ও চেয়ারের সম্মুখে
তাঁহার পাদুকা পূজারত আশ্রমের বর্ত্তমান কর্ম্মীগণ

চিদানন্দ স্বামী, হৃদয়ানন্দ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, মাধবানন্দ স্বামী,
সম্মুখে—রজনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
আদর্শ জীবন যাপনের শিক্ষা দান করিয়া শিক্ষার্থীদের ক্রমশঃ উচ্চতর জীবন লইয়া যাইতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত।

ইহা ছাড়া সংঘ, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বহু পুস্তক, মাসিক পত্র প্রচার পত্র প্রভৃতি নিয়মিতভাবে প্রকাশ ও বিতরণ করিয়া যোগ বেদান্ত, ধর্ম, দর্শন ও আরোগ্যশাস্ত্র সম্বন্ধের জ্ঞান দান করিতেছেন।

আশ্রম আমাদের পুরাকালের আদর্শ ও শিক্ষার সহিত বর্তমান যুগোপযোগী ব্যবহারের সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জগৎকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন।

এই আশ্রমের সঙ্গে চিকিৎসালয়, গ্রন্থশালা, যোগ মিউজিয়াম, আয়ুর্বেদরসশালা, মুদ্রা যন্ত্র, অতিথি শালা, চিত্রশালা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে চালিত হইতেছে। বিশ্বনাথ মন্দির, সমাধিমন্দির, ভজনালয় প্রভৃতিতে নিত্য পূজা পাঠ, ভজন কীর্তন, শাস্ত্রালোচনা ও ভাষণ প্রভৃতি নিয়মিতভাবে হয় যাহাতে সাধকদের শীঘ্র শীঘ্র আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। প্রেসিডেন্ট মহারাজ চিদানন্দ স্বামী ও তাহার সহকারী অন্যান্য সাধরা জিজ্ঞাসু সাধকের সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দানে সর্বদাই তৎপর।

এই সংঘের সভ্য হইতে হইলে প্রবেশ কালে ৫৲ টাকা দিতে হয় ও বাৎসরিক চাঁদা ৫৲ টাকা ইহাতে তাঁহারা বিনামূল্যে সংঘের মাসিক কাগজগুলি নিয়মিত পাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডিভাইন লাইফ সোসাইটীর স্থাপয়িতা

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ

১৮৮৭ সালে আপ্পায়া দীক্ষিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই স্বামী শিবানন্দের মধ্যে সর্বভূতের সেবায় প্রীতি ও বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন স্বভাবতই প্রকাশ পাইয়াছিল। পরে চিকিৎসক হইয়া তিনি মালয়ে যান ও পুর্ণ সেবার ভাবে রোগীদের সেবাকার্য্যে ব্যাপ্ত থাকেন। কিন্তু এভাবে তিনি শান্তি পান না। একটী কি অভাব তাঁহাকে পীড়া দিতে থাকে।

তাহার কর্ম্মজীবনের উন্নতির চরম অবস্থায় তিনি ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে চলিয়া যান। বহুদিন ব্যাপী কঠোর সাধনায় এই চিকিৎসক এক মহা পরাক্রান্ত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষে রূপান্তরিত হন।

তাঁর নবলব্ধ দিব্য জ্ঞান অপর জগৎবাসীকে দিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৬ সালে ঋষিকেশে "ডিভাইন লাইফ সোসাইটী"র স্থাপনা করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি যোগ-বেদান্ত-আবরণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনা করেন। এই দিব্য জীবন সংঘের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার। স্বামীজীজ্ঞান দানকেই মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবা বলেন। ইনি জীবন গঠনকারী বহুপঠিত সুন্দর সুন্দর ৩০০টী গ্রন্থের লেখক। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার গ্রন্থের বহু প্রকাশ ও প্রচার হইয়াছে। ভারতে ও ভারতের বাহিরে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডে এই আশ্রমের বহু শাখা আছে ও তাঁহারা এই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মযোগ ও রাজযোগ বিষয়ক শিক্ষা প্রচার কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। স্বামীজী ১৯৬৩ সালে, জুলাই মাসে তিরোধান হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচিদানন্দ স্বামী

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সালে চিদানন্দ স্বামী-পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীধর রাও দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীনিবাস রাও ও মাতা সরোজিনী দেবী। ১৯৩৬ সালে লয়্যাল মিশনারী কলেজ হইতে বি, এ পাশ করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই খুব ধর্মের দিকে অনুরাগী ছিলেন। ছেলে বয়স হইতেই দরিদ্র ও দুঃখীদিগের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সেবা পরায়ণ ছিলেন। তিনি শিবানন্দ স্বামীর বহু পুস্তক পাঠ করেন ও তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে থাকেন। পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া ঋষিকেশে শিবানন্দ স্বামীর নিকট চলিয়া আসেন। স্বামীজীও তাঁহাকে সেখানে চিকিৎসালয়ে সেবার কার্য্যে নিয়োগ করেন ও আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব সকল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে ইহার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও জ্ঞান দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া যোগ বেদান্ত মহাবিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও রাজযোগের অধ্যাপক কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সময় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা ও জিজ্ঞাসু ও সাধকদের নিয়মিত উপদেশ দান করিতেন। ১৯৪৮ সালে গুরুদেব তাঁহাকে ডিভাইন লাইফ সোসাইটীর সম্পাদক পদে নিয়োগ করেন।

১০ই জুলাই ১৯৪৯ সালে উত্তর আমেরিকার, দক্ষিণ আমেরিকা ও পরে ইউরোপ খণ্ডে ইনি দীর্ঘদিন প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৬২ সালে পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। ১৯৬৩ সালের অগাষ্ট মাসে গুরুদেবের তিরোধানের পর ইনি ডিভাইন লাইফ সোসাইটীর সভাপতি ও যোগ বেদান্ত ফরেষ্ট একাডেমীর প্রধান আচার্য্যের পদে বৃত হন। তদবধি ইনি ভারত ও পূর্বদেশ সমূহ ভ্রমণ করিয়া বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদের সাহায্য করিয়াছেন। নিজে খুব উচ্চ স্তরের জ্ঞানী ও ভক্ত এবং ইহার স্বভাব অতিশয় দয়া ও সহানুভুতিসম্পন্ন বলিয়া সকলেই ইঁহার সান্নিধ্যলাভে বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী কৃষ্ণানন্দ আশ্রমের কর্ম্মীবৃন্দ

ডিভাইন লাইফ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। জন্ম ১৯২২ সালে, অতি অল্প বয়স হইতে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকটি যোগী ও মহাত্মার সঙ্গ লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে সংসার ত্যাগ করেন। স্বামী শিবানন্দের পরম আনন্দময় আশ্রমে ১৯৪৪ সালেই যোগ দেন ১৯৩৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সাল হইতেই যোগ বেদান্ত ফরেষ্ট একাডেমীর বেদান্তের অধ্যাপনার কার্য্য করেন। ১৯৫৭ সাল হইতে D.L.S. সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৯৬২ সাল হইতে ইহার সাধারণ সম্পাদক হন। The Realisation of the Absolute, Essays on the Upanished, Resurgent culture প্রভৃতি বই ইহার লেখা।

স্বামী মাধবানন্দ ঃ—ইনি এই সংঘের একজন সম্পাদক ও অক্লান্ত কর্ম্মী ও স্তম্ভ স্বরূপ। আশ্রমের গঠন কার্য্যে অনেক সেবা করিয়াছেন ও ভারতের বহু স্থান ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছেন।

স্বামী হৃদয়ানন্দ ঃ—সংঘের একজন ট্রাষ্টি ও চক্ষু চিকিৎসায় প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়া স্বামীজীর সঙ্গ লাভ করেন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। সে যাবৎ আশ্রমের বৃহৎ চক্ষু চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া আশ্রমেই বাস করিতেছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ ঃ—ইনি আশ্রমের একজন সেক্রেটারী। অল্প বয়স হইতে সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীজীর নিকট আসিয়াছেন ও শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এখানেই আছেন। ইনি তুলসী রামায়ণ পাঠে ও ব্যাখ্যায় সকলকে মোহিত করেন।

রজনী মোহন চক্রবর্ত্তী ঃ—কলিকাতার হইতে আসিয়া ১৯৩৪ সাল হইতে স্বামীজীর নিকট পরিচিত ও শেষে দীক্ষা লাভ করেন। ইনি স্বামীজীর ও চিদানন্দস্বামীর পুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডিভাইন্ লাইফ সোসাইটী

কলিকাতা-শাখা

দিব্যজীবন সংঘ—শিবানন্দ নীলকণ্ঠম্
২৮-এ সর্দ্দারশঙ্কর রোড, কলিকাতা-২৯

" শ্রীরঘুনাথ সিং আগারওয়ালা
পি-২৫১ পূর্ণদাস রোড, কলিকাতা-২৯

(মহিলা শাখা)— শ্রীমতী কমলা চোপরা
২৫ কেয়াতলা লেন, কলিকাতা-২৯

শিবানন্দ পাঠাগার—শ্রীরজনীমোহন চক্রবর্ত্তী
১১।১আর, গোপাল ব্যানার্জি লেন,
কলিকাতা-২৬

শিবানন্দ স্বামীর কয়েকটি বাংলা বই

দিব্যজীবন গ্রন্থাবলী

যোগসার—১।৹ পূর্ণযোগ—১।৹

শিবানন্দ বাণী—১৲ ভক্তিসাধনা—১।৹

জীবনে সাফল্য ও ঈশ্বরোপলব্ধি—২৲

জপযোগ—।৹

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi